গ্লোবাল ডায়ালগ

৭.৩

১৭ টি ভাষায় বছরে চারটি সংখ্যা

ইতালিয় সমাজবিজ্ঞান

মাত্তো বোর্তলিনি,
রিকার্ডো এমিলিও চেস্তা,
আন্দ্রে কসু,
ফ্লামিনিও স্কুয়াৎজনি,
আলিয়াকবর আকবারিতবর,
এনালিসা মুরজিয়া,
বারবারা পেগিও,
ম্যাসিমিলিয়ানো ভাইরা

বিশ্বায়নের যুগ কি শেষ?

মার্টিন আলব্রো

কসোভাতে উপনিবেশিকতার প্রভাব

ইব্রাহিম বারিশাহ

আওতেরোয়া-এর সমাজবিজ্ঞান

স্টিভ ম্যাথিউম্যান,
হোলি থর্প,
এলিজাবেথ স্ট্যানলি,
ডীলান টেইলর,
রবার্ট ওয়েব

বিশেষ কলাম

> ইশ্বর মোদি স্মরণে
> তুর্কি সম্পাদনা পরিষদের পরিচিতি

ম্যাগাজিন

GD
ভলিউম ৭ / সংখ্যা ৩ / সেপ্টেম্বর ২০১৭
http://isa-global-dialogue.net/

International Sociological Association

> সম্পাদকীয়

বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

আইএসএ-এর সাথে গত দশ বছরে আমার সম্পৃক্ততার কথা ভাবলে আমি জাতীয় পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞানের ধারাবাহিক প্রভাব ও বিষয়বস্তুর কাঠামোর বিস্তৃতি নিয়ে থমকে যাই। আইএসএ-তে আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানে সাক্ষর রাখতে এর সাথে সম্পৃক্ত গবেষণা কমিটি, বিষয়নির্ধারক দল, এবং একদল কর্মী সমাজবিজ্ঞানী নিরন্তর প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছে। অনেকসময় তা জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়েও প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এটা খুব স্বাভাবিক, অনেকটা মৌলিক সত্য যে, অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানীই বৈশ্বিক বিষয়ের তুলনায় জাতীয় বিষয়াবলীর ব্যাপারে আগ্রহী হয়। আমাদের হয়ত বিশ্বকে নিরূপন করার জন্য বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান-তত্ত্ব আছে, তবে এই তথ্য প্রযুক্তির যুগেও বৈশ্বিক সম্প্রদায় ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের চিন্তা করা যথেষ্টই কষ্টকর। শরনার্থী, অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তন, পুঁজিবাদী অর্থায়ন, উচ্চশিক্ষার বাণিজ্যকরণের মত বহুমাত্রিক বৈশ্বিক সমস্যার মুখোমুখি আমরা প্রতিনিয়ত হচ্ছি, শুধু তাই নয়, আমরা এই বহুমাত্রিকতাকে নানাবিধ আধুনিক তত্ত্বের আলোকে বিচার করতে উদ্যোগী ভূমিকা রাখছি। তবে সত্যিটা হল, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানী সম্প্রদায় সর্বদা মিথ্যাচারের হুমকির মুখোমুখী হয়ে থাকে। একটা দিক থেকে এটি সাংস্কৃতিক আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ভাষাগত বৈচিত্র্যের একটি প্রতিচিত্র মাত্র। সমাজবিজ্ঞা-নের প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে, *সুশীল সমাজ* সংগঠিত হয়েছে জাতি-রাষ্ট্রের সাথে সম্প-র্কের ভিত্তিতে। বলা যায়, জাতীয়তাবাদের অন্যতম ফলাফল *সুশীল সমাজ*। যদিও এই কথা বলা হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটা নিয়মতান্ত্রিক অসমতা মজ্জাগ-তভাবেই বিরাজমান। তারপরও সমগ্র বিশ্বজুড়ে যারা ব্যতিক্রমধর্মী কিংবা ভীষণভাবেই প্রাচীনপন্থী, তাদের জন্য উচ্চশিক্ষার পথে দ্বৈত ভূমিকা রক্ষা করা কঠিন। বস্তুত, যেহেতু একটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিদ্যমান, এ সম্প্রদায়টি সুবিধাভোগী ও দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংযোগের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তারা মূলত স্থানীয়ভাবে আঞ্চ-লিক ঐতিহ্য থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে ফেলে।

এই সংখ্যায় আমরা পরস্পর বিপরীত দুইটি উদাহরণ পাই, যেখানে সমাজবিজ্ঞানের উপরে জাতীয়তাবাদের চরম প্রভাব পড়েছে। ঐতিহাসিকভাবেই, ইতালিয় সমাজবিজ্ঞান চার্চের সম্পৃক্ততার কারণে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়েছে, যে বিভাজন মোটেও বন্ধুভা-বাপন্ন ছিল না। এই ফলশ্রুতিতে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং সোশ্যালিস্ট পার্টি নিজেদের মধ্যে সর্বদা উত্তর-দক্ষিণবিভাজন বজায় রেখেছে। যদি ইতালিয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে এর ফ্যাসিবা-দের কারণে সমালোচনা করা হয়, তবে ইতালিয় সমাজবিজ্ঞানও রেড ব্রিজেস এবং অন্যান্য উগ্রপন্থী আচরণের সাথে সম্পৃক্ততার অপবাদকে অস্বীকার করতে পারে না। অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডের সমাজবিজ্ঞানের ব্রিটিশ ঐতিহ্যগত সামাজিক নীতিমালার সঙ্গে সম্পর্ক যেমন আছে, তেমনি, রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক পরম্পরার সাথেও অন্তর্দ্বন্ধ বিদ্যমান রয়েছে। এটি একটি ছোট দ্বীপ, যা সর্বদা শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়ার চাপের মুখে থাকে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সমাজবিজ্ঞানের উপরে বৈশ্বিক প্রভাব মূলত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং পরম্পরার মধ্যকার মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান সমাজবিজ্ঞানের গঠন ও পরিক্রমায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। একার-ণেই ইব্রাহিম বারিশা মার্টিন আলব্রোর সাথে সাক্ষাৎকারকালে কসোভাতে আলবেনিয়-দের ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার উপরে আলোকপাত করেন, যেখানে মার্টিন আলব্রো ব্রি-টেনের বৈশ্বিক প্রভাবের উপরে গুরুত্ব দেন।

আমাদের গত সংখ্যায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানের একীভূতকরণের একজন তপ্ত সমর্থককে হারিয়েছি। ঈশ্বর মোদি হিন্দিতে *গ্লোবাল ডায়ালগ* এর অনুবাদের ব্যাপারে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন এবং তিনি অবসর অধ্যয়নকে আন্তর্জাতিকীকরণের পথ-প্রদর্শক ছিলেন। নিঃসন্দেহে আমরা তাঁর অভাব অনুভব করব। তিনি তাঁর গবেষণার মাধ্যমে বেঁচে থাকবেন।

> ISA-এর ওয়েবসাইটে ১৭টি ভাষায় অনূদিত *গ্লোবাল ডায়ালগ* ম্যাগাজিনটি পাওয়া যাবে।
> লেখা পাঠাতে পারেন এই ইমেইলেঃ burawoy@berkeley.edu

ইতালিয় সমাজবিজ্ঞানীরা *ইতালিতে সমাজবিজ্ঞা-নের সংগ্রাম নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।*

মার্টিন আলব্রো*, প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের গতিপথ সম্পর্কে নিবেদন করেছেন।*

ইব্রাহিম বারিশা*, কসোভাতে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা হিসেবে আলবেনিয়দের অবস্থা বর্ণনা করেন।*

আওতেরোয়ায় সমাজবিজ্ঞানীরা *সমাজের তাঁদের নানারকম অবদান সম্পর্কে লিখে থাকে।*

GD

SAGE প্রকাশনীর উদার অনুদানে গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

ইংরেজি সংস্করণ: ISSN 2519-8688

> সম্পাদনা পরিষদ

Editor: Michael Burawoy.

Associate Editor: Gay Seidman.

Managing Editors: Lola Busuttil, August Bagà.

Consulting Editors:
Margaret Abraham, Markus Schulz, Sari Hanafi, Vineeta Sinha, Benjamín Tejerina, Rosemary Barbaret, Izabela Barlinska, Dilek Cindoğlu, Filomin Gutierrez, John Holmwood, Guillermina Jasso, Kalpana Kannabiran, Marina Kurkchiyan, Simon Mapadimeng, Abdul-mumin Sa'ad, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Sawako Shirahase, Grazyna Skapska, Evangelia Tastsoglou, Chin-Chun Yi, Elena Zdravomyslova.

Regional Editors

Arab World:
Sari Hanafi, Mounir Saidani.

Argentina:
Juan Ignacio Piovani, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

Bangladesh:
হাবিবউল হক খন্দকার, হাসান মাহমুদ, জুয়েল রানা, ইউএস রোকেয়া আক্তার, তৌফিকা সুলতানা, আসিফ বিন আলি, খাইরুন নাহার, কাজী ফাদিয়া এশা, হেলাল উদ্দিন, মুহাইমিন চৌধুরী।

Brazil:
Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Ângelo Martins Júnior, Lucas Amaral, Benno Alves, Julio Davies.

India:
Rashmi Jain, Jyoti Sidana, Pragya Sharma, Nidhi Bansal, Pankaj Bhatnagar.

Indonesia:
Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana.

Iran:
Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sina Bastani, Mina Azizi, Vahid Lenjanzadeh.

Japan:
Satomi Yamamoto, Masataka Eguchi, Izumi Ishida.

Kazakhstan:
Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Gani Madi, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel.

Poland:
Jakub Barszczewski, Katarzyna Dębska, Paulina Domagalska, Adrianna Drozdrowska, Łukasz Dulniak, Jan Frydrych, Krzysztof Gubański, Sara Herczyńska, Kinga Jakieła, Justyna Kościńska, Kamil Lipiński, Mikołaj Mierzejewski, Karolina Mikołajewska-Zając, Adam Müller, Zofia Penza, Teresa Teleżyńska, Anna Wandzel, Jacek Zych, Łukasz Żołądek.

Romania:
Cosima Rughiniș, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Tatiana Cojocari, Andrei Crăciun, Diana Alexandra Dumitrescu, Iulian Gabor, Alexandra Isbășoiu, Rodica Liseanu, Anda-Olivia Marin, Andreea Elena Moldoveanu, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Ion Daniel Popa.

Russia:
Elena Zdravomyslova, Anna Kadnikova, Anastasia Daur.

Taiwan:
Jing-Mao Ho.

Turkey:
Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

Media Consultant: Gustavo Taniguti.

> এই সংখ্যার বিষয়

সম্পাদকীয়: বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতাসমূহ ২

> ইতালিয় সমাজবিজ্ঞানের অবস্থা

২১ শতকের পালাবদলে ইতালিয় সমাজবিজ্ঞান
মাত্তো বর্তোলিনি, ইতালি ৪

গ্রামসি, নিজ দেশে আগন্তুক
রিকার্ডো এমিলিও চেস্তা, ইতালি ৬

জনোস-মুখী সমাজবিজ্ঞান, ১৯৪৫-১৯৬৫
আন্দ্রে কসু, ইতালি ৮

ইতালিতে সমাজবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকীকরণ, ১৯৭০-২০১০
ফ্লামিনিও স্কুয়াৎজনি ও আলিয়াকবর আকবারিতবর, ইতালি ১০

ইতালিয় সমাজবিজ্ঞানে লিঙ্গভিত্তিক আচরণের সাধারণ চিত্র
এনালিসা মুরজিয়া, যুক্তরাজ্য ও বারবারা পেগিও, ইতালি ১২

ইতালিয় একাদেমির ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান : একটি আধিপত্যশীল জ্ঞানশাখা
ম্যাসিমিলিয়ানো ভেইরা, ইতালি ১৪

> সারা পৃথিবী থেকে সাক্ষাৎকার

বিশ্বায়নের যুগ কি শেষ? মার্টিন আলব্রোর একটি সাক্ষাৎকার
রেইসা-গাব্রিয়েলা জাম্ফিরেস্কু ও ডাইয়ানা-আলেক্সান্দ্রা দুমিত্রেস্কু, রোমানিয়া ১৬

কসোভাতে উপনিবেশিকতার উত্তরাধিকার : ইব্রাহিম বারিশার একটি সাক্ষাৎকার
ল্যাবিনো কুনুশেভকি, কসোভা ১৯

> নিউজিল্যান্ডের আওতেরোয়া থেকে সমাজবিজ্ঞান

অতাউতাহির দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষমতার রাজনীতি
স্টিভ ম্যাথিউম্যান, আওতেরোয়া, নিউজিল্যান্ড ২২

দুর্যোগোত্তর স্থানসমূহে সৃজনশীল ক্রীড়ার ভূমিকা
হোলি থর্প, আওতেরোইয়া, নিউজিল্যান্ড ২৪

নীরবতার নির্যাতন
এলিজাবেথ স্ট্যানলি, আওতেরোয়া, নিউজিল্যান্ড ২৬

সক্রিয়বাদ ও একাডেমিয়া
ডিলান টেইলর, আওতেরোয়া, নিউজিল্যান্ড ২৮

আদিবাসী অপরাধতত্ত্বের দিকে
রবার্ট ওয়েব, আওতেরোয়া, নিউজিল্যান্ড ৩০

> ঈশ্বর মোদির স্মরণে (১৯৪০-২০১৭)

অবসর অধ্যয়ন ছিল তার ভালবাসার জায়গা
রাজীব গুপ্ত, ভারত ৩২

অনুপ্রেরণা ও উৎসাহদানের একটি উৎস
কার্ল স্প্রাকলেন, যুক্তরাজ্য ৩৪

> বিশেষ কলাম

তুর্কি সম্পাদকীয় দলের পরিচিতি
গুয়েল কোরব্যাকুগলু ও ইমার্ক এর্ভেন, তুরস্ক ৩৬

> ইতালির সমাজবিজ্ঞান

২১ শতকের পালাবদলে

মাত্তো বর্তোলিনি, পাদোভা বিশ্ববিদ্যালয়, ইতালি

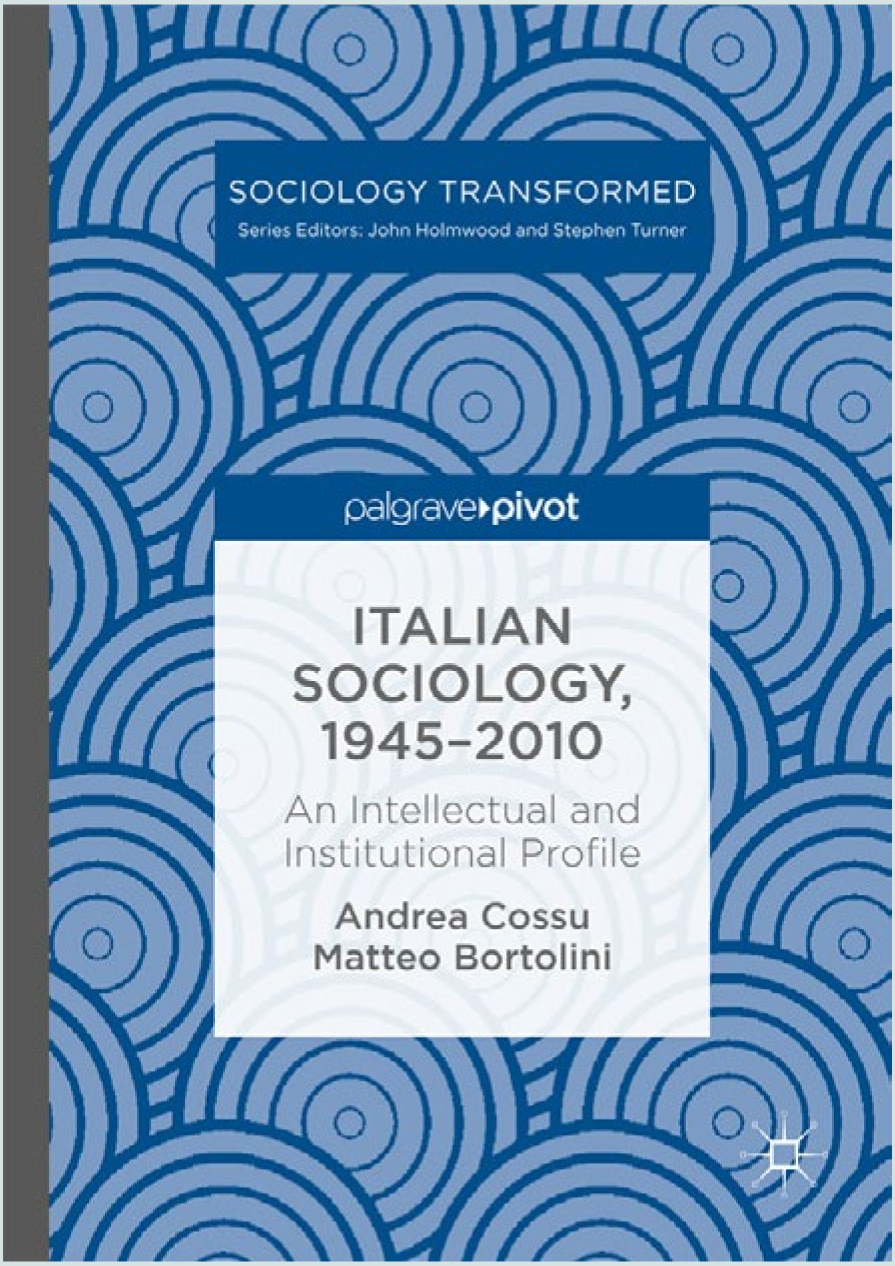

সদ্য ভূমিষ্ঠ ইতালিয় সমাজবিজ্ঞান, ১৯৪৫-২০১০ *লেখক আন্দ্রে কসু ও মাত্তো বর্তোলিনি।*

যেহেতু আন্দ্রে কসু এবং আমি ইতালিয় সমাজবিজ্ঞান ১৯৪৫-২০১০: *অ্যান ইন্টেলেকচুয়াল অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল প্রোফাইল*-এ যুক্তি দেখিয়েছিলাম ১৯৯০ দশকের শুরুর দিককে এই জ্ঞানশাখাটির "শৌর্যপূর্ণ" মূল গঠনগত সময়কালের শেষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যা কম সহজাত দক্ষতাসম্পন্ন, আরো অধিক পেশাদার বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের পথ দেখায়। আরো ভালভাবে যা "আদর্শহীনতার সংস্কৃতি"-এর আপাতবিরোধী মিশ্রণ হিসেবে বর্ণনা করা যায়। বিষয়, তাত্ত্বিক কাঠামোর বৈজ্ঞানিক অথবা প্রয়োগিক ঐক্যের অভাব প্রাত্যহিক বৈজ্ঞানিক কাজের অনুশীলন এবং সমাজবিজ্ঞানী ও তাদের বিভিন্ন লোক ইতালিয় ও বিদেশি সহকর্মী, জাতীয় ও স্থানীয় রাজনৈতিক অভিজাত, সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের অভিনেতা এবং গণমাধ্যমকে প্রভাবিত করে। এছাড়াও এটি সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সর্বগৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির পেশাদারী ও নৈতিক মানদণ্ড অথবা এর সম্ভাবনার বিকাশে বাধা দেয়। জ্ঞানশাখাটি তার অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি নতুন, শক্তিশালী উন্নত বিবরণী তৈরির জন্য সংগ্রাম করেছে, এমনকি যেখানে "যুদ্ধ পরবর্তী সমাজবিজ্ঞানের পুনর্জন্ম"- এর পুরাকথা অথবা ১৯৬৮ সালের ছাত্র বিপ্লব (দেখুন জিডি ৭.৩, চেস্তা ও কসু) প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তরুণ সমাজবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহী করে তোলে।

নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এ প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধসমূহ সুপারিশ করে যে গত ত্রিশ বছরে প্রায় সব জায়গায় সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণাশৈলীর এই বহুমুখিতা ব্যাপক হয়ে উঠেছে। তথাপি, ইতালিতে জ্ঞানশাখাটির বিশেষ ইতিহাস উত্তরআধুনিকতার ভাঙনের একটি স্বতন্ত্র ইতালীয় স্বাদ দেয়। গত পনের বছর ধরে বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষায় নব্য উদারনীতি তাদের ব্যবস্থাপক ও বাজারভিত্তিক মতাদর্শ ও যুদ্ধপরবর্তী একাদেমিয় পেশাগুলোর মূল্যায়নে তার আক্রমণ ইতালির *componenti* (camps), তিনটি শক্তিশালী একাডেমিক গ্রুপ আপাতবর্ণিত রাজনৈতিক fault lines রোমান ক্যাথলিক, কমিউনিস্ট এবং সমাজতান্ত্রিক, যেগুলো ১৯৬০ দশকের শেষের দিকে একসাথে বেড়ে উঠেছিল, তা দুর্বল করে দেয়। একইসময়ে নব্য বিদ্বানদের তাদের ভৌগোলিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত দিগন্ত বিস্তৃত করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে কারণ ইতালিয় সমাজতন্ত্রীরা এখন ডিগ্রি লাভ করেন অথবা বিদেশে পোস্ট ডক্টোরেট ফেলোশিপ গ্রহণ করেন, নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং তারা বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক নেটওয়ার্কসমূহের সক্রিয় সদস্য। ফলস্বরূপ, কিছু সমাজবিজ্ঞানী ইতালিয়দের পরিত্যাগ করেন, যেহেতু তাদের প্রধান প্রকাশনার ভাষা তাদেরকে অস্থিতিশীল

>>

একাডেমিক রীতিনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং এটাকে ক্রমবর্ধমানভাবে অসম্ভব করে তোলে যে, একটি জ্ঞানশাখা হিসেবে ইতালিয় সমাজবিজ্ঞান আরও সংজ্ঞায়িত অথবা সমষ্টিসূচক চিত্র বা চর্চা অর্জনকে তুলে ধরতে পারে(দেখুন স্কুয়াৎজনি ও আকবারিতবার এই সংখ্যায় জিডি৭.৩)।

এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক ছাড়াও, ইতালিয় সমাজবিজ্ঞান আজ তিনটি প্রধান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি: জাতির সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাল্পনিকতায় তার স্থান, সাংগঠনিক এবং সমষ্টিগত অবকাঠামোতে এবং সামাজিক বিজ্ঞান ও উদারনৈতিক একাডেমির মধ্যে তার ভূমিকা আরও বিস্তৃত।

ইতালিয় সমাজবিজ্ঞান চর্চার সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি হল জাতীয় পর্যায়ের সামাজিক চিন্তায় এর স্বীকৃতি কম (দেখুন জিডি৭.৩-এর এই ইস্যুতে ভাইরা, মুরজিয়া ও পোগিও)। প্রথম প্রজন্মের সমাজবিজ্ঞানী যারা উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিবিদ অথবা বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে কিছু মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া ইতালিয় সমাজে সমাজবৈজ্ঞানিক পেশা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। একদিকে, ১৯৭০-এর দশকের মধ্য দিয়ে ইতালির দীর্ঘ ১৯৬৮-এর দূরস্মৃতি (যখন টরেন্টো ইউনিভার্সিটির বেশ কিছু অ্যালামনাই রেড ব্রিগেডস জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিল, একই সময়ে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীরা নতুন বাম সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন), পক্ষভুক্ত এবং অবিশ্বস্ত বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমাজবিজ্ঞানীদের একটি অটল চিত্র গড়ে তুলতে সহায়তা করে। যে চিত্র কিছুসংখ্যক সামাজিক বিজ্ঞানীদের চলমান সিদ্ধান্ত দ্বারা বলবৎকৃত, যা রাজনৈতিক আন্দোলন, বাণিজ্য সংস্থা, সুশীল সমাজ সংগঠনে ভাবাদর্শগত "অর্গানিক বুদ্ধিজীবী" বা বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করতে উৎসাহ দেয় অন্যদিকে, ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি সমাজবিজ্ঞানীরা অতিরিক্ত রঞ্জিত বলে সমালোচিত হত এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তাদেরকে প্রায়ই নীরস সবজান্তা *(tuttologi)* হিসেবে দেখা হত। যদিও পরবর্তী প্রজন্মের সহযোগীরা বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠে আসছে, এঁদের মধ্যে ইলভো দিয়ামান্তি, মৌরো মাগাতি এবং গিয়োভানি সেমি যাদের ২০১৫ এর বইয়ের নিদর্শন নতুন চেতনা জাগিয়েছিল। এই বিষয়ের চিত্রকে নতুন রূপ দেওয়ার জন্য অথবা সামাজিক প্রক্রিয়ার আলোচনায় এর বৈধতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য অনেক সময় এবং প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

ইতালির উচ্চতর শিক্ষার পদ্ধতির সাথে একাদেমিয় সমাজবিজ্ঞানের ভাগ্য এক সুতায় গাঁথা। ২০০৪-০৫ সালের দিকে জাতীয়ভাবে একটি প্রচেষ্টা চালান হয় একাদেমিয় ব্যক্তিদের তাদের কাজ সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার জন্য। যদিও তাদের কিছু বাস্তব প্রভাব ছিল, ফলাফলে একটি নির্মম চিত্রই ভেসে ওঠে। ইতালিয় সমাজবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে সবচেয়ে খারাপের দিকে অগ্রগামী ছিল এবং প্রকাশিত গবেষণার মান উন্নত করার জন্য নতুন প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করত। পরবর্তীকালে, নব্য উদার বার্লুসকোনি সরকার একটি প্রগতিশীল ও উচ্চ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন ইতালিয় উচ্চ শিক্ষা সংস্কারের যাত্রা শুরু করেন (আইন ২৪০/২০১০)। ফলে ২০১২ সালের পরের দিকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃ-শাস্ত্রীয় মতবিরোধ গভীর হয়ে ওঠে। এএসএন-এর গবেষণা ফলাফলের প্রকাশনা ও বৈজ্ঞানিক যোগ্যতার জাতীয় পদ্ধতি অদ্ভুত এক ধরনের নিয়োগ পদ্ধতি চালু করে। সেই পাঁচজনের যারা আবেদন করেছিল তাদের মধ্যে মাত্র একজনকে ভবিষ্যৎ পদের জন্য বিশেষ করে অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ্য বিবেচনা করা হয়। উপরন্তু, উত্তর ইতালিয় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিযোগিতাপূর্ণ, যেখানে আরও প্রার্থীদের তাদের ভবিষ্যৎ পেশার জন্য যা প্রয়োজনীয়, সে অনুযায়ী উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ফলস্বরূপ, আঞ্চলিক ও উপ-বিষয়ভিত্তিক অসমতার বিতর্কে তিনটি একাদেমিয় ক্যাম্পের ক্ষমতা এবং বিষটির বিভাজন অস্বাভাবিক উৎসাহের সাথে পরিচালিত করা হত। অন্যতম একটি কঠোর নিষেধাজ্ঞা, যা ২০১০ সালের আইন অনুযায়ী নিরীক্ষণকৃত মানদণ্ডের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং যা দ্বিধাহীনভাবে গবেষণা-নিবিড় কর্মজীবনকে পুরস্কৃত করে। বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্র এবং গ্লোবাল রিসার্চ নেটওয়ার্ক-এর সদস্যপদকে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়িত করা হয়। যেখানে কারও বাড়ি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও সেবা প্রদানকে মূল্যায়নের যোগ্য বিবেচনা করা হয় না। মোটামুটি বিশ্বজনীন সমাজবিজ্ঞানীরা যারা আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে ইতালির সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আগের অবস্থানে ফিরেছে, তারা তাদের আঞ্চলিক সহকর্মীদের তুলনায় বেশি প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করেছে।

পরিশেষে, ২০১০ সালের সংস্কারের বিষয়ে বিতর্ক ছিল গভীর, এবং অপ্রত্যাশিত, যা ইতালিয়ান সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (এআইএস) উপর প্রভাব রাখে, যেটি যৌথভাবে একাদেমিয় পদগুলো এবং গবেষণা তহবিল বরাদ্দ পরিচালনার জন্য তিনটি ক্যাম্পের জন্য একটি শেয়ার্ড নিকাশ ঘর হিসেবে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি ধীরে ধীরে তার প্রতিপত্তি এবং আবেদন হারিয়েছে এবং এসএসএন-এর ফলাফল প্রকাশের পর সংস্থাটি থেকে বের হতে অনেক একাদেমিয় সমাজবিজ্ঞানীদের প্ররোচিত করা হয়েছিল। সদস্য সংখ্যা নতুন করে কমে যাওয়াতে প্রতিষ্ঠানটি এর সাধারণ ভূমিকা ও জ্ঞানশাখা মূল আদর্শ বাহক হিসেবে এর আবেদনকে শক্তিশালী করে নিজেই নিজেকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছে। একই সময়ে, যদিও অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীরা যারা সাধারণত বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল্যায়নে মোটামুটির তুলনায় ভাল প্রতিযোগিতা করেছে একটা নতুন উপ-বিভাগীয় পেশাজীবী সংগঠন তৈরি করে এআইএস ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। জানুয়ারি ২০১৭ সালে, ইটালিয়ান সোসাইটি অফ ইকোনমিক সোশিওলজি (এসআইএসইসি) এর প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে প্রায় ২২০ জন সদস্য নিবন্ধন করে আর মোটামুটি প্রতি দশ জনে একজন ছিলেন একাডেমিক সমাজবিজ্ঞানী। শুধুমাত্র সময় বলে দেবে এবং এই দুইটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ফল বয়ে আনবে কিনা অথবা এটি ইতালিয় সমাজবিজ্ঞানকে তার ইতিহাসের সবচেয়ে শীর্ষে ও অকল্পনীয় পর্যায়ে অতিক্রম করতে সাহায্য করবে কিনা। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
মাত্তো বোর্তোলিনি
<matteo.bortolini@unipd.it>

> গ্রামসি
নিজ দেশে আগন্তুক

রিকার্ডো এমিলিও চেস্তা, ইউরোপিয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, ফিয়েসোল, ইতালি

অ্যান্তনিও গ্রামসি।

সামাজিক বিজ্ঞানের সমকালীন বিতর্কে বৈশিষ্টের দিক থেকে সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞান ও মার্ক্সবাদ একই ঘরে অবস্থিত। মূলত জ্ঞানশাখা দুইটির সম্পর্ক তাদের নিজের দিক থেকে খুব কম সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালিতে জ্ঞান শাখাটির পুনর্গঠন "সামাজিক" পাঠের আধিপত্যের আর সহজাতভাবে সমাজবিজ্ঞান ও মার্ক্সবাদের মধ্যে পরস্পর বিপরীতমুখী যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তা নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করে।

আমি *আধিপত্য* শব্দটি ব্যবহার করছি এটা হঠাৎ কোন ঘটনা নয়। ইতালির মার্ক্সবাদীদের একটা অংশের সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতি দোদুল্যমানতাকে আন্তোনিও গ্রামসির মতাদর্শী হিসাবে ধরা হয়। বুদ্ধিজীবীদের কৌশলগত ধারণায়নে গ্রামসির দার্শনিক প্রেক্ষাপট এবং ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি গ্রামসির কাজকে যেভাবে ব্যবহার করত, সেখানে অনেকগুলো উপাদান গ্রামসি ও যুদ্ধ পরবর্তী ইতালির সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে দূরত্ব তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। আন্তর্জাতিক সামাজিক বিজ্ঞানীদের ব্যাপক প্রশংসার বিপরীতে, গ্রামসি বাস্তবিকভাবে ইতালির সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তথা "তার নিজ ভুমিতে আগন্তক"-এর মত।

> গ্রামসি-এর মার্ক্সবাদে ছদ্ম-ভাববাদ

তার তাত্ত্বিক কাঠামো গঠনে, গ্রামসি তার সময়ের সর্বোচ্চ সর্বসাধারণ বিদিত বুদ্ধিজীবীদের মুখোমুখি হয়েছেনঃ যেমন নেপলসের দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রচে অন্যতম, যার তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। বাস্তবিকই গ্রামসি-এর প্রিজন নোটবুকস-এ সর্বাধিক উদ্ধৃতি দেওয়া ও আলোচনা করা লেখক মার্ক্স কিংবা লেলিন নয়। তিনি হলেন ক্রচে।

ভাববাদী ইতিহাসের প্রবক্তা হিসেবে, ক্রচে "সামাজিক বিজ্ঞান"-এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। সূক্ষ্ম জ্ঞানতাত্ত্বিক কারণে আইনের প্রাধান্যকে নিশ্চিত করতে আবদ্ধ হওয়া এবং সমাজবিজ্ঞান একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানশাখা হতে পারত এবং তিনি স্পষ্টভাবে এই সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ক্রচের দৃষ্টান্তের সীমাবদ্ধতা নিয়ে তার সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও- প্রাথমিকভাবে মার্ক্সবাদকে ইতিহাসের দর্শন বিবেচ্যে তার প্রত্যাখ্যান, ইতালি সংস্কৃতির ভাববাদীদের ও অধ্যাত্মবাদীদের আধিপত্যকে অতিক্রম করতে গ্রামসি স্পষ্টভাবে "ক্রচে-বিরোধী" হওয়াকে জোর দিয়েছেন। একই সাথে যদিও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে *প্রিজন নোটবুক* তাৎপর্যপূর্নভাবে এই শতাব্দীর সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একরকম সামাজিক বিজ্ঞানের স্বীকৃতি ইতালি সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে কঠোর অধ্যায়নের জন্য অঙ্গীকার করে।

> তোগলিইয়াতি'স গ্রামসি

কীভাবে ও কেন ইতালির বুদ্ধিজীবীরা ১৯৫০ সালের দিকে গ্রামসির কর্মকে ছদ্ম ভাববাদী ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করলেন, তা বুঝতে আমরা শুধু তার লেখনীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি না, বরং কোন প্রসঙ্গে গ্রামসির প্রধান লেখাগুলো প্রথম প্রকাশিত হয়েছে আমাদের অবশ্যই সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। যখন ১৯৩৭ সালে তার মৃত্যুর সময় তিনি ফ্যাসিস্টদের জেলখানায় পরিত্যাক্ত ও বিচ্ছিন্ন দেহকাঠামো নিয়ে ছিলেন। প্রিজন নোটবুকস তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রামসির বাল্যবন্ধু, কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা পালমিরো তোগলিইয়াতি অন্য একজন কমিউনিস্ট সাংবাদিক ফেলিস প্লাতনের সহযোগিতায় মূলত একটি সংখ্যা প্রকাশ করেন। এই প্রথম সংস্করণে গ্রামসির রচনাকে বিভিন্ন ভলিউমগুলিতে বিভক্ত করে। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয় (*হিস্টোরিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম ও দ্য ফিলোসফি অফ বেনেডিত্তো ক্রচে*) এবং ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় (*ইন্টেলেকচুয়ালস, ২ রিসরজিমেন্ট ও নোটস অন ম্যাকিয়াভেলি*)। তোগলিয়াতি এবং প্লাতন ইতালিয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রধান উত্তরাধিকারী হিসেবে গ্রামসিকে উপস্থাপন করেন, ডে সানচিস, স্প্যাভেনা, ল্যাব্রিয়োলা, ক্রচে এবং অবশেষে গ্রামসি এইভাবে একটি আদর্শ বুদ্ধিজীবী ধারা পুনর্নির্মাণ করেন। একই সময়ে, সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বের একটি স্পষ্ট কৌশল "নয়া-ম্যাকিয়াভেলিয়"-এর মাধ্যমে ও গ্রামসির গণ দল কাঠামো বিশ্লেষণের

>>

মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়েছিল। যা গ্রামসি "আধুনিক রাজপুত্র" হিসেবে উল্লেখ করেছে।

মার্কসবাদী দার্শনিকের কাজের এই বিশেষ কাঠামোটি দ্বিগুণ লক্ষ্য নিয়ে গঠিত ছিল। প্রথমত, প্রভাবশালী বুর্জোয়াদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্কৃতিকে বৈধতা দিয়ে গ্রামসি ক্রস এবং ঐতিহাসিক আদর্শবাদের সাথে যুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, তার বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যটি ঐতিহাসিক আন্দোলনের নব্য-ম্যাকিয়াভেলিয় দিককে সমর্থন করার জন্য পরিবর্তিত হতে থাকে। দলের নেতা হিসেবে তোগলিয়াতি এবং প্রধান রাজনৈতিক অভিনেতা হিসেবে দলটি শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই অভিযোজনের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলনের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের একজন প্রবক্তা হিসেবে এবং সামাজিক বিজ্ঞানের মূল্য অস্বীকার করে নিম্নশ্রেণীর সংস্কৃতি এবং একজন ঐতিহাসিক আদর্শবাদীতে আগ্রহী পন্ডিতের চেয়ে প্রগতিশীল বুর্জোয়া দার্শনিক হিসেবে গ্রামসিকে উপস্থাপিত করা হয়।

> হারানো সংযোগ

১৯৫০-এর দশকে বামপন্থী বুর্জোয়া তৈরিতে বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রজন্মের জন্য গ্রামসির কাজ একটি প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে। যেখানে "বসের হাতিয়ার" হিসেবে নতুন সামাজিক বিজ্ঞানকে দায়ী করা হয়। যা মতাদর্শগতভাবে শ্রমিক শ্রেণিকে অনুগত রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত। বস্তুত, উদ্যোক্তা অ্যাড্রিনিও ওলিভেট্টি ছিলেন ইতালির সমাজবিজ্ঞানের প্রধান সমর্থক। যে সমাজতান্ত্রিক দলের সাথে যুক্ত করতে প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীদের একত্রিত করত এবং ভর্তুকি দিত। তার ফার্ম ইভরিয়া-তে ওলিভেট্টি "সামাজিক সম্পর্ক বিভাগ" চালু করেন, যেখানে তরুণ জ্ঞানতাত্ত্বিকরা প্রভাবশালী আমেরিকান সমাজবৈজ্ঞানিক কাজগুলো অধ্যয়ন করতে পারত এবং শিল্প সংক্রান্ত সম্পর্কের অধ্যয়ন করতে সমাজবৈজ্ঞানিক উপকরণের প্রয়োগ করতে পারত।

কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী ও নেতারা ওলিভেট্টি-এর "কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ" প্রকল্পটির ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন ছিলেন। এটি মূলত প্রযুক্তিগতভাবে জনসেবার মাধ্যমে একজন নিয়োগকর্তার শ্রেণি দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ করতে প্রচেষ্টা। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে *কন্টেমপরানি*ও নামে সরকারি জার্নাল ২-তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী ফেব্রিজো অনোফ্রাই ওলিভেট্টির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে রহস্যময় মেসিয়ানিজম হিসেবে অবমূল্যায়িত করেছেন। ওলিভেট্টিকে আল্লাহ-এর সমতুল্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন এবং তার ডান হাত সমাজবিজ্ঞানী ফ্রানকো ফেররারট্টিকে অলিভেট্টির নবী মোহাম্মদ হিসেবে বর্ণনা করেন। ১৯৫০ সালের দিকে সরকারিভাবে গ্রামসিবাদ ইতিহাসের ভাববাদী দর্শন হিসেবে বিবেচ্য যা প্রায়োগিক যাচাইয়ের কমতি নিয়ে নির্ধারিত তাত্ত্বিক ধারণায় গঠিত এবং তোগলিয়াতির "প্রগতিশীল গনতন্ত্র"-এর চাবিকাঠি নির্মিত হয়েছে। এটা একটি কৌশল, যার উদ্দেশ্য ইটালিয় প্রজাতন্ত্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণির জন্য পর্যায়ক্রমে সুবিধা আদায় করা।

দুটি ঘটনার পর ইতালীয় কমিউনিষ্ট পার্টি (পিসিআই)-এর নতুন ক্রিটিক্যাল বামপন্থী দলগুলির উত্থানের সাথে গ্রামসিকে একটি বিকল্প পাঠ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৫৫ সালে এফআইএ-টি কারখানার ভিতরে শ্রমিক ইউনিয়ন নির্বাচন হতাশাব্যঞ্জক ফলাফল নিয়ে আসে। যা শ্রমিক শ্রেণি আন্দোলনের অন্যতম জাতীয় কেন্দ্র। ইতালির প্রধান বামপন্থী ইউনিয়ন এবং পিসিআই-এর শক্তিশালী কারখানাভিত্তিক জোট দেখায় যে, প্রায় অর্ধেক ভোট ভাগাভাগি হয়েছে। এক বছর পর, বুদাপেস্টে সোভিয়েত নিপীড়নের বিক্ষোভের সহিংসতা আরও বেড়ে যায়। যা বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটি বিশাল বিতর্ক সৃষ্টি করে, যাদের অনেকে পার্টি পরিত্যাগ করেছিল।

যাইহোক, তোগলিয়াতি গ্রামসির ব্যাখ্যাকে সমালোচনা করতে ১৯৫০ সালের শেষের দিকে তরুণ জ্ঞানীদের সম্পৃক্ত করে (কুইডেনি রসি, রনিয়েও পাঞ্জিয়ারির নেতৃত্বে গ্রুপসহ) ও প্রাতিষ্ঠানিক ইতালিয় সমাজবিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করা শুরু করে এবং তারা একটি জঙ্গীবাদী সমাজতান্ত্রিক গবেষণায় "*ইনচিয়েস্তা অপেরা*" ("শ্রমিক শ্রেণির জিজ্ঞাসাবাদ") রূপান্তরিত হয়। কিন্তু কোন তাত্ত্বিকের বাস্তবসম্মত আবিষ্কারকে এটি সম্পৃক্ত করে না। মূলত এটি ছিল ১৯৮৭ সাল, যখন গ্রামসি ইনস্টিটিউট গ্রামসির অবদানকে তুলে ধরতে একাডেমিক সমাজবিজ্ঞানীদের তাগিদ দেয়। এটি একটি সংলাপ, যা কখনই গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রোগ্রাম শুরু করেনি। যখন ১৮৬৮ সালের বিদ্রোহে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল থেকে জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্ম নিয়ে এসে ক্রিটিক্যাল সমাজবিজ্ঞানকে পুনর্গঠনে সাহায্য করে, তখন বেশিরভাগ একাডেমিক সমাজবিজ্ঞানীরা পেশাদারিত্বের প্রয়াসে জটিল তত্ত্বগুলি থেকে দূরে ছিলেন। ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে মার্কসবাদ ও ম্যাক্রো-সোশিয়ালিজম তত্ত্বের সংকটের সাথে সাথে গ্রামসিকে দর্শনের ইতিহাস রচয়িতার অন্যতম বিষয় মনে হয়।

দ্ব্যর্থকতা এখানেই লুকায়িত। ইতালিতে তাদের উত্থান এবং একত্রীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে, একাডেমিক বা সর্বজনীন সমাজবিজ্ঞান কোনটিই "বাস্তব গ্রামসি"-তে মিলিত হতে সক্ষম হয়নি। যেখানে বিশ্বের অন্যান্য অংশে আমেরিকা ও যুক্তরাজ্য থেকে ল্যাটিন আমেরিকা এবং ভারত পর্যন্ত গ্রামসির তত্ত্বগুলি সাংস্কৃতির ও নিম্নশ্রেণির পাঠে সামাজিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং রাজনৈতিক অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার সেখানে ইতালিতে তার অবদানগুলি প্রধানত উপেক্ষা করা হয়েছিল একইরকমভাবে একাডেমিক এবং সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা। একটা উদাহরণ যা বুঝায় যে, ক্ষুদ্র চিন্তাবিদ একজন বিশ্বমানের বুদ্ধিজীবী হতে পারেন যেখানে বড় মাপের একজন "নিজ দেশে আগন্তক" হয়ে থাকেন। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
রিকার্ডো চেস্তা <riccardo.chesta@eui.eu>

> জনোস-মুখী
ইতালিয় সমাজবিজ্ঞান, ১৯৪৫-১৯৬৫

আন্দ্রে কসু, ট্রেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, ইতালি

ইতালিতে পেশাগত সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাংকো ফেরারোতি।

বিজ্ঞানমুখী অনুষদগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য যে পথ অনুসরণ করে তা অত্যন্ত কঠিন। এখানে শুধুমাত্র সীমাবদ্ধতার কথাই বলা হচ্ছে না, বরং একটি জটিলতর, কখনো আবার একচেটিয়া পরিকাঠামোর কথা বলা হচ্ছে ,যার মাধ্যমে জ্ঞানের শাখাগুলো জন্ম নেয় এবং আশা করা হয় যে, তারা নিজেদেরকে বিকশিত করবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইতালিও এর ব্যতিক্রম নয়, বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে প্রায়ই "ফ্যাসিস্ট" জ্ঞানশাখা বলে আখ্যা দেয়া হয়। যে কোন পরিসংখ্যানই উপনিবেশিক আন্দোলনের সাথে এর জড়িত থাকার নজির দৃশ্যমান করে তোলে। আদর্শবাদী দর্শন সমাজবিজ্ঞানের সাথে এর নানাবিধ বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও প্রাধান্য বিস্তার করে গেছে। বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছে সবচেয়ে দুর্বলতম জ্ঞানশাখা সমাজবিজ্ঞানের ওপরে।

ইতালিয় সমাজবিজ্ঞান এভাবেই প্রতিকূল পরিবেশে তার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে, শুধুমাত্র শিক্ষাগত অসহযোগিতা এবং ইতালিয় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা একে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, বরং ইতালিয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিকূলতা, উদীয়মান জ্ঞানের শাখাগুলোর যথার্থতা নিরূপন করতে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি করে। সর্বাগ্রে ওষ্ঠাগত প্রাণনাশী রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র ও আঞ্চলিক বংশানুক্রমিক প্রগতিশীলতার বলতে মূলত সমাজবিজ্ঞানীদের তাদের জ্ঞানের চর্চা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরের বাইরে বিস্তার করাকে বোঝায়। সমাজবিজ্ঞানীরা গবেষণা কেন্দ্র, প্রকাশনা সংস্থা এবং সমাজকর্মীদের জন্য শিক্ষালয় তৈরির জন্য কাজ করে। যদিও কখনো তারা এটা কারও চাপে পড়ে করতে বাধ্য হয়। এই রূপরেখার প্রভাব ১৯৬০ এর পরেও টিকে ছিল, যখন সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের একাদেমিয় পদোন্নতি গ্রহণ করতে শুরু করেছিল।

ইতালিতে সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করার প্রতিফলন প্রায়ই ঐতিহাসিকভাবে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। মাত্তিও বোর্তোলিনি ও আমি ১৯৪৫-২০১০ সাল পর্যন্ত ইতালিয় সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি। যাইহোক, এটা বোঝার জন্য জ্ঞানের গভীরতার প্রয়োজন যে, কেন এক ঝাঁক তরুণ গবেষক প্রথমে সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং পরে একাদেমিতে প্রবেশ করে। আর প্রায়ই তাদেরকে জ্ঞানের শুধুমাত্র সেই শাখাতেই মূল্যায়ন করা হয়।

>>

দলভুক্তভাবে সমাজবিজ্ঞানের আবিষ্কার-কে, অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় , সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের বিচারে বর্তমানে মাঠপর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পর্কগুলোর উপরে অধিক দৃষ্টিপাত করা হয়, যেখানে পূর্বে ইতালিতে কর্তৃত্ব ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে কৌশলগত প্রক্রিয়ার উপরে অধিক আলোকপাত করা হত।

১৯৫১ সাল (ফ্রাঙ্কো ফেরারোতি এবং তাঁর উপদেষ্টা দার্শনিক নিকোলা আব্বাগানোর তত্ত্বাবধানে *কোয়াডার্নি ডি সোশ্যালজিয়া*, যখন সর্বাধিক আলোচিত জার্নালগুলোর একটি ছিল), এবং ১৯৬১ সাল (যখন জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার পর সমাজবিজ্ঞান প্রথম তিনটি পূর্ণ জ্ঞানের শাখা হিসাবে মর্যাদা পায়) এই দশকের মধ্যে জ্ঞানের এই শাখার পরিকাঠামো গড়ে ওঠে । যাকে আজও দেশটির সমাজবিজ্ঞানের সূতিকাগার হিসাবে ধারণা করা হয়। পেছনের দিকে তাকালে দেখা যায়, ডায়ানা পিন্টো যুগটাকে সমান দুইটি পর্বে ভাগ করেছেন। যদি ১৯৫০-৫৬ কে সমাজবিজ্ঞানের উত্থানপর্ব হিসাবে চিহ্নিত করা যায় তবে পরবর্তী পর্বে সমাজবিজ্ঞান "সাংস্কৃতিক একাত্মতা" অর্জন করে তবে "বহুকেন্দ্রিকতা" সমাজবিজ্ঞানের উন্নততর রূপক হিসাবে কাজ করে।

যদিও, ইতালিয় বুদ্ধিজীবীদের পরিসরে বিশ্ববিদ্যালয়ই কেন্দ্রীয় জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র হিসাবে ভূমিকা পালন করে আসছিল এবং ১৯৬০ সালের আগে পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানীরাও এই দায়িত্বের দিকে ফিরে তাকাননি। কিন্তু যখন বেলবো এবং তাঁর সহকর্মীরা সমাজবিজ্ঞানকে "পীড়িত বিজ্ঞান" হিসাবে আখ্যা দেন, এই মতের ভিত্তিতে যে, সমাজবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের আধুনিকায়নের প্রধান সেনাপতি হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারতেন, কিন্তু তারা সেই স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। যার ফলে একাদেমিয় অবস্থান থেকে সরে আসাই ছিল সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য যথাপোযুক্ত ব্যতিক্রমী পন্থা। তবে, এই স্থানান্তরের পূর্বে, ইতালিতে সমাজবিজ্ঞানের পরিকাঠামো ছিল ব্যাপক পরিসরে অতি- শিক্ষাভিত্তিক। মিলানে সেন্ত্রো নাজিওনাল দি প্রিভেনজিওন এ দিফেসা সোশিয়ালের মত গবেষণাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, বলোগনাতে দ্বিতীয় মুলিনোর মত সাংস্কৃতিক জোট, কমিউনিতার মত রাজনৈতিক আন্দোলন, যা আদ্রিয়ানো অলিভেত্তির উদ্যোগে শুরু হয়েছিল। তার অস্বাভাবিক উদ্যোক্তামূলক দূরদৃষ্টি ছিল যে, তিনি ফলিত সমাজবিজ্ঞানকে কারাখানার ভেতরে অথবা বাইরে সম্প্রদায়গুলোর ক্ষমতায়নের অন্যতম চাবিকাঠি হিসাবে ভাবতে পেরেছিলেন। এই ধরনের গবেষণাকেন্দ্রগুলো সাংস্কৃতিক ভিত্তি এবং আন্তর্জাতিক জোটের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (যেমন ইউনেস্কো এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশন), যেখানে অন্যান্য খ্যাতিমান প্রকাশকরা- যেমন এইনাওদি, কমিউনিতা (অলিভেত্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত)। আর দ্বিতীয় মুলানো বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কে জড়িয়ে ছিল যে, সমাজবিজ্ঞান কেন জ্ঞানের অন্যান্য শাখার তুলনায় আলাদা (বিশেষত দর্শন থেকে) এবং অভিজ্ঞতামূলক বিশ্লেষণ ও মাঠপর্যায়ের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, এটা কতটা পৃথক। একই সময়ে বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে (মিলান, জেনোয়া,তুরিন, ফ্লোরেন্স, এবং প্রতিছিতে অবস্থিত) বুদ্ধিজীবীদের সাথে শিথিল সম্পর্কের ভিত্তিতে ফলিত গবেষণাকে কারখানাভিত্তিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞান, সম্প্রদায়ভিত্তিক বিদ্যা এবং পদ্ধতিগত স্থানিক নির্বাচনী বিদ্যার ক্ষেত্র অনুসরণ করে।

৫০-এর দশকের শেষদিকে ইতালিয় সমাজবিজ্ঞানের এরূপ দ্বি-মুখী নীতি (জেনাস-মুখী জ্ঞানের শাখা), তাত্ত্বিকভাবে দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। একভাগ বৈধতা অর্জনের জন্য তত্ত্বের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে (যেখানে ক্রিয়াবাদীদের শক্তিশালী অনুরক্তি থাকে) এবং ভাগটি প্রায়োগিক গবেষণার উপরে জোর দেয়। ফলাফলটি হয় মিশ্র। "তত্ত্ব" বলতে প্রায়ই পারসন্স, মার্টন ও লাজারফেল্ডের কাজের মৌলিক বা আংশিকভাগের পুনুরুত্থাপনকে বোঝায়; অন্যদিকে মাঠপর্যায়ের গবেষণা মানে উন্নততর জরিপ ও মৌলিক নৃ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্তি বোঝায়, যা সৃষ্টিশীল গবেষণার সুযোগ তৈরি করে দেয়।

এই সংকীর্ণ কেন্দ্রিকতা থাকার পরও আদতে সমাজবিজ্ঞান একটি "স্বাভাবিক বিজ্ঞান" মাঝে মাঝে যার প্রয়োজন আবশ্যক। প্রথম প্রজন্মের সমাজবিজ্ঞানী (যেমন, ফেরারিও,আলেক্সান্দ্রো পিজারানো, সাবিনো একওয়াভিভা, ইউজেনিও পেনান্তি, একিলি আরদিগো, লুসিয়ানো সাভান্নি, জর্জিয়ো ব্রাগা, ফিলিপ্পো বারবানো, যাদেরকে "লিবেরো দোসেন্তে" (অধ্যাপক) হিসাবে সম্মান দেয়া হত এবং যাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা দান করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল) তারা তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সুনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানশাখার কেন্দ্র তৈরির পেছনে ব্যয় করেছিল। এই দৃষ্টিকোণের বিচারে, তারা একটি নতুন দক্ষ প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল যে, দলের সদস্যরা ভবিষ্যতের ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত রূপান্তরের পথে সমাজবিজ্ঞানকে কেন্দ্রীয় করার লক্ষে কাজ করবে।

এভাবেই, ৬০-এর দশকে, এই জ্ঞানের শাখার পটভূমি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। সমাজবিজ্ঞান যে কখনো ইতালির আধুনিকায়নের পথে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করবে, সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়, বরং, সমাজবিজ্ঞান একাদেমির ভেতরে ও বাইরে একটা পোক্ত জায়গা করে নেয়, যা বর্তমানে সমাজবৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ ও পুনুরুত্থানের পথে অন্যতম ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রথম অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬২ সালে টরেন্টোতে স্থাপিত হয়। এই অবশ্যম্ভাবী নির্বাচনের পর সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা হিসাবেও সমাজবিজ্ঞান গুরুত্ব পেতে থাকে।

এইভাবেই, সমাজবিজ্ঞান বৈধকরণের মৃদু প্রয়াসের ২০ বছর পর ইতালিতে সমাজবিজ্ঞান জ্ঞানের অন্যতম শাখা হিসাবে পুরোদ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। অনেক বছর ধরে সমাজবিজ্ঞান ছিল জ্ঞানের সেই শাখা, যা গবেষণার নিয়মতান্ত্রিক চাহিদা পূরণের জন্য নিজের ক্ষেত্র ও লক্ষ নিরূপন করেছে। এক্ষেত্রে, একাদেমিনির্ভর জ্ঞানভিত্তিক চর্চা ও গ্রহণযোগ্যতা কম গুরুত্ব পেয়েছে। এটা বিস্ময়কর নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে দীর্ঘমেয়াদি নির্বাসনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। শুধুমাত্র সমাজবিজ্ঞানীদের মনোভাবে নয়, বরং গবেষণার ভিন্নতায়, যা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং তাত্ত্বিক প্রাধান্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছিল। ৬০-এর দশকের শেষদিক থেকে (যা ৭০-র দশকেও টিকে ছিল)। ইতালিয় সমাজবিজ্ঞান তাত্ত্বিক, বিশ্লেষণধর্মী ও পদ্ধতিগত নৈপুণ্য আদায়ে সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ■

সরাসরি যোগাযগের জন্যঃ
আন্দ্রে কসু
<andrea.cossu@unitn.it>

> ইতালিতে সমাজবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিককীকরণ

১৯৭০ দশক-২০১০ দশক

ফ্লামিনিও স্কুয়াৎজনি এবং **আলিয়াকবর আকবারিতবর,** ব্রেসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ইতালি

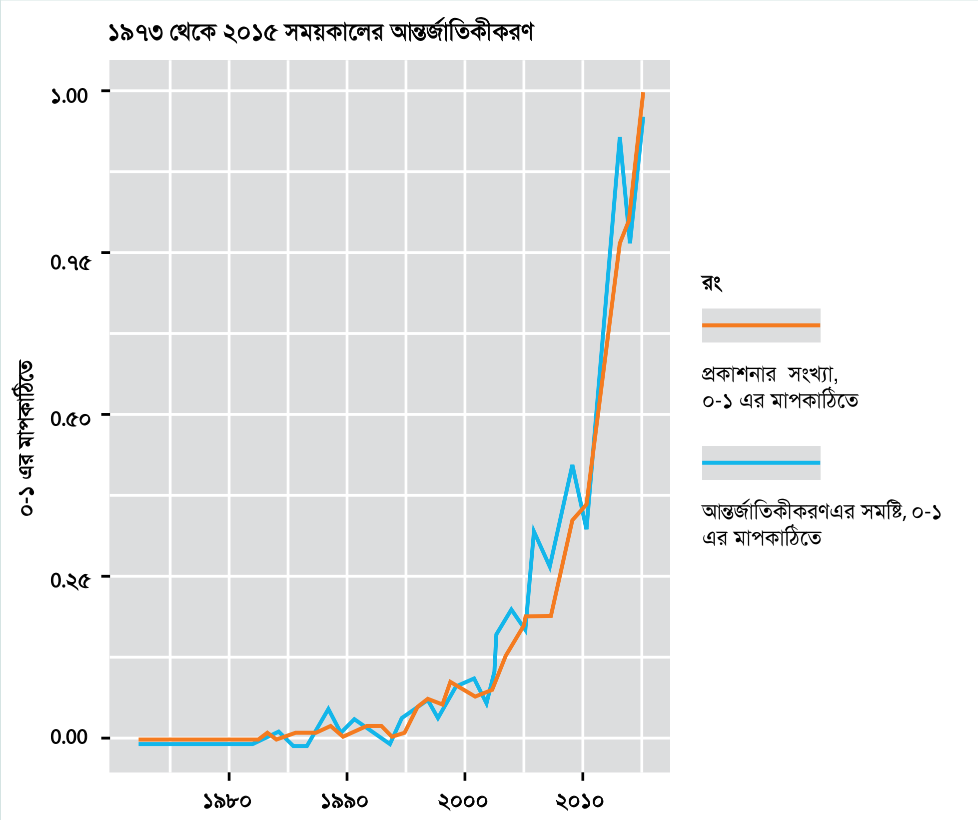

ইতালিতে সমাজবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকীকরণ।

ইতালিয় সমাজবিজ্ঞানীগণ ইতালির বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত শিক্ষাভিত্তিক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বড় পরিসরে কাজ করে থাকেন। আপাদমস্তক জটিল মিশ্রব্যবস্থা, সহাবস্থান এবং বিরোধপূর্ণ দৃষ্টান্তমূলক দার্শনিক গোষ্ঠী এবং স্থানীয় চক্রের মাধ্যমে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠিত হায়ার/কর্জ্য এবং উন্নয়নচর্চা সমাজবিজ্ঞানীদের অধ্যয়নভিত্তিক আধিপত্য বিস্তার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের অবস্থান ধরে রাখতে সহায়তা করছে। উদাহরণস্বরূপ, ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অর্থনীতিবিদদের মতই প্রায় সমসংখ্যক সমাজবিজ্ঞানের অনুষদ সদস্য রয়েছে (প্রায় ১০০০ অধ্যাপক, সহযোগী এবং সহকারী অধ্যাপক)। যাই হোক, এটা আমাদের জনসমাজের সফল অভিব্যক্তি ইঙ্গিত করলেও এটা এখনও অস্পষ্ট যে, এসব চর্চাসমূহ কি সত্যিকার অর্থেই উৎকৃষ্ট গবেষণা সহায়ক ভূমিকা পালন করছে, নাকি বিপন্নক করছে।

কিছু ইতালিয় সমাজবিজ্ঞানীদের প্রকাশনাসমূহের মধ্য পরিমেয় সূক্ষ্ম দৃষ্টি গড়ে তোলার জন্য আমরা মিউর (ইতালিয়ান মিনিস্ট্রি অফ ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড রিসার্চ) ওয়েবসাইট থেকে পুরো ১,২২৭ জন সমাজবিজ্ঞানীদের নাম (২০১৬ সালের পোস্ট-ডক্টরেটসহ) নিয়েছি। এরপর স্কোপাস উপাত্ত তালিকা অনুসন্ধান করেছি। এগুলোর মধ্যে ১৯৭০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাময়িকপত্র, সম্মেলনের সাময়িকপত্র, মনোগ্রাফ, বইয়ের অধ্যায় ও জাতীয় পর্যায়ের অধিকাংশ নামকরা সাময়িক পত্র রয়েছে।

আমরা স্কোপাসে শতকরা ৬৩.৮ ভাগ ইতালিয় সমাজবিজ্ঞানীদের বড়জোড় একটি ইন্ডেক্সড প্রকাশনা সূচিভুক্তি পেয়েছি। যার অর্থ, ইতালির তিনজন সমাজবিজ্ঞানীর মধ্যে একজনেরও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাময়িকী, সম্মেলনের সাময়িকপত্র , বুক সিরিজ কিংবা ইতালিয় নামকরা জার্নালে কোন লেখা প্রকাশের নজির নেই।

হাতেগোনা সামান্য কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানীর নামই উপাত্তে ঘুরে ফিরে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মাত্র পাঁচজন সমাজবিজ্ঞানীর ৩৫টিরও বেশি ইন্ডেক্সড প্রকাশনা সূচিভুক্ত রয়েছে। অপর দিকে, শতকরা ২০ ভাগ (২৪৯ জন সমাজবিজ্ঞানী) তাদের পেশাগত জীবনে একবার মাত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে প্রকাশনার প্রভাব বিবেচনা করতে গেলে দেখা যায়, শতকরা ৫২.৪ ভাগের (৩৫১৫ জনের মধ্যে ১৮৪০ জনের প্রকাশনা) উপাত্তে উদ্বৃতির কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি।

>>

মজার ব্যাপার হল, উপাত্তগুলো ভৌগোলিকভাবে বিভাজন তুলে ধরে। যেসব সমাজবিজ্ঞানীগণ দক্ষিণাংশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কাজ করছে, তাদের তুলনায় উত্তরাংশ (শতকরা ৪৫.৫ ভাগ) ও কেন্দ্রীয় অংশের (শতকরা ২৭.২ ভাগ) সমাজবিজ্ঞানীদের অধিক প্রকাশনা রয়েছে। এর কারণ হিসেবে অনেকাংশে আত্ম-নির্বাচন পক্ষপাত কিংবা নেতিবাচক প্রতিবেশের প্রভাবকে দায়ী করা যায়। হয়ত অনেকাংশে ভৌগোলিক অঞ্চলের দরুণ অসমান সমাজ-অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রতিফলিত করে। যাই হোক, শুধুমাত্র পরবর্তী সময়ে এমআইউর বিশ্ববিদ্যালয়ে হায়ারের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে হায়ারিং কমিটি ও এমআইউএর উপাত্তের মাধ্যমে প্রার্থী পুনর্গঠিত হওয়া দরকার। এটা প্রতিবেশ-নির্ভর হওয়ার থেকে আত্ম -নির্বাচন ও সকলের জন্য একইরকম কিনা, সেটা বুঝতে সহায়ক হবে।

ইতালিয় একাডেমির পর্যবেক্ষকগণ এরকম ফলাফল দেখে বিস্মিত না হলেও আমরা এতে কালানুক্রমিক ধারা সংযোজন করার পর আরও মজার কিছু তথ্য পেয়েছি। আমরা আন্তর্জাতিকভাবে সহ-লেখকবৃত্তি বিবেচনা করেছি, যা সমাজবিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও অনেক বেশি সক্রিয়তা ও আন্তর্জাতিক গবেষণার মানদণ্ডে তাদের কৃতিত্ব নির্দেশ করে। ইতালিয় নয়, এমন সহলেখকদের সংখ্যা গণনা করে আনুপাতিকভাবে সহলেখকদের সংখ্যা বিচার করে প্রত্যেক লেখকের সংখ্যা এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপাত্তে দাঁড় করালে, আমরা দেখেছি আন্তর্জাতিক সহযোগীতা হার সাম্প্রতিক সময়ে বেড়েছে, একই সঙ্গে প্রকাশনার সংখ্যাও। এই প্রবণতাগুলি প্রায় একইরকম যেখানে গত দশ বছরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৫০ ভাগের অধিক হিসেবে দাঁড়িয়েছে (ছকটি দেখুন)।

যদিও পরবর্তী বিশ্লেষণটি এর বিধিবদ্ধ কার্যকারণ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরলেও, আনভুর (দ্য ইতালিয়ান ন্যাশনাল এজেন্সি ফর দ্য ইভ্যলুয়েশন অফ দ্য ইউনিভার্সিটি এন্ড রিসার্চ সিস্টেম) জাতীয় গবেষণা মূল্যায়ন এই চিত্রের মাধ্যমে একটি ইতিবাচক ফলাফল উপস্থাপন করে। আনভুর ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০০৪ সাল থেকে সমাজবিজ্ঞানে প্রকাশিত গবেষণাকে মূল্যায়ন করতে শুরু করে।বিজ্ঞানীদের জন্য প্রকাশনা কৌশল বুঝে নিতে সময় লাগলেও, অনেক সমাজবিজ্ঞানী যারা আন্তর্জাতিক সাময়িক পত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, তারাও হয়ত খ্যাতিসম্পন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশনার গুরুত্ব অনুধাবন করেন। অন্য দিকে, যে সকল সমাজবিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশ করে, তারা হয়ত আরও আন্তর্জাতিক প্রকাশনার জন্য প্রাথমিকভাবে অর্থ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আমরা প্রাতিষ্ঠানিক কর্মতৎপরতাকে ডারুইনিয় ফলাফলের সাপেক্ষে নির্দেশ করতে আগ্রহী না যেখানে বিজ্ঞানীগণ তাদের যোগ্যতাকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। যাই হোক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ক্রমবর্ধমান আর্থিক প্রতিযোগিতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগীয় উৎপাদনমুখিতার দিকে ক্রমবর্ধমান দৃষ্টিনিবন্ধন ক্রমাগত আন্তর্জাতিকীকরণকে ত্বরান্বিত করবে। একই সঙ্গে একাদেমিয় সম্মানের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাময়িক পত্রগুলোতে প্রকাশনার উদ্দেশ্যকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে । এক কথায়, আমরা বলতে পারি, Eppur si muove এবং আমরা এগোচ্ছি! ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ফ্লামিনিও স্কুয়াৎজনি <flaminio.squazzoni@unibs.it>

> লিঙ্গভিত্তিক আচরণের সাধারণ চিত্র

ইতালিয় সমাজবিজ্ঞান

এনালিসা মুরজিয়া, লিডস ইউনিভার্সিটি, বিজনেস স্কুল ও বারবারা পোগিও, ইউনিভার্সিটি অফ ট্রেন্তো, ইতালি

| *১৯৬৮ সালের ট্রেন্টোর শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ।*

ইতালিয় সমাজবিজ্ঞানের সাথে জেন্ডার স্ট্যাডিজের সম্পর্কটা খানিকটা জটিল, একে প্রায়ই সেই সকল ঘটনাক্রম ও প্রেক্ষাপটের সাথে যুক্ত করা হয়, যা কোন না কোনভাবে ইতালিয় একাদেমিয় ভাবধারা ও নারীবাদী আন্দোলনের প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গিকে চিত্রায়িত করে।

৭০-এর দশকের শেষ দিকে ইতালিয় সামাজিক বিজ্ঞান বিতর্কের মধ্যে জেন্ডার বিষয়ক আলোচনা জায়গা দখল করে নেয়, এক্ষেত্রে কিছু অগ্রগামী নারীবাদী সমাজবিজ্ঞানী প্রশংসার দাবিদার। আরও অনেক দেশের মতই জেন্ডার সম্পর্কিত তত্ত্বীয় সচেতনতাবোধ ইতালিতে কেতাবি পরিসরের বাইরেই ঘটেছে। যাকে বরং নারীদের সমান অধিকার বিষয়ক রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং গর্ভপাত বা বিবাহবিচ্ছেদের মতন ভাবগম্ভীর বিষয়ের সাথে যুক্ত করা যায়। যাইহোক, রাজনৈতিক সক্রিয়তার সাথে এই নিবিড় সম্পর্ক জেন্ডার স্ট্যাডিজকে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়তনিক ধারায় আলোচনা করে না, বরং একে রাজনৈতিক সম্পর্কেরও বাইরে একটা স্বাধীন জ্ঞানের শাখা হিসাবে

| ১৯৬৮ সালে ট্রেন্টোতে নারীবাদী সভা।

প্রকাশ করে যাকে একমাত্র সমাজবিজ্ঞানের আলোকেই বিচার করা যায়। এটা জ্ঞানের এমন একটা শাখা যা রাজনৈতিক কঠোরতার অভিযোগের প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক আদর্শের যৌক্তিকতা বাস্তবিক ক্ষেত্রে কতটা প্রায়োগিক, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

বহু বছর ধরেই ইতালিয় সমাজ ঐতিহ্যবাহী লিঙ্গভিত্তিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এমন সমাজ এখনও বিদ্যমান এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। একটা স্পষ্ট লিঙ্গ বিভাজন দেখা যায়, বিজ্ঞানভিত্তিক পেশা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, বিশেষত ছুরিকাঁচি ভিত্তিক পেশার বেলায় তা ১০০ ভাগ সত্যি। মহিলা স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের সংখ্যা পুরুষদেরকে ছাড়িয়ে গেছে এবং পিএইচডি ও পোস্ট ডক্টোরেটের ক্ষেত্রেও এই হার তুলনামূলকভাবে পুরুষদের তুলনায় বেশি। তবে এই ধরনের মহিলাদের মূল আগ্রহের জায়গা শিক্ষাকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা। ২০১৫ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে মহিলা অধ্যাপক ২৬%, সহযোগী ৩৯.৩% এবং সহকারী অধ্যাপক ৪৬.৭% (শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ,২০১৬)। অন্যদিকে , অল্প কিছু মহিলাই উচ্চমানসম্পন্ন বিজ্ঞানসম্মত জার্নালে অবদান রাখছে।

বিশেষত, ইতালিয় বাঁধাধরা একাদেমিয় পাঠ্যক্রমের কাঠামো জেন্ডার স্টাডিজকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা প্রান্তিক অনুষদ হিসাবেই দেখেছে, যা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পর্যায়ের শিক্ষার জন্য অল্প কিছু অফিসিয়াল পাঠ্যসূচি সরবরাহ করতে পারে। যেকোন নতুন অনুষদেরযাত্রা শুরু করা নিঃসন্দেহে কষ্টকর, বিশেষত যখন তারা পরিপূর্ণ আইনত স্বাধীনতা পায় না। আর জেন্ডার স্ট্যাডিজের ক্ষেত্রে অথবা প্রবক্তারা যদি অধস্তন বা প্রান্তিক শিক্ষাগত পদক্রমের দাবিদার হয় তাহলে তা আরও দুঃসাধ্য।

জেন্ডার স্ট্যাডিজ যখন একাদেমিয় পরিসরে যাত্রা শুরু করেছিল একই সময়ে এটি কতগুলো বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল নারীবাদী আন্দোলনের সাথে জেন্ডার স্ট্যাডিজের সম্পৃক্ততা। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, বৈচিত্র্য তত্ত্ব ইতালিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে, যা আত্ম-সচেতনতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের পক্ষে সাফাই গায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি অবিশ্বাস তৈরি করে, তাকে মূলত ঐতিহ্যবাহী কেতাবি শিক্ষা ও পিতৃতান্ত্রিকতার রক্ষক হিসাবেই চিহ্নিত করা যায়। উপরন্তু, সারাসেনো-র নোট অনুযায়ী, ইতালিয় নারিবাদী বুদ্ধিজীবী, যারা একাদেমিয় পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে চায়, তারা একটা দীর্ঘ সময়ব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলভিত্তিক বিতর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে যে, তারা জেন্ডার স্ট্যাডিজকে কী রূপে গ্রহন করতে চায়। তারা কি এটাকে নারী ও জেন্ডার বিষয়ক বিশেষায়িত পাঠ্যক্রম হিসাবে উপস্থাপন করতে চাইছে নাকি তারা এটাকে লৈঙ্গিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা চালাচ্ছে? ইতালিয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রাতিষ্ঠানিক বাধাধরা নিয়মানুযায়ী, এটি জেন্ডার ইস্যুর তুলনায় নারীবাদকে অধিক প্রাধান্য দেয়। একে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের চাইতে দৈনন্দিন শিক্ষা ব্যবস্থায়, শিক্ষা বিষয়ক সেমিনারে, যেকোন আনুষ্ঠানিকতায় উপস্থাপনে অধিক আগ্রহী, এভাবেই একসময় এটি একাদেমিয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে, এমনকি এরই ধারাবাহিকতায় জেন্ডারভিত্তিক গবেষণা কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

৮০-র দশকের শেষদিকে এসে জেন্ডার স্ট্যাডিজ স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়ের জন্য আন্দোলন শুরু করে, যার ধারাবাহিকতা একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বজায় থাকে। ২০১২ সালে, সমাজবিজ্ঞানে ইতালিয় সমাজবিজ্ঞানী সংস্থার একটি নির্দিষ্ট বিভাগ নির্মাণের সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিকরণ প্রক্রিয়াটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

পুরো দশক জুড়েই, ক্রমান্বয়ে এটি বিস্তৃত হচ্ছিল। কিন্তু এই বিস্তার ছিল অনিয়মতান্ত্রিক ও অসম্পূর্ণ। এখনো পর্যন্ত, ইতালিয় একাদেমিয় সমিতিতে, জেন্ডার স্টাডিজের উপস্থিতি কতগুলো নির্দিষ্ট মতবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ; লৈঙ্গিক বিভিন্নতাবাদের সাথে জড়িত যেকোন শিক্ষা বা গবেষণাকে স্বীকৃতি দিতে গেলে, একে কোন স্বতন্ত্র নারী বুদ্ধিজীবীর গবেষণা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই স্বীকারোক্তি তারা অর্জন করে তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র কিংবা স্বীয় বিজ্ঞান সমিতি থেকে। উপরন্ত, জেন্ডার স্টাডিজে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের প্রশিক্ষণের সুযোগও অপ্রতুল। একটা জরিপ মতে, ২০১১-১২ তে পাশ করা সকল স্নাতক এবং মাস্টার্স ডিগ্রিধারীদের মধ্যে মাত্র ৫৭ টি কোর্স এ জেন্ডারের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। যা কিনা মৌলিক কোর্সগুলোর সামান্য অংশই দখল করতে পারে। জেন্ডারনির্ভর কোর্সগুলো সমাজবিজ্ঞানের কিয়দাংশ দখল করে আছে; জেন্ডার স্টাডিজের উপরে কোন স্নাতক কোর্স নেই। স্নাতকোত্তর কোর্সও খুবই কম। ১২টি বিশেষায়িত, ৬টি মাস্টার্স, এবং ৪টি ডক্টোরাল কোর্স আছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জেন্ডারনির্ভর কোর্সগুলো চালু করা কিংবা বিস্তার ঘটানোর একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এটা সম্ভব হচ্ছে দুটি কারণে। প্রথমত, সাম্প্রতিক কঠোর নীতিমালা এবং সেই মোতাবেক অর্থায়ন হ্রাস, দ্বিতীয়ত, লৈঙ্গিক দৃষ্টিকোণ থেকে একাদেমিয় স্বীকৃতি অর্জনের প্রচেষ্টা। এমন একটা পরিস্থিতি যা রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অটল অভিযোগের ভিত্তিতে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে তোলে এবং গোড়া ক্যাথলিক সমিতির প্রতিনিধিত্বে ব্যাপকভাবে প্রচারণা ও পদক্ষেপ জোরালো করে, যা জেন্ডার স্টাডিজের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে অস্বীকার করে। এসব কিছুই জেন্ডারস্টাডিজভিত্তিক গবেষণার স্বীকৃতির পথকে প্রচারবিমুখ ও সীমাবদ্ধ করে তোলে এবং গবেষকদের প্রান্তিকতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

সমাজবিজ্ঞান ও এর বিস্তৃতি ছাড়িয়ে অন্যান্য অনুষদের বাস্তবিক ফলাফল এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও, ইতালিতে জেন্ডার স্টাডিজকে বর্তমানে ডি কোরীর ভাষাতেই অস্তিত্ববাদী অনির্দিষ্টতার রেখাচিত্র হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এমনকি, সমাজতত্ত্বে, জেন্ডার স্টাডিজ প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যক্রমের আওতাধীন হওয়া সত্ত্বেও একটা নিয়মতান্ত্রিক ও সম্পূর্ণ বৈধ উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারেনি। ফলে ইতালিয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পেশাগত পথ তৈরিতে একটা সুদৃঢ় ও তাৎপর্যপূর্ণ লৈঙ্গিক বৈষম্যের দৃষ্টান্ত টানতে ব্যর্থ হয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
এনালিসা মুরজিয়া <a.murgia@leeds.ac.uk>
বারবারা পোজিও <barbara.poggio@unitn.it>

১৩

> একটি আধিপত্যশীল জ্ঞানশাখা

ইতালিয় একাডেমির ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান

ম্যাসিমিলিয়ানো ভাইরা, ইউনিভার্সিটি অফ পাভিয়া, ইতালি

দীর্ঘ প্রতিযোগিতার পর ইতালিয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞানসম্মত ও একাডেমিক জ্ঞানশাখা হয়ে ওঠা একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। এই জ্ঞানশাখাটির নব্য হওয়াতে একাডেমিক ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার স্বীকৃতি ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এখনও এতটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে, আজকেও সমাজবিজ্ঞান একাডেমিক ক্ষেত্রে জ্ঞানশাখা হিসেবে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। বরদুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, এই রচনাটি, শিক্ষকদের সংখ্যা, স্টাডি কোর্সসমূহ এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অফিসিয়াল উপাত্ত অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, এর আধিপত্যশীল অবস্থান ও ইতালিয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এর সীমিত কার্যপরিধির নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করে, ২০০০ সালের সমাজবিজ্ঞানের অবস্থা বিশ্লেষণ করবে। এরপর অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর মর্যাদা ও অবস্থাকে তুলে ধরবে।

সমাজবিজ্ঞানকে একটি মিশ্র জ্ঞানশাখা বলা যেতে পারে। এটা বিজ্ঞানের একটি ভঙ্গুর অংশ, যার গবেষণার অনেকাংশ বিশুদ্ধ ও প্রায়োগিক গবেষণার ওপর স্থিত। তাত্ত্বিক, জ্ঞানগত, সত্তাগত ভিত্তির প্রতিফলন সমাজবিজ্ঞানকে আরও দর্শন, যা একটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, এর সঙ্গে সম্পর্কিত করে তুলেছে। এটা সমাজবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতালব্ধ দিকটির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সামাজিক পরিসরে ব্যবহারের জন্য প্রায়োগিক জ্ঞান উৎপাদন করে। যদিও অন্যান্য জ্ঞানশাখা (যেমন- অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, বা ভৌত বিজ্ঞান) সমাজবিজ্ঞানের মত একইরকম মিশ্র বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, তাদের অনেকাংশ প্রায়োগিক বা বিশুদ্ধ জ্ঞানশাখার দিকে পরে সরে এসেছে এবং একটি অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন ও সমাজবিজ্ঞানের ভেতরে বিদ্যমান ক্ষেত্রগুলোর চেয়ে এর তাত্ত্বিক ও বাস্তবসম্মত/প্রায়োগিক জ্ঞান উৎপাদনের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

এই দিক থেকে সমাজবিজ্ঞান একাডেমিক ক্ষেত্রে একটি প্রারম্ভিক রূপরেখা পরিগ্রহ করে। সমাজবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ও অসম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং এর মিশ্র বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এটি একটি অনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক "আত্মপরিচয়" ধরে রাখে। যা একাডেমিয়াতে প্রান্তিক অবস্থানিক ও একই সঙ্গে জনপরিসরে অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে।

শিক্ষা ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের এই প্রারম্ভসূচক অবস্থান এ জ্ঞানশাখাটির ক্ষমতাকে দুর্বল করে তোলে। এর একটি চিত্র জাতীয় উপাত্তে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এতে দেখা যায়, এই জ্ঞানশাখাটির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের দুর্বলতা একে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে এবং এর ক্ষমতা সীমিত করে তুলেছে।

প্রথমত, সমগ্র ইতালিয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থায় প্রায় ৯০০ বিভাগের মধ্যে (এগুলোর মধ্যে ৯৭টি সরকারি, বেসরকারি ও "ভার্চুয়াল" প্রতিষ্ঠান) এখন কেবলমাত্র পাঁচটি বিভাগ রয়েছে। যেগুলোর সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে শিরোনামে মিল রয়েছে এবং যেগুলোর কর্মচারী অধিকাংশই সমাজবিজ্ঞানের। ২০১২ সালে (গত বছরের উপাত্ত থেকে সংগৃহীত), ২৬৮৭ জন স্নাতকপূর্ব শিক্ষার্থীর মধ্যে, ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অফারকৃত স্টাডি কোর্সে ১৮ জন সমাজবিজ্ঞানে ছিল। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০৮৭ জনের মধ্যে ২২ জন ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অফারকৃত স্টাডিকোর্সে ভর্তি হয়েছিল। ২০১৬ সালে, সকল জ্ঞানশাখার পিএইচডি প্রোগ্রামরত ৯১৩ জনের মধ্যে ১০ জনের চেয়ে কম সমাজবিজ্ঞানের ডক্টোরাল প্রোগ্রামে ছিল।

এই উপাত্ত কেবল এ জ্ঞানশাখার ক্রমাগত প্রান্তিক অবস্থানিক চিত্র তুলে ধরে। কিন্তু বিভিন্ন জ্ঞানশাখার সঙ্গে তুলনা করে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের ক্ষেত্রে উপাত্ত তুলে ধরলে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিম্নোক্ত সারণিটি ২০০০ সালের সঙ্গে তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে। ২০১৫ সালে ইতালিয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেখা যায়, ছয়টি জ্ঞানশাখার মধ্যে তুলনা করলে শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে শতকরা ৬০ ভাগের কাছাকাছি অধিকৃত বলে প্রতিপন্ন হয়। এ উপাত্ত থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে, অন্যান্য প্রায়োগিক বিজ্ঞান (যেমন- প্রকৌশল বিদ্যা/স্থাপত্য বিদ্যা, অর্থনীতি/পরিসংখ্যান, আইন), "বিশুদ্ধতর" জ্ঞানশাখা (কলা ও গণিত), আর এমনকি মনোবিজ্ঞান, যা একই সময়ে একইসঙ্গে একটি জ্ঞানশাখা হয়ে উঠেছে, যা একইভাবে মিশ্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, এ তুলনায় সমাজবিজ্ঞান পারিসাংখ্যিকভাবে প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে ।

একটি জ্ঞানশাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান বিভাজনমুখিতার সম্মুখীন হচ্ছে। যাকে প্রান্তিক ভেবে কোণঠাসাকরণ কিংবা অন্যান্য জ্ঞানশাখার সঙ্গে সম্পর্কহীন বা দ্বৈত বল্কানাইজেশন বলা যেতে পারে। প্রথমত, এটা ব্যাপকভাবে অন্যান্য বিভাগগুলোতে (উদাহরণস্বরূপ- রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, আইন, ওষুধ বিদ্যা, প্রকৌশল বিদ্যা/স্থাপত্য বিদ্যা, কলা) ছড়িয়ে আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্যান্য প্রধান জ্ঞানশাখাগুলোতে কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। একথাগুলো অন্যান্য

>>

জ্ঞানশাখাগুলোর বিভিন্ন সময়ে স্থায়ী ফ্যাকাল্টির সংখ্যা

	প্রকৌশল বিদ্যা স্থাপত্য বিদ্যা	কলা	অথনীতি পরিসংখ্যান	আইন	গণিত	মনোবিজ্ঞান	সমাজবিজ্ঞান
২০০১	৬২৪১	১৭৬৯	৩৭৯৪	৩৯৫৭	২৪৯৪	৮৭২	৬৮৫
২০০৫	৮৭৩৮	১৮৬৭	৪৪০৬	৪৬১২	২৫৭৫	১০৮৬	৮১৭
২০১০	৮৬০৮	১৬৭০	৪৬৪৭	৪৭৬৫	২৪৪৩	১২৩৯	৯৩৩
২০১৫	৭৮০২	১৩৮২	৪৩০৯	৪৩২৮	২১৭১	১২৩৮	৯০৬

ইতালিয় একাডেমিতে সমাজবিজ্ঞানের প্রান্তিক অবস্থা।

জ্ঞানশাখাগুলোর (যেমন- গণিত হয়ত অর্থনীতি, প্রকৌশল বিদ্যা/স্থাপত্য বিদ্যা, ওষুধ বিভাগের অংশ, মনোবিজ্ঞান বা আইন হয়ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান কিংবা অর্থনীতির অংশ) ক্ষেত্রে সত্য হওয়া সত্ত্বেও এগুলো সমাজবিজ্ঞানের চেয়ে অধিক গুরুত্ব বহন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইতালির পাঁচটি জ্ঞানশাখার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, কলার ১০টি, মনোবিজ্ঞানের ১৮টি, আইনের ২০টি, গণিতের ৩৫টি, অর্থনীতির ৫৬টি, প্রকৌশল বিদ্যা/স্থাপত্য বিদ্যার ১৩৭টি (যে বিভাগটি কারিগরি বিদ্যা বা পলিটেকনিক্স নামে তিনটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত) বিভাগ রয়েছে।

একই সঙ্গে, সমাজবিজ্ঞান অভ্যন্তরেই তথাকথিতভাবে বিভিন্ন ভাগে componenti (camps) বিভাজিত বলা হয়। তিনটি একাডেমিক গ্রুপ জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তিতে না হয়ে "রাজনৈতিক" ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইতালিয় সমাজবিজ্ঞানকে সামগ্রিকভাবে একাডেমিতে ও অন্যান্য জ্ঞানশাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে একটি একক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রতিরোধ করা হয়েছে। এখনও প্রতিরোধ করা হচ্ছে।

পরিশেষে, সমাজবিজ্ঞানের একাডেমিক সম্প্রদায় কখনো ওষুধ বিদ্যা, আইন, প্রকৌশল বিদ্যা/স্থাপত্য বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান এবং অনেকাংশে অর্থনীতির মত পেশাগত সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য অ্যাক্রেডিটেশন ব্যবস্থা চালুর চেষ্টা করেনি। এর দুইটি প্রভাব রয়েছে। প্রথমত, এটা সমাজবিজ্ঞানকে পেশাগত দিক থেকে শ্রম বাজারে দুর্বল করে ফেলেছে। সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকদের এখনও একটি নির্দিষ্ট দক্ষতা ও জ্ঞানে পেশাজীবী (এটাকে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, সমাজবিজ্ঞানীরা সবকিছুতেই আবার কোন কিছুতেই নয়, না মাছ, না মুরগি) হিসেবে গণ্য করা হয় না। দ্বিতীয়ত, এর সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে, সমাজবিজ্ঞান একাডেমিক ক্ষেত্রের জন্য দুর্বল বলে এই জ্ঞানশাখাটি তার "পেশাজীবী"-দের প্রশিক্ষিত করে তুলতে আগ্রহী নয়। কঠোরভাবে বলতে গেলে, এটা একাডেমিক ক্ষেত্র হিসেবে প্রান্তিক করে রাখে।

একত্রে, এই সকল কাঠামোগত পরিস্থিতি ও চালচিত্র সমাজবিজ্ঞানের আধিপত্যবাদী অবস্থার একটি আশাবাদকে জাগিয়ে তোলে। স্পষ্টত, বৈজ্ঞানিক, একাডেমিক বা সমাজ-অর্থনৈতিক মূলধন হিসেবে অত্যন্ত দীনতার সঙ্গে হলেও এ জ্ঞানশাখাটি- ইতালির একাডেমিক তিনটি ক্ষেত্র থেকে মুছে গিয়ে হলেও একটি অবস্থান ধরে রেখেছে। এগুলো হল- বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতির ক্ষেত্র, একাডেমিক ক্ষমতার ক্ষেত্র ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বীকৃতির পার্থিব ক্ষেত্র। সমাজবিজ্ঞান অপেক্ষাকৃতভাবে এই তিনটি দিকে স্বল্প মূলধনের বিস্তৃতি ঘটায়। যার অর্থ দাঁড়ায়, এই জ্ঞানশাখা প্রতীকী ও বৈষয়িক সম্পদের ক্ষেত্রে সীমিত সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ অবস্থা- এ জ্ঞানশাখার প্রাতিষ্ঠানিকতার ইতিহাস, এর একাডেমিক ও সামাজিকভাবে বিজ্ঞান হিসেবে অনিশ্চিত অবস্থা, এর অবস্থা হল দ্বৈতভাবে কোণঠাসাকরণ double balkanization এবং এর পেশাগতভাবে অ্যাক্রিডেটেশনের সংকটের ফল। এটা ইতালিয় সমাজবিজ্ঞানকে একাডেমির ক্রমোন্নতির ধারায় নিম্ন অবস্থানে পর্যবসিত করে, একই সঙ্গে প্রধান ও প্রান্তিকতায় নিমজ্জিত করেছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ম্যাসিমিলিয়ানো ভাইরা <massimiliano.vaira@unipv.it>

> বিশ্বায়নের যুগ কি শেষ ?

মার্টিন আলব্রোর সাক্ষাৎকার

| *মার্টিন আলব্রো।*

মার্টিন আলব্রো, বিশিষ্ট ব্রিটিশ সমাজ বিজ্ঞানী, ম্যাক্স ওয়েবার বিশেষজ্ঞ হিশেবে খ্যাত। *ব্যুরোক্র্যাসি* (১৯৭০) শীর্ষক লেখা তাঁর বইটি বহুল পঠিত । বিশ্বায়নের তাত্ত্বিকদের প্রথম কয়েকজনের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন এবং *দি গ্লোবাল এজ: স্টেট এন্ড সোসাইটি বেয়ন্ড মডার্নিটি* (১৯৯৬) বইয়ের লেখক। তাঁর অন্য বইগুলো হচ্ছে *ম্যাক্স ওয়েবার'স কনস্ট্রাকসন অব সোশ্যাল থিওরি* (১৯৯০) এবং *ডু অরগানিজেশন হ্যাব ফিলিংস ?* (১৯৯৭)। প্রথম দিকে তিনি প্রখ্যাত নরবাট এলিয়াস এর কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন । তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৮৫-৭ সালে তিনি ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি ছিলেন, এবং ১৯৮৪-৯০ সাল পর্যন্ত আইএসএ প্রকাশিত *ইন্টারন্যাশনাল সোশিওলজি* পত্রিকাটির জন্মলগ্নকালীন সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক এবং ব্রিটিশ একাডেমি অব সোশ্যাল সায়েন্সের ফেলো।

রোমানিয়ার বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিকবিজ্ঞান বিভাগের গবেষণা ইন্সটিউটয়ে (আইসিউবি) আয়োজিত ভাষণদান অনুষ্ঠানে আগত অধ্যাপক আলব্রোর সাক্ষাৎগ্রহণ করেন ***রেইসা-গাব্রিয়েলা জাম্ফিরেস্কু*** এবং ***ডাইয়ানা-আলেক্সান্দ্রা দুমিত্রেস্কু***। তাঁরা দুজনেই বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ডক্টোরাল স্টুডেন্ট ।

আর জি জেড: আপনি বিশ্বায়নের সমাজবিজ্ঞানের একজন অগ্রদূত। এর গোঁড়ার কথা কিছু বলুন।

এম এ: সত্যি বলতে আমি কিছুটা দেরিতে বিশ্বায়নের আলোচনাতে যোগ দিই। আমি ইতিহাস পড়া শেষ করে সমাজবিজ্ঞানে যোগদান করি পরবর্তীকালে আমি লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে সমাজবিজ্ঞান পড়ি এবং ১৯৬১ সাল থেকে পড়াতে শুরু করি । আমি তখনও ম্যাক্স ওয়েবারের উপর আমার ডক্টরাল গবেষণা পত্র নিয়ে কাজ করছি । গবেষণাপত্র লিখতে আমার অনেক সময় লেগেছিল কেননা আমি শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম । এর মধ্যে আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হয়েছিল। আমি অবশেষে সংগঠন নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হই । আমার প্রথম বই আমলাতন্ত্রের উপর, যা ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় ।

আর জি জেডঃ আর যেটি আট বার পুনর্মুদ্রিত হয়।

এম এ: হ্যাঁ, এ বইটি খুব সফল হয়েছিল। জানিনা কেন, এই বইটি একটি ছোট্ট বই যা শিক্ষার্থীরা খুব পছন্দ করেছিল । আর অনেকদিন ঐ বইটির লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলাম । একজন গতানুগতিক অধ্যাপক হিসেবে আমার শিক্ষক জীবন গড়ে চলে । অধ্যাপক হবার পর আশির দশকে আমি ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হই । আমি ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞান সমিতির অন্যতম প্রধান পত্রিকা *সোশিয়লজি* সম্পাদনার জন্য সুপরিচিত হই। তারপর আমি ইন্টারন্যাশনাল সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন *ইন্টারন্যাশনাল সোশিওলজি* পত্রিকা সম্পাদনার আমন্ত্রণ পাই। আশির দশকের মাঝের দিকে যখন বিশ্বায়ন শব্দটি বেশ প্রচার পাচ্ছিল তখন আমার জন্য এটা একটি বড় ধাপ ছিল। আমি যখন বেবারের ওপর আমার কাজ শেষ করছিলাম, আমার মনে প্রশ্ন ছিল এ

>>

সময় বেবার বেঁচে থাকলে তিনি এখন কী করতেন ? তিনি বিশ্ব ইতিহাসের এই নতুন ধারা নিয়ে কাজ করতেন । ওয়েবার ভূ-রাজনীতি নিয়ে আগ্রহী ছিলেন, যেমন ছিলেন তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তা ধারা নিয়ে, তিনি যুগপৎ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সেসব বিবেচনা করলে তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বায়ন নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হতেন ।

আমি ১৯৯০ সালে বেবারকে নিয়ে লেখা বইটির কাজ শেষ করলাম এবং ঐ একই বছরে আমার সহকারী এলিজাবেথ কিং-কে নিয়ে *গ্লোবালাইজেশন, নলেজ এন্ড সোসাইটি: রিডিংস ফ্রম ইন্টারন্যাশনাল সোশিয়লজি* শীর্ষক সংকলনটি প্রকাশ করি। ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত মাদ্রিদ আই এস এ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস উপলক্ষে এই সংকলনটি প্রকাশ করা হয়, যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ৪০০০ সমাজবিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তখন থেকে গ্লোবালাইজেশন শব্দটি সমাজবিজ্ঞানে সংযোজিত হয়।

আর জি জেড: আঞ্চলিকতা ও বিশ্বায়ন নিয়ে বর্তমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ব্রেক্সিটের পর ইউরোপিয় ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি কী ভাবছেন?

এম এ: অতীতে ইউ-এর একটি সমস্যা ছিল যে, এটা বিশ্বের বিবিধ সমস্যা নিয়ে জোরালো কোন বক্তব্য না দেওয়াতে বিশ্বের দরবারে সুপরিচিত হতে পারেনি। এটা নিজের রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত ছিল । এটা ছিল তার অতীতের দুর্বলতার একটি দিক, তাছাড়া ২০-এর অধিক সদস্য নিয়ে গড়ে ওঠা একটি প্রতিষ্ঠানে সংহতি বজায় রাখা কষ্টকর ।

ব্রেক্সিট উত্তর ইউরোপ নিয়ে কথা বলা যেতে পারে । এটা দুটি ফলাফল নিয়ে আসতে পারে । এটা ইউ-কে শক্তিশালী ও সুসংহত করতে পারে । ইউরোপিয় ইউনিয়নের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধান করা, এবং একে আরও সুসংহত করা। এ বিষয়ে বলা যেতে পারে যে, ব্রিটেন একটি শক্তিশালী ইউরোপিয় ইউনিয়ন দেখতে চায় । ইউ-এর দুর্বলতা কারও কাম্য নয়। যদি সব দলসম্মত হয় তাহলে ফলাফল সবার জন্য সুখকর হতে পারে । তাহলে ই উ শক্তিশালী হবে । অন্যদিকে, যে শক্তিগুলো যেমন ডানপন্থাবাদ, ই ইউ-বিরোধী চিন্তাধারা, ও বিশ্বায়ন বিরোধী মনোভাব যা ব্রিটেনকে ইউ ছাড়তে বাধ্য করে, সেগুলো যদি উৎসাহিত হয়, তা হলে অন্য দেশ গুলোও ই ইউ ছাড়তে প্রয়াস পাবে ।

আর জি জেড: শেঙ্গেন পলিসি যা ইউরোপে অবাধ চলাচলের সুযোগ করে এবং সম্প্রতি অভিবাসী ও শরণার্থী সমস্যার জন্য সমালোচনার মুখে পড়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

এম এ: শেঙ্গেন সম্পর্কে এ কথা বলা যায় যে, আমরা শিখেছি যে ইউরোপের নেতারা যথেষ্ট দুর্বলতা দেখিয়েছেন । "এটি একটি মতাদর্শ, এটি নিয়ে কথা বলা যাবে না" এ ধরনের অনেক বুলি শোনা গেছে । মূল আদর্শ সবসময় পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় না । কিছুটা আপোষ করতে হয় । ইইউ-র যে মূল আদর্শ মূলধন, শ্রম, সার্ভিস, ও জিনিসপত্রের অবাধ চলাচল তা কখনও কোন দেশের ক্ষেত্রে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। উদাহারণস্বরূপ, যেমন জনসাধারণের অবাধ যাতায়ত সব দেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হয়নি। এ ব্যাপারে নিরাপত্তা বিষয়টি এবং বিভিন্ন দেশের নিজস্ব বসবাসের আইন-কানুনগুলো বাধ সেজেছে । এমনকি অনেক শহরের ও নিজস্ব বাসস্থানজনিত আইন রয়েছে । জনসাধারণের অবাধ চলাচলের বিষয়ে আদর্শের লড়াইয়ের বিকল্পে ব্রিটেন ও ইইউ-র মধ্যে আলোচনা বা সমঝোতা হতে পারত। শরণার্থী বিষয়ে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়েছে । অ্যাঙ্গেলা মার্কেলের কখনো বলা উচিৎ হয়নি যে, "সবাইকে আসতে দাও"। রাজনৈতিক দিক থেকে এ নীতি সঠিক ছিল না, কেননা এতে অন্যান্য দেশ শরণার্থী বর্জন করতে উৎসাহিত হয় । এটা সামাজিক সম্পর্কে ও সংহতিতে অনেকটা চিড় ধরায় ।

ডি এ ড: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সামাজিক আন্দোলন নিয়ে অনেক কথা হয়েছে । ডিজিটাল যোগাযোগের প্রভাব নিয়ে আপনার কি ধারণা?

এম এ: ডিজিটাল যুগে বেড়ে উঠা প্রজন্ম মনে করতে পারে যে, সব আন্দোলনের উৎস হচ্ছে ডিজিটালাইজেশন। আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৬৮ সালে বিশ্বব্যাপী যে যুব আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা ডিজিটাল যুগ আসার অনেক আগে। ষাটের দশকে কাউন্টার কালচারের সময় জাতীয় বিপ্লবের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এই আন্দোলনগুলো একই সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একই সময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয়। এইসব আন্দোলনের কোন সামগ্রিক সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কেননা আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় একই ধরনের অবস্থা ও পরিস্থিতি সব দেশেই বিরাজমান ছিল ।

ডিজিটালাইজেশন অবশ্যই কিছুটা ব্যতিক্রম নিয়ে আসে। এটা সনাতনের পরিবর্তে নতুন ধরনের নেতৃত্ব নিয়ে আসে । বিশ্বায়নবিরোধী আন্দোলনের কথাই ধরা যাক। প্রায় ২০ বছর আগে ১৯৯৯ সালে সিয়াটেলে ডবলু টি ও র মিটিং এর বিরুদ্ধে এই আন্দোলন শুরু হয় । হাজার হাজার লোক এই মিটিংয়ে এসে যোগ দেয় তার অনেকেই আসে কানাডা থেকে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের এই মিটিং-য়ে ভাষণ দেওয়ার কথা থাকলেও আন্দোলনের মুখে তিনি সরে দাঁড়ান । সামাজিক গণমাধ্যাম নয়, প্রচলিত গণমাধ্যাম বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলনের কথা ছড়িয়ে দেয়। ১৯৯৯ সালে ফেসবুক ছিল না । অতএব ডিজিটালাইজেশনকে বেশী কৃতিত্ব দেওয়ার কোন কারণ নেই। ডিজিটাল যুগে যোগাযোগ নিবিড় হয়েছে এবং যোগাযোগের প্রতিক্রিয়া অনেক গতিশীল হয়েছে । রাজনীতিবিদরা এ ব্যাপারটা ভালভাবে অনুধাবন করেছেন এবং তাঁরা সামাজিক মাধ্যামের দ্বারা সরাসরি যোগাযোগ করতে সচেষ্ট। গতানুগতিক গণমাধ্যম, বিশেষ করে খবরের কাগজের গুরুত্ব কমছে । যদিও টেলিভিশন এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম । টেলিভিশিনের স্টুডিওতে ভিন্ন মতামতের ও দেশের লোকদের মুখোমুখি করা হয়।

অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন নিরাপত্তা, নজরদারি, এবং যোগাযোগের ব্যত্যয় ঘটাতে ডিজিটালাইজেশনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী । বিভিন্ন বিভাগের কাছ থেকে আদান-প্রদানের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নজরদারি এবং সাধারণ জনগণের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অন্তরায় ঘটাতে তাঁদের কৌশল ও জ্ঞান অনেক বেড়েছে । আমি জানি যে, আমার সব ইমেইল অন্য কেউ যদি হ্যাক করতে চান, তা করতে পারবেন ।

ডি এ ডি: একেবারে প্রথম থেকে সমাজবিজ্ঞানীরা সদা পরিবর্তনশীল সমাজকে জৈবিক প্রাণির সাথে তুলনা করে এসেছে । এই তুলনা সম্পর্কে আপনার কী অভিমত ?

এম এ: আমরা এখানে বিবর্তনের কথা বলছি । জৈবিক বিবর্তন সমাজ পরিবর্তনের চেয়ে ভালভাবে বোঝা সম্ভব । সমাজ পরিবর্তনের উপকরণের মধ্যে ঐতিহ্য, আত্মপরিচয় গঠনের প্রক্রিয়া সমাজ প্রতিষ্ঠান গঠন সবই মূলত সাংস্কৃতিক। মানব সংস্কৃতির একটি বড় দিক হচ্ছে, এই যে, শুধু মানুষ তার মৌলিক বা জন্মসূত্রে পাওয়া পরিবেশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। মানুষের এই অদম্য সৃষ্টিশীলতা আবার তার কাল হতে পারে । তাঁরা মানব সমাজকে ধ্বংস করার মত অস্ত্র - শুধু বোমা নয়, জৈবিক অস্ত্র যেমন ভাইরাস ইত্যাদি তৈরি করতে পারে, যা মানবতার পরিপন্থী । মানুষ তাঁর নিজের জৈবিক জীবনের উন্নতি না করে, বরং রোবট ইত্যাদি আবিষ্কারের মাধ্যমে তার নিজ অবস্থানকে বিপদজনক করে তুলছে। মানুষের নিজের বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিশীলতা ক্ষমতা তাঁর মঙ্গলের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

>>

আর জি জেড: দ্য গ্লোবাল এজ সম্ভবত আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে আপনার যুক্তি গুলোকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

এম এ: প্রায় ২০ বছর আগে ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে *দ্য গ্লোবাল এজ* বইটি লেখা হয়েছিল । সে সময় আমি "বৈশ্বিক" শব্দটি কেন এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তা নিয়ে আগ্রহী ছিলাম। আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, ১৯৪৫ এ যেমন মানব সমাজ এক ক্রান্তিলগ্নে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক তেমনি ১৯৭০ দশকে আমাদের গ্রহের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় এমনি এক পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল যা বিশ্ব নিয়ে আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলে । এটা অবশ্য সাধারণভাবে বিশ্বায়ন বলতে যা অনেকে মনে করেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে টিকে থাকার আনুকূল্যে আমেরিকার এক মতাদর্শ, তা থেকে ভিন্ন । দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধতর সময়ে বড় সমস্যা ছিল পরিবেশের প্রতি চ্যালেঞ্জ, দারিদ্র্যের বৃদ্ধি, সমুদ্রের দূষণ ইত্যাদি। এই সব সমস্যা শুধু মাত্র বিশ্বকেন্দ্রিকভাবে সমাধান সম্ভব ছিল। এ সব কারণেই বিশ্বায়ন শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ।

বিশ্বায়ন ব্যাপারটি ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত সাম্রাজ্যের পতনের সাথে এবং আমেরিকার আধিপত্যবাদকে কেন্দ্র করে একটি রাজনৈতিক রূপ নিয়েছিল। এই সব ঘটনাপ্রবাহের বিপরীতে আমি *গ্লোবাল এজ* লিখেছিলাম এই কারণে যে, আমার বক্তব্য ছিল, বিশ্বায়ন শুধু একমুখী প্রক্রিয়া নয়, বরং বিশ্বায়ন এমন একটি কালক্ষণ, যখন মানব সমাজ একত্রে হুমকির সম্মুখীন হয়।

বিশ বছর পর আমরা এখন কোথায়? বিশ্বায়ন যুগের রাজনীতি এখন দানা বাঁধছে। বিশ্ব আজ দুভাগে বিভক্ত। এক দিকে রয়েছে সে সব আলোকিত, বিশ্বায়িত, শিক্ষিত শ্রেণী যারা বিশ্বায়নের সুফল ভোগ করতে পারছেন, এবং তাঁরা বিশ্বায়নের নেতিবাচক দিকগুলোও অনুধাবন করতে পারেন। এঁরা তাঁদের নিজ নিজ দেশের নেতৃত্বে রয়েছেন এবং অনেক সময়ে বিরোধী দলেও রয়েছেন । অন্যদিকে আছেন তাঁদের প্রতিপক্ষ। আর এই দুই দলের বিভাজন বেড়েই চলেছে ।

বিশ্বায়ন যুগের রাজনীতি কোন এক দেশের মধ্যে সীমিত নেই । একটি দেশের মধ্যে যা কিছুই ঘটুক না কেন, তা-কে বিশ্ব রাজনীতি থেকে আলাদা করার কোন সুযোগ নেই । এটা এখন আমাদের সবার কাছে স্পষ্ট। যখন কেউ নেদারল্যান্ডস বা ইকুয়েডোরের রাজনীতির পট পরিবর্তনের কথা চিন্তা করেন, তা সে দেশের নয়, বরং বিশ্বব্যাপী এলিট শ্রেণি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে । এত একটি বিশ্বব্যাপী ফ্রেম । অন্য দেশকে বাদ দিয়ে কোন দেশের রাজনীতি বোঝা এখন আর সম্ভব নয় । এটাই ছিল *গ্লোবাল এজ* বইটিতে বর্ণিত আমার তত্ত্ব । গত বিশ বছরের ঘটনা প্রবাহ আমার তত্ত্বকে আরও শক্তি-শালী ও সুসংহত করেছে । এক্ষেত্রে আমি মনে করি যে, ডিজিটাল যুগ এত বড় একটা ভূমিকা রাখছে যে, অনেকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার দিকে নজর না দিয়ে, বরং নেটওয়ার্ক, যোগাযোগ, এবং সংযোগের দিকে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে।

ডি এ ডি: আপনার পেশাগত জীবনের দিকে তাকিয়ে আজ আপনি যদি নতুন করে লেখাপড়া শুরু করতেন, তাহলে কোন তিনটি বিষয় নিয়ে আপনি পড়াশুনা করতেন?

এম এ: আমি যে শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াশোনা করি, সেখানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানবিক শিক্ষার মধ্যে একটি গভীর দুরত্ব তৈরি করা হয়। আমি অল্প বয়সে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিলাম । আমি এখন জানি যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানবিক শিক্ষা যে, সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তাঁর মধ্যে অনেক মিল রয়েছে, যা আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না । অতএব আমি যদি পারতাম তাহলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জানার চেষ্টা করতাম । বিজ্ঞানের শক্তি এবং তা চর্চার ভাষা নিয়ে আমি আরও জানতে আগ্রহী হতাম। এটাই আমার প্রথম ইচ্ছা ।

আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা ছিল চিন সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানা । সবসময় চিন আমাকে আকর্ষণ করে, আমি যখন লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে পড়তাম, তখন আমরা চিনের উপর নামকরা চিন বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ক্লাস নিয়েছিলাম এবং চিনের ওপর কয়েকটা পেপার লিখেছিলাম । পরবর্তীকালে আমি ১৯৮০ দশকে চীন ভ্রমণ করি। কিন্তু আমার পেশা জীবনে কখন চিনা ভাষা শেখার কথা চিন্তা করিনি। আমি এখনও শিখছি । আমি যদি আঠার বছর বয়সে শিখতে পারতাম তাহলে ভাল হত, কেননা এটা একটি ব্যতিক্রমধর্মী ভাষা । এটার মধ্যে নিহিত আছে একটি ভিন্ন ধরনের মানসিকতা। এ ধরনের একটি চিন্তাধারা আমার আঠার বছর বয়েসে অনেক ওর প্রভাব ফেলতে পারত ।

আমার তৃতীয় ইচ্ছা । আমি ধর্ম নিয়ে আরও বড় পরিসরে জানতে পারলে ভাল হত । আমি চার্চ অব ইংল্যান্ডের মাঝে বড় হয়েছি । আমি যখন ছাত্র তখন থেকেই আমি অজ্ঞানবাদী (agnostic) । আমি যখন বড় হলাম তখন বুঝতে পারলাম যে, বিশ্বের সব ধর্মের মধ্যে অনেক অন্তর্দর্শন লুকিয়ে আছে। আপনাদের এই রোমানিয়াতে একজন চমৎকার ধর্ম চিন্তাবিদ, মিরচা এলিয়াদ ছিলেন। আমি পঞ্চাশের কোটায় পৌঁছে এলিয়াদ পড়ি। আমার বিশের কোটায় বয়সের সময় আমার এলিয়াদ পড়া উচিত ছিল । ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
মার্টিন আলব্রো <albrowm@hotmail.com>
ডায়েনা ডুমিতেস্কু <diana.dumitrescu@icub.unibuc.ro>
রাইজা-গ্যাব্রিয়েল জামফিরেস্কু <raisa.zamfirescu@gmail.com>

> কসোভায় ঔপনিবেশিকতার উত্তরাধিকার:

ইব্রাহিম বারিশার সাথে কথোপকথন

ঈব্রাহিম বারিশা।

ইব্রাহিম বারিশার জন্ম কসোভা প্রজাতন্ত্রে। তিনি কসোভার প্রিস্টিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানে সম্মান ডিগ্রি অর্জনের পর ক্রোয়েশিয়ার জাগ্রেবে গিয়ে যোগাযোগীয় সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। কসোভা এবং বিদেশে সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করলেও বর্তমানে তিনি প্রিস্টিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা করেন। তিনি যোগাযোগের সমাজবিজ্ঞান এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়াদিতে বেশ কিছু বই লেখার পাশাপাশি অনেকগুলো কবিতা ও প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশ করেছেন। তাঁর সর্বশেষ বই *দ্য ডেথ অফ অ্যা কলোনি*। তাঁর সাথে এই ইন্টারভিউ নিয়েছেন প্রিস্টিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক শ্রেণির শিক্ষার্থী **ল্যাবিনো কুনুশেভকি**।

ল্যাবিনো: আপনার বই দ্য ডেথ অফ অ্যা কলোনি-তে আপনি কসোভার ইতিহাসকে উপস্থাপন করেছেন একটা উপনিবেশের মৃত্যু হিসেবে। এর দ্বারা আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন?

ইব্রাহিম: প্রথমত এইটা স্মরণ রাখতে হবে যে, নাগরিকরা যেমন একজন আরেকজনের থেকে আলাদা, যা একইভাবে উপনিবেশের অধীন ব্যক্তিবর্গের জন্যও প্রযোজ্য। কিন্তু কোন অর্থে? যেমন, ঔপনিবেশি-কশক্তিসমূহও একে অন্যের থেকে আলাদা হয় তাদের নিজ নিজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ও তার মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল নিয়ে পৃথক বয়ানের মধ্য দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক লক্ষ্যের সাথে ভারতবর্ষে ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক লক্ষ্য বা কঙ্গোতে বেলজিয়ামের ঔপনিবেশিক লক্ষ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সম্প্রসারণমূলক লক্ষ্যেরও আগে কসোভাতে সার্বিয়ার উপনিবেশিকতার শুরু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে। সার্বিয়ার উপনিবেশ শুরু হয়েছিল ১৩৮৯ সালের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইতিহাস সংশোধনের শ্রুতিকথার মধ্য দিয়ে। কিন্তু ইউরোপিয় রাষ্ট্রগুলো তাদের উপনিবেশ এমন কোন মিথ বা সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে শুরু করেনি।

>>

ল্যাবিনো: আপনি কসোভায় সার্বিয়ার উপনিবেশিতাকে অন্যান্য সুপরিচিত উপনিবেশের সাথে তুলনা করে এর লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন কী?

ইব্রাহিম: লক্ষ্য এবং প্রক্রিয়া দুইই আলাদা। বৃটেন ভারতকে জনমানবশূন্য করতে চায়নি, সার্বিয়া কসোভাতে সেটিই চেয়েছে। সার্বিয়া রাষ্ট্র কসোভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলবেনিয় জনগোষ্ঠীকে সর্বাত্মকভাবে নির্মূল (এথনিক ক্লিঞ্জিং) করার প্রয়াস চালিয়েছে। এই প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক বৈধতার ভিত্তিতে ছিল এমন ধারণা যে, যেকোন উপায়ে কসোভা থেকে সমস্ত আলবেনিয়দেরকে চিরতরে বিতাড়িত করতে হবে। এটি বিভিন্ন সময়ে করা হয়েছে, যার সাম্প্রতিকতম নজির হল, ১৯৯৮-১৯৯৯ এর যুদ্ধ। এই ধ্বংসযজ্ঞে শুধুমাত্র সার্ব রাষ্ট্রের নের্তৃত্বই নয়, বরং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, একাডেমিক এবং শিল্পকলা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোও জড়িত ছিল। অল্প কথায়, ফ্রান্সের দিক থেকে এই বিষয়টা পরিষ্কার ছিল যে, আলজেরিয়া হলো আলজেরিয়দের বাসভূমি যা ফ্রান্সকে একদিন ছেড়ে যেতে হবে। সার্বিয়ার ক্ষেত্রে কসোভা হলো সার্বিয়ার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ যেখানে আলবেনিয়রা সাময়িকভাবে বসবাস করছে। আর তাদেরকে চূড়ান্তভাবে বহিষ্কার করার পূর্ব পর্যন্ত এখানে দখলদারিত্ব ধরে রাখা অবশ্যক।

ল্যাবিনো: আপনি কি মনে করেন যে, উপনিবেশিক কৌশলগুলো রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে, নাকি এগুলো বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে?

ইব্রাহিম: ঔপনিবেশিক কৌশলগুলোর লক্ষ্য ছিল সুনির্দিষ্টভাবে প্রভাব বিস্তার করা। কসোভার ক্ষেত্রে সেগুলো ছিল সামাজিক ও জনসংখ্যা বিন্যাসে পরিবর্তন। ২০ শতকের পরে কসভোর যেখানেই সার্বরা বসতি স্থাপন করেছে, সেখানেই নগর এবং পল্লী অঞ্চলের কাঠামো ও স্থাপত্যকলায় পরিবর্তন হয়েছে। মধ্যযুগীয় ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ইচ্ছা এইসব পরিবর্তনকে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে, যা নতুন নতুন শহর ও গ্রামের স্কুল, রাস্তাঘাট এবং আর্থিক পরিবর্তনের বাহ্যিক অবয়বের মধ্যে দৃশ্যমান। কোন শহর বা গ্রামের জনকাঠামো সহজেই বদলে ফেলা সম্ভব ছিল, কারণ সমগ্র সার্বিয় প্রশাসনকে নিয়োগ করা হয়েছিল এর সামরিক বাহিনী, বিচার ব্যবস্থা এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নের্তৃত্বসহ। আইনসিদ্ধ আলবেনিয় মালিকদের কাছ থেকে কৃষি সংস্কারের নামে ঔপনিবেশিক বসতি স্থাপনকারীদেরকে ভূমি অধিগ্রহণ করে দেওয়া হয়েছিল ।

কমিউনিস্ট আমলে সর্বশেষ কৃষি সংস্কারের মাধ্যমে গ্রামের পরিবারগুলোকে সর্বোচ্চ দশ হেক্টর আবাদি ও জঙ্গলা ভূমি রেখে বাদবাকি ভূমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল যা পারিবারিক অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছিল। ১৯৫০ এর দশকে ষাট বা ততোধিক সদস্যের একেকটা পরিবারকে মাত্র দশ হেক্টর জমির অধিকার রাখতে দেওয়া হয়েছিল। ফলে অর্থনৈতিক দেশান্তর শুরু হয়। তরুণ জনগোষ্ঠীরা বেলগ্রেড ও যুগোস্লাভিয়ার অন্যান্য শহরে কায়িক পরিশ্রমের জন্য যেত। স্বর্ণকার, রুটির কারিগর, হস্তশিল্পী তথা সাধারণভাবে সকল ক্ষুদ্র পেশাজীবী কসোভা ত্যাগ করেছিল। কারণ, সেখানে তাদের পণ্যের জন্য কোন ক্রেতা ছিল না। কিন্তু তারা রেমিট্যান্স পাঠানোর মাধ্যমে তাদের পরিবারের সাথে সম্পর্ক ধরে রেখেছিল।

অপরদিকে, বসতি স্থাপনকারীরা যেখানেই থিতু হয়েছিল, সেখানেই কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে পূর্ণ আর্থিক সহায়তা পেয়েছিল। এই প্রক্রিয়া বাস্তবে কেমন ছিল? ১৯১২ যেখানে কসোভাতে সার্বদের সংখ্যা ছিল ৫%, ১৯৩৯ সালে এসে সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৪০% এ পৌছে। উপনিবেশবাদ শুধুমাত্র জনসংখ্যার বিন্যাসকেই বদলে ফেলেনি, এটি আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকেও বদলে দেয়। আলবেনিয়দেরকে গ্রামে এবং নগরায়নের বাইরে আটকে রাখার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের সমস্ত সুফল থেকে বঞ্চিত করা হয়। এরপর এই বিচ্ছিন্নতাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাদের সাথে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মতো আচরণ শুরু করে। বছরের পর বছর ধরে আলবেনিয়রা শিক্ষালাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। যেমন, আলবেনিয়দের ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান শুরু হয় মাত্র ১৯৭০ সাল থেকে। তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল তাদের থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার পর। অবস্থাটা এমন হয়েছিল যেন তারা একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করত। সমস্ত যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে একমাত্র আলবেনিয়রাই শ্লাভিক ভাষাভাষী ছিল না, যা ছিল তাদের বিচ্ছিন্নতার আরও একটা নিয়ামক।

ল্যাবিনো: সাধারণভাবে এটি অনুমান করা হয় যে, টিটোর নের্তৃত্বে কম্যুনিস্ট আমলে আলবেনিয়রা রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে ভালো অবস্থানে ছিল। এটা কি সত্যি?

ইব্রাহিম: বেলগ্রেড সরকার কখনোই আলবেনীয়দেরকে সার্বদের সমান অধিকার ও দায়িত্ব দিতে রাজি ছিল না। টিটোর শাসনামলে ১৯৬৬ সাল থেকে শুরু করে যা ঘটেছিল, তাকে সংস্কারের নামে কিছু বাহ্যিক ঘষামাজা হয়েছিল। যুগোস্লাভিয়ায় আলবেনিয়রা ছিল তৃতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী, সার্ব আর ক্রোয়াটদের পরেই। কিন্তু রাষ্ট্র এটি বদলে ফেলার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে। ১৯৫০ এর দশকে প্রায় ২ লক্ষ আলবেনিয় কসোভা থেকে স্থানান্তরিত হয়। উপরন্তু, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে ব্যাপক হারে জাতীয় পরিচয় বদলের হিড়িক পড়ে। আলবেনিয়দের কেউ কেউ নিরাপত্তার আশায় নিজেদেরকে তুর্কি হিসেবে পরিচয় দেওয়া শুরু করে। ফলশ্রুতিতে, যুগোশ্লাভিয়ায় ১৯৫৩ সালে ৯৭,৯৪৫ তুর্কিদের সংখ্যা ২৬০% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬১ সালে দাঁড়ায় ২৫৯,৫৩৬।

টিটোর শাসনামলে উপনিবেশিকতা ক্রমবর্ধমান হারে চলতেই থাকে। ভূমি, জিঙ্ক, রৌপ্য, কয়লা, ম্যাগনেসিয়াম এবং অন্যান্য খনিজে সমৃদ্ধ কসভো থেকে খনিজ উত্তোলন করে সেগুলো পরিশোধন করা হতো সার্বিয়া, ভোদোনিয়া এবং অন্যান্য স্থানে। এই কারণে কসোভা ক্রমাগতভাবে অনুন্নয়নে ভুগতে থাকে।

ল্যাবিনো: আলবেনিয় সমাজবিজ্ঞান কীভাবে সার্বিয়ার রাজনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক মতাদর্শকে মূল্যায়ন করে?

ইব্রাহিম: কসোভার আলবেনিয় সমাজবিজ্ঞান নবীন এবং দীর্ঘদিন ধরে অন্ধবিশ্বাস এবং মতাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছিল। প্রিস্টিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান ও দর্শন বিভাগ চালু হয়েছে মাত্র ১৯৭১ সালে। সব থেকে খ্যাতিমান আলবেনিয় সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ফেহমি আগানি- প্রভাবশালী বই Sociological and Political Studies-এর প্রণেতা- কসোভা যুদ্ধের সময় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। উকসিন হোতি নামের একই বিভাগের আরেকজন অধ্যাপক বাকস্বাধীনতার প্রচারের জন্য রাজনৈতিক বিবেচনায় ৯০-এর দশকে গ্রেফতার হন। তিনি ১৯৯৯ সাল থেকে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। অধ্যাপক হোতি আমেরিকায় শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানে কাজ করেছেন।

বর্তমানে একদল তরুণ সমাজবিজ্ঞানী বিষয়ের সংস্কৃতি, সমাজ কাঠামো, ধর্ম, লিঙ্গ সমতা, যোগাযোগ, রাজনীতি এবং আরও অন্যান্য বিষয়কে সমাজবিজ্ঞানের আওতায় নিয়ে এসে ব্যপ্তি ঘটিয়ে চলেছে। এইসব তরুণ সমাজবিজ্ঞানীরা প্রধানত বিদেশে শিক্ষা লাভ করেছে। তারা বিবিধ পদ্ধতিগত জ্ঞান এবং বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে কাজ করছে। এইসব তরুণ সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজকে মতাদর্শের মাধ্যমে পাঠ করে না, যা ছিল মূলত এক ধরনের প্রোপাগান্ডা এবং সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞানের পথে অন্তরায়।

>>

ল্যাবিনো: বর্তমানে উপনিবেশবাদের ফলাফলগুলো কী কী?

ইব্রাহিম: আজ আমরা উপনিবেশোত্তর, সমাজতন্ত্রোত্তর যুগ নিয়ে কথা বলতে পারি। পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে একটা কঠিন সময় পেরিয়ে এসে কসোভা আজ আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা, রাজনীতি ও সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এই প্রয়াস এমন কোন ফলাফল নিয়ে আসেনি, যা নাগরিকেরা চেয়েছিল। আশাভঙ্গ, আন্দোলনের স্বাধীনতার অভাব, বিশেষভাবে তরুণদের মধ্যে বেকারত্ব ইত্যাদি জনগণকে অতীতের বঞ্চনা এবং অনুন্নয়নের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় বর্তমান নীতিগুলোর ব্যর্থতা তরুণ প্রজন্মকে নৈরাশ্যবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। অধিকাংশ তরুণ এখন ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে কসভো ত্যাগ করে বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কিন্তু বিশ্ববাজারে সাফল্যের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উন্নয়ন দরকার।

ল্যাবিনো: পুরাণ, গৌরবগাঁথা, মতাদর্শিক আত্মিকরণ এবং প্রচারণা কীভাবে কসোভার পরিবেশকে প্রভাবিত করেছে? এটি কিভাবে কসোভার আলবেনিয়দের মধ্যে হীনমন্যতার জন্ম দিয়েছে? আলবেনিয়রা কি সার্বদের অধীনতাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিল?

ইব্রাহিম: বলকান হলো একটা বিভ্রমের বাগান। কে সেইসব গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতির ধারক হবে ভবিষ্যতে? বুদ্ধিজীবী, শিল্পী এবং গড়পড়তা রাজনীতিবিদ। তারা মাতৃভূমি, জাতি, নায়ক এবং পুরাণের মত চাতুর্যপূর্ণ শব্দের ব্যবহার করে জনগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। তাদের ভাষা ঔদ্ধত্য ও হুমকি সম্বলিত লোকজ দেশপ্রেম এবং গৌরবগাঁথায় ভরা। তারা ক্ষমতালোভী রাজনৈতিকদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে যারা জনস্বার্থের তোয়াক্কা করে না। তারা অতীতমুখী, তারা কর্মসংস্থান ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য হন্যে হয়ে ঘোরা জনতার আবেগ নিয়ে ব্যবসা করে।

আমাদের মতো সামাজিক অবস্থায় মতাদর্শিক আত্মীকরণ ব্যাপক। গত পাঁচবছরে আমাদের অনেক তরুণ সিরিয়া আর ইরাকের আইসঈএসএ যোগদান করেছে। তারা রাজনৈতিক শূন্যতা এবং হতাশার কারণে এই প্রোপাগান্ডায় সাড়া দিয়েছে।

ল্যাবিনো: কসোভার আজকের রাজনীতিতে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার ভূমিকা কী?

ইব্রাহিম: যুগোস্লাভিয়া এখন ইতিহাসের পাতায়। এটি গঠিত হয়েছিল ভৌগোলিক নৈকট্য এবং সেইসাথে দক্ষিণের শ্লাভদের মধ্যে জাতীয়তা এবং ভাষাগত নৈকট্যের ভিত্তিতে। এটি টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ এর ভিত্তিতে ছিল সমতার অনুপস্থিতি। আলবেনিয়রা সম্ভাব্য সকল পথে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে তাদের বর্তমান রাজনৈতিক চেতনার যুগোস্লাভিয়ার কোন স্থান নেই। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ইব্রাহিম বারিশা <iberisha5@hotmail.com>
ল্যাবিনো কনুসেভিক <labinotkunushevci@gmail.com>

> ক্ষমতার রাজনীতি
অতাউতাহির দুর্যোগ পরবর্তী

স্টিভ ম্যাথিউম্যান, ইউনিভার্সিটি অফ অকল্যান্ড এবং প্রেসিডেন্ট সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অফ আওতেরোয়া, নিউজিল্যান্ড

২০১১ সালের ভূমিকম্পের পর ক্যাথেড্রাল স্কোয়ার, ওতাওহি, (ক্রাইস্টচার্চ)।

দ্রুত নগরায়নের এ বিশ্ব আজ এক নজিরবিহীন সম্পদের বৈষম্য, বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং গণ বিলুপ্তির সম্মুখীন। শহরগুলিতে স্থায়ী এবং সমানভাবে বসবাসের প্রশ্ন বিশ্বের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ আজ নগরবাসী। আর ২০50 সাল নাগাদ পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষই নগরে বাস করবে- এবং তাও ক্রমবর্ধিত অসম সমাজে। জাতিসংঘের মহাসচিব বান-কি-মুন সতর্ক করে দিয়েছেন, "বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান অসাম্যতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগেরপ্রকোপ বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার বিপদজনক এবং অনিশ্চিত এক বৈশ্বিক সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।"

শক্তির অসম ব্যবহারকারী হিসেবে নগরগুলোই ভবিষ্যতের টেকসই শক্তির চাবিকাঠি। আজ বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ শক্তি চাহিদার জন্য নগরগুলোই দায়ী। আর প্রত্যাশিতভাবে এভাবেই যদি নগরায়ন চলতে থাকে, ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ৯০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা প্রয়োজন হবে নগর/ ভূমি ব্যবহার/ শক্তিঅবকাঠামো খাতে। শুধুমাত্র শক্তি অবকাঠামো খাতে আগামী কয়েক দশকের জন্য ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি প্রায় ১৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি হিসেব বের করেছে। যার মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ চলে যাবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন খাতে। তাই শক্তির সংস্থান ও অবকাঠামোর অধিকার লাভ আজ পাহাড়সম গুরুত্বপূর্ণ।

নিউজিল্যান্ডের আওতেরোয়া হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম নগরকেন্দ্রিক জাতি। ৮০-র দশক থেকেই আওতেরোয়ারা বিশ্বের উন্নতি দেখে আসছে নিদারুণ অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্য দিয়ে। সম্প্রতি আমরাতিন বছর মেয়াদি একটি গবেষণা প্রকল্প চালু করেছি, যার কাজ হবে আওতেরোয়া অধ্যুষিত অন্যতম একটি শহরের শক্তির অবকাঠামোর উপর আলোকপাত করা।দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অতাউতাহি শহরের বৈদ্যুতিক শক্তির অবস্থা তুলে ধরা।

সাধারণত, নতুন করে আবার একটি শহর পুরোপুরি পুনর্গঠন করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ২০১০ ও ২০১১ ক্যান্টবেরির ভূমিকম্প নতুন করে শহরটিকে গড়ে তোলার সুযোগ দেয়। একটি সমবায়ী ও পরিবেশ উপযোগী বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবস্থা গঠন করার জন্য যা কিনা ভবিষ্যতে যেকোন প্রকার প্রাকৃতিকদুর্যোগ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নৃতাত্ত্বিক জলবায়ু পরিবর্তনেরসাথে পাল্লা দেয়ার সক্ষমতা অর্জন করে চলতে পারে।

আমরা ক্রাইস্টচার্চকে দেখছি একটি বৈশ্বিক গবেষনাগার হিসাবে। যদিও গবেষকগণ প্রায়ই বিশ্বের মেগাসিটিগুলোর উপর আলোকপাত করেন। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ ছোট ছোট শহরগুলোয় বাস করে এবং ভবিষ্যতেও যেসব শহরে মাত্র অর্ধ মিলিয়ন বা তার কম মানুষের বাস করবে। আর ক্রাইস্টচার্চের মত এসব শহরগুলোকেও জলবায়ু পরিবর্তন এবং

>>

সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে চলতে হবে। "প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ক্রাইস্টচার্চের পুনর্নির্মাণ অন্যসব আধুনিক শহরের মতই...কিন্তু এটি একদিক দিয়ে সবার থেকে আলাদা কারণ শহরটির যে এত পরিবর্তন আনতে হবে ভূমিকম্পের পরই তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেখানে পূর্বদিকের বেশিরভাগ এলাকা মিটারখানেক ডুবে রয়েছে। এটি রীতিমত একটি আন্তর্জাতিক পরীক্ষাগারে (ইন্টারন্যাশনাল টেস্ট বেড) পরিণত হয়েছে কারণ এর মাধ্যমেই অনুমান করা যাবে, কিভাবে খাপ খাওয়ানো যায় যখন আপনি প্রায় সমুদ্র উচ্চতার কাছাকাছি প্যানকেকের মত সমান একটি শহর।"

শুরুতে লক্ষণগুলো ভালই ছিল। কাছাকাছি আয়তনের অন্য কোন শহরই এত বেশি বিনিয়োগ করেনি। ক্রাইস্টচার্চই নিউজিল্যান্ডের প্রথম শহর হিসেবে তাৎক্ষণিক শক্তি ব্যবহারের (রিয়েল টাইম এনার্জি ইউজ) তথ্য প্রকাশ করে। একইসাথে সিটিস পাইলট দ্য ফিউচার প্রোগ্রামেরও সূচনা করে ক্রাইস্টচার্চ। বৈশ্বিকভাবে নগরজীবনকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এই প্লাটফর্মটি গঠিত হয়েছিল। রকফেলার ফাউন্ডেশনের বলিষ্ঠ ১০০ নগরের মধ্যে ক্রাইস্টচার্চ জায়গা করে নিয়েছে।

ভূমিকম্পের এত ক্ষতির পরেও এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। বিদ্যুৎ এখনও জলবিদ্যুৎ দ্বারা সরবরাহ করা হয়। গুটিকয়েক প্রাইভেট কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিতরণ পরিচালিত হয়। কোন সৌর অবকাঠামো নেই। গ্রাহক উৎপাদিত শক্তির বিতরণ একেবারেই কম। যদিও আওতেরোয়াতে বায়ুকে কাজে লাগানোর মত প্রচুর সম্ভাবনা আছে, সেগুলো খুব কম সময়ই গোনায় ধরা হয়।

জাতীয় বিদ্যুৎ কমিশনের সূত্রানুযায়ী, এই অপচয়ের চিত্র আরও শোচনীয়। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই নিউজিল্যান্ডের আওতেরোয়া শহরের সকল বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো হচ্ছে মাত্র একটি উৎস থেকে, আর তা হল জলবিদ্যুৎ। এই জলবিদ্যুৎও পরিচালিত হয় আরেক নবায়নযোগ্য শক্তি ভূ-তাপীয় শক্তি দ্বারা। তবে আজ, জীবাশ্ম জ্বালানি জাতীয় বৈদ্যুতিক শক্তিমিশ্রণের একতৃতীয়াংশের যোগান দেয়। এটা বেঞ্জামিন সোভাকুল ও চার্মাইন ওয়াটস্ নোটের মত, জীবাশ্ম জ্বালানি এক দিক দিয়ে সব থেকে আলাদা কারণ এটি সময়ের সাথে পুনর্নবায়িত করা যায় না।

তত্ত্বীয়মতে, নবায়নযোগ্য শক্তির শতভাগ নির্ভরতায় ফিরে আসা কঠিন কিছু নয়। নবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধাসমূহ সকলেরই জানা এবং এই নিয়ে কোন বিতর্কও নেই। নবায়নযোগ্য শক্তি সব নেতিবাচক ফলাফল এবং প্রতিক্রিয়া যেমন প্রতি কিলোওয়াট ঘন্টায় বায়ু দূষণ কমায়। এদের মূল্যও তুলনামূলকভাবে অনুমেয় এবং স্থিতিশীল, কাজের বেলায় এতে পানির চাহিদা কম, আরও বেশি কার্যকরী এবং কর্মসংস্থান ও রাজস্ব প্রদান করার বেলাতেও সুবিধাজনক। সংক্ষেপে, নবায়নযোগ্য শক্তি পরিবেশ বান্ধব, অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি ভাল নিশ্চয়তা ও উন্নত সমাজগুলোর সম্পৃক্ততা এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি পরিবেশবান্ধব স্থায়ী শহরের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

বাস্তবিকভাবেও নবায়নযোগ্য শক্তির শতভাগ রূপান্তর কঠিন কিছু হওয়ার কথা নয়, বরং আজকের প্রযুক্তির যুগে এটি পুরোপুরি সম্ভব। নিউজিল্যান্ডের আওতেরোয়া প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এবং সরকারী তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের মাথাপিছু নবায়নযোগ্য সম্পদের হিসাবে আমরা এক নম্বর, সেই সাথে আমাদেরপৃথিবীর অন্যতম সেরা বায়ুসম্পদ, অঢেল সূর্যের আলো এবং অসংখ্য নদী ও হ্রদ রয়েছে।যদি ভূ-তাত্ত্বিক উৎসকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সোভাকুল ও ওয়াটস পরামর্শ অনুসারে ২০২০ সাল নাগাদ দেশের বিদ্যুৎখাত সম্পূর্ণরূপে নবায়নযোগ্য হতেপারে।

কিন্তু শক্তির ব্যাপারগুলি সবসময়ই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে জড়িত।নতুন প্রযুক্তি অথবা প্রাকৃতিকসম্পদের গ্রাস রাষ্ট্রীয় নীতিমালাসহ সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারের চেয়ে কম গুরুত্ব বহন করতে পারে। আর এই নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের (বিশেষত,যেগুলো স্থানীয়ভাবে ছোট পরিসরে ভাগ করা হয়) ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো যে, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক নেতাগণ বড় বড় প্ল্যান্ট স্থাপনাকে সমর্থন করেন এবং এ ব্যাপারে তারা শক্তি বিশেষজ্ঞগণ, আদিবাসী গোষ্ঠী ও সমাজকর্মীদের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করেন।

সুতরাং সমাজবিজ্ঞানের আজ যারা এসব ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন, তাদেরকে খুঁজে বের করা ও কিসের ভিত্তিতে তারা গ্রহণ করেন এবং এগুলোর ফলাফলগুলো কি, গবেষণার প্রয়োজন। যদিও সমাজবিজ্ঞান সবসময়ই সমাজে শক্তি এবং অবকাঠামোর ভূমিকাকে উপেক্ষা করে এসেছে, যা কিনা আধুনিক অস্তিত্ববাদের মূল জ্বালানী। এরপরও সম্প্রতি এই অবস্থার পরিবর্তন এসেছে। শক্তি ব্যবস্থাকে আজ সমাজ "অবকাঠামোর অংশ" হিসেবেই গণ্য করা হয়। যেহেতু সমাজবিজ্ঞান নতুনভাবে অবকাঠামো চালুর লক্ষণের দিকে ইঙ্গিত করে। নতুন বিদ্যাবত্তা পরীক্ষ থাকে অবকাঠামো কিরকম (স্থিতিশীলতা এবং পরিচালনার উপায়) এবং তারা কি কাজ করে থাকে (প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে মধ্যস্থতাকরণ, সামাজিক ও পরিবেশগত সুবিধা ও অসুবিধা বিতরণ, আঞ্চলিক- বৈশ্বিক বন্ধন স্থাপন এবং আধুনিক জীবনের জন্য ভিত্তি প্রদান)।

নতুন করে একটি শহর পুনর্গঠন একটি দুঃসাধ্য কাজ। এরকম কাজের সম্মুখীন কাউকে কদাচিৎ হতে হয়। নিউজিল্যান্ডের আওতেরোয়ায় এমন পুনর্গঠন সর্বশেষ হয়েছিল ১৯৩১ সালে, নেপিয়ারের ভূমিকম্পের সময়। ক্রাইস্টচার্চে আরও অনেক পুনর্বাসন এখনও বাকি। কিন্তু প্রক্রিয়াটি চলছে ধীরভাবে, কষ্টদায়ক এবং গভীরভাবে সমস্যাযুক্ত অবস্থায়। আবাসিক সমীক্ষাগুলো সরকারের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার প্রতি ধারাবাহিকভাবে ক্যান্টবেরিয়দের বিশাল মাত্রার অসন্তুষ্টিই প্রকাশ করে।

কিন্তু এরপরেও আশার আলো রয়েছে। "ক্রাইস্টচার্চ ভূমিকম্পে মাওরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাড়া এবং ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধারকাজ একটি অনন্য উদহারণ হয়ে থাকবে," বলে ক্রিস্টিন কেনি এবং সুজান ফিবস লেখেন। "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সময় মাওরি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগগুলো ছিল সহযোগিতামূলক, কার্যকরী এবং কাউপ্পা-র (সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ) দ্বারা রূপায়িত। বিশেষ করে, 'আরোহা নুই কি তে তাঙ্গাতা' (সকলের প্রতি ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়া) মূল্যবোধটি।" দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ওতাউতাহিবাসীরা তাদের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অবকাঠামো যেমন, সম্প্রদায়ের বাগানে, অনুষ্ঠানের জায়গায় এবং পার্কে সামরিকভাবে বাস করে বিশ্বমানের সৃজনশীলতার পরিচয় দেন, যা কিনা তাদের শহরজীবন শেয়ার করাকে উন্নত করে।

এইসব সম্প্রদায়ের এসকল উদ্ভাবন কি আরও স্থায়ী এবং টেকসই নগরকাঠামোর জন্য শিক্ষা হতে পারে না? যেহেতু আমরা তিন বছরের একটি গবেষণা প্রোগ্রাম চালু করেছি একদম শূন্য থেকে পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, আমরা আশা করতে পারি যে, যারা একটি শক্তিশালী পরিবর্তন, স্বচ্ছ, যথার্থ, সাংস্কৃতিকভাবে সংগতিপূর্ণ ও টেকসই বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবস্থার পরিকল্পনা করছেন তারা এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার উদ্ভাবনী গুরুত্ব, বাস্তব নির্দেশিকা ও নীতি প্রণয়নকে তাদের কাজে লাগাতে পারেন।

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
স্টিভ ম্যাথিউম্যান
<s.matthewman@auckland.ac.nz>

> দুর্যোগোত্তর স্থানসমূহে
সৃজনশীল ক্রীড়ার ভূমিকা

হোলি থর্প, ওয়াইকাটো বিশ্ববিদ্যালয়, আওতেয়ারোয়া, নিউজিল্যান্ড

নিউ স্কেট পার্কের সামনে হোলি থর্পের ফটোগ্রাফ।

যুদ্ধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় শিশু ও যুবকদেরকে সবচেয়ে অরক্ষিত মনে করা হয়। যদিও শিশু ও যুবকেরা শারীরিক, সামাজিক, মনস্তাত্বিক ও রাজনৈতিক নানা রকম উচ্চ মাত্রার ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে, তথাপি তাদেরকে ভুক্তভুগী হিসেবে মনে করার মানে হল তাদের মধ্যে বিদ্যমান অনন্য বৈশিষ্ট্য যেমন- প্রতিনিধিত্বশীলতা, সৃজনশীলতা এবং সম্পদশালীতাকে এড়িয়ে যাওয়া। এই "ঘাটতি মডেল" থেকে বেরিয়ে আসতে, আমি একটি তিন বছরব্যাপী তুলনামূলক গবেষণা শুরু করেছি, স্থানীয় কন্ঠস্বরগুলোকে বলার সুযোগ দিয়েছি এবং যুদ্ধ, সংঘাত ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে যুবকদের অতিবাহিত জীবন অভিজ্ঞতার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছি। এই রয়্যাল সোসাইটি মার্সডেন ফান্ড প্রকল্পের অধীনে দুটো ঘটনা তরুণদের চলমান সংঘাত এবং রাজনৈতিক অস্থিরতায় অপ্রতিযোগিতামূলক অসামরিক খেলাধুলায় অংশগ্রহণের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করেছে। প্রথমটি, স্কেটিস্তান নামের আফগানিস্তানের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য একটি বেসরকারি স্কেটবোর্ডিংয়ের স্কুল এবং দ্বিতীয়টি হল, গাজায় অবস্থিত তৃণমূল পার্কার গ্রুপ। আমরা অনুসন্ধান করছি ২০১০ ও ২০১১-এর ভূমিকম্প পরবর্তী ক্রাইস্টচার্চে এবং ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা পরবর্তী নিউ অরলিন্সে। আর অন্য দুটো ক্ষেত্রে আমি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং তৎপরবর্তী দীর্ঘসূত্রের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার দ্বারা বিপর্যস্ত কমিউনিটিগুলোতে বসবাসকারী যুবকদের জীবনে কর্মকাণ্ডমূলক খেলাধুলার সামাজিক, মনস্তাত্বিক ও নাগরিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করছি।

ভূমিকম্প পরবর্তী নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের উপর করা আমাদের গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল, ইতোমধ্যেই তরুণদের দৈনন্দিন জীবনকে ব্যবচ্ছেদ করা ক্ষমতার বহুবচনীয় কাঠামোগুলোকে তরুণ যুবকেরা যে অসংখ্য এবং প্রায়ই সূক্ষ উপায়ে উপজীব্য করে সেসম্পর্কে আমাদেরকে কিছু অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করছে। ২০১১ সালের ভূমিকম্পে ১৮৫ জন মারা গিয়েছে এবং অনেক মানুষ আহত হয়েছে, ডাউনটাউন এলাকাকে একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে এবং প্রায় দুই লক্ষ ঘরবাড়ির ধ্বংস অথবা ক্ষতিসাধন করেছে। যে ভূমিকম্প গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস করে - রাস্তাঘাট, পয়নিষ্কাশনের নর্দমা এবং জল - খেলাধুলার সুবিধাগুলিও ধ্বংস করে (যেমন, ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ, সাঁতার পুল, ক্লাবের কক্ষ, স্টেডিয়ামসমূহ) যে সুবিধাগুলো ধ্বংস হয়ে গেলে তাৎক্ষনিক উদ্বেগের হয়ত জন্ম হয় না। কিন্তু একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সপ্তাহ এবং মাসাধিককাল অতিবাহিত হবার পর যখন শহরের বাসিন্দারা তাদের জীবনধারা ও রুটিন পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তখন এগুলোর ক্ষতিগুলো গভীরভাবে অনুভূত হয়। সংগঠিত, প্রতিযোগিতামূলক এবং বিনোদনমূলক ক্রীড়াগুলির সাথে জড়িত ক্রীড়াবিদ এবং বাসিন্দাদের ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতাগুলিকে উপেক্ষা না করে, আমি অপ্রতিযোগিতামূলক, অনিয়মিত কর্ম বা জীবনধারা সম্পর্কিত ক্রীড়াগুলির ক্ষেত্রে অধিক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি। এই ব্যক্তিরা কীভাবে ভূমিকম্পের পরে তাদের ক্রীড়া অংশগ্রহণকে অভিযোজিত করেছে সেটা খতিয়ে দেখেছি।

ভূমিকম্পের পরপরই, খেলাধুলায় অংশ নিতেন এমন অধিকাংশ মানুষই তাদের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের স্বাস্থ ও কল্যাণের জন্য খেলাধুলার কার্যক্রমগুলিকে গৌণ বিষয় হিসেবে দেখলেন। তারপরেও, ভূমিকম্পের কিছু সপ্তাহ যেতেই অনেকেই তাদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে, সে বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন। যেমনটি এমা নামেরস এক অতি উৎসাহী সার্ফার ব্যাখ্যা করলেন, "যখন আমরা আমাদের অধিকাংশ ঘরোয়া কাজ শেষ করে ফেলতাম, তখন অনুভব করতে শুরু করতাম আমাদের জীবনের কি এক বিশাল জিনিস যেন

>>

হারিয়ে যাচ্ছিল।" অনেকের প্রিয় খেলাধুলা করার জায়গাগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হবার ফলে তা তাদের অতি পরিচিত, সত্তার গভীরে প্রোথিত খেলাধুলার চর্চাগুলোকে ব্যহত করেছে। স্কেটবোর্ডারদের ক্ষেত্রে, সিটি সেন্টারকে "রেড জোনের" আওতায় আনার মানে হল তাদের প্রিয় শহুরে খেলার জায়গা হারিয়ে ফেলা। পর্বতারোহীরা শুধু যে তাদের ইনডোর পর্বোতাহরণের সুবিধাগুলো হারালেন তা নয়, এর সাথে তারা পোর্ট হিলের শতাধিক পর্বতাহোরণের রুটগুলোকে হারিয়ে ফেললেন, একইসাথে পর্বতের বাইকাররাও এসব এলাকায় তাদের শতাধিক সাইকেল চালানোর পথ হারিয়ে ফেললেন। শহরের বড় বড় পয়নিষ্কাশনের নালাগুলোতে ব্যাপক ধরনের ক্ষতি হবার ফলে ক্রাইস্টচার্চ সিটি কাউন্সিল বাধ্য হয়ে অপরিশোধিত নোংরা পানিকে নদীগুলোতে ফেলল। এর কারণে স্থানীয় সমুদ্র বেলাভূমিগুলোকে নয় মাস ধরে বন্ধ করতে হয়েছিল, যেটা স্থানীয় সার্ফারদের ও অন্যান্য বেলাভূমি ব্যবহারকারীদের দৈনন্দিন রুটিনকে ব্যাহত করেছিল।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের খেলাধুলার চর্চা ব্যাহত হবার ফলে গভীর মানসিক, আবেগীয় ও শারীরিক প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন, অন্যরা তাদের ভালোবাসার খেলাধুলার জায়গাগুলো নষ্ট হবার কারণে শোকার্ত হয়ে পড়েছিলেন। জাপানি পর্বতারোহী ইউকিমি বলেন "জায়গাগুলো হারিয়ে যাওয়ায় আমার খুব খারাপ লাগছে আমার প্রিয় পর্বোতারোহনের জায়গা, আমার প্রকল্পগুলো সব ছিল ওখানে। এগুলোকে আমি মিস করি।"`

সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদ টিম এডেনসন লিখেছেন যে ব্যক্তি প্রায়ই তাদের পূর্বপরিচিত "স্পেস, রুটিন ও টাইমিং গুলো পুনরুদ্ধার" করার মাধ্যমে বড় ধরনের ঐক্যচ্যুতির প্রভাব কমাতে চেষ্টা করেন। এই ব্যাপারটি ক্রাইস্টচার্চের অনেক লাইফস্টাইল বিষয়ক খেলাধুলার অংশগ্রহণকারীদের বেলায়ও সত্য, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিচয়ের পুনর্নির্মাণ করতে ও একটি নতুন ক্রাইস্টচার্চের অন্তর্গত হবার বোধকে শক্তিশালী করতে যাদের ভেতর অনেকেই দৈনন্দিন চাপের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পূর্বের খেলাধুলাময় শরীর ও জীবনধারার ছন্দ খুঁজে ফিরেছেন। উদাহরণস্বরুপ, অনেক উৎসাহী সার্ফার ক্রাইস্টচার্চের বাইরের দূষণহীন বেলাভূমিগুলিতে গাড়ি পুল করেছে, এবং অনেক পর্বোতারোহী দলগত বোল্ডারিংয়ের আয়োজন করেছে, কারণ এলিসন উইলিয়ামসের ভাষায়, বেলাভূমিগুলো ও বোল্ডারিং করার পথগুলো ভেষজ ভূদৃশ্যে পরিণত হয়েছিল।

কিছু ক্রাইস্টচার্চ বাসিন্দার কাছে, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ তাদের দৈনন্দিন জীবনের চাপ থেকে মুক্তি পেতে (ক্ষনিকের জন্য হলেও) সাহায্য করত। উদাহরণস্বরুপ, একজন উৎসাহী সার্ফার হিসেবে অ্যাঁরন তার সহকর্মীদের সাথে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য সার্ফিং এর গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন, "সার্ফিং এর ভেতর কমিউনিটির খুব একটা শক্ত উপস্থিতি আছে" আপনি ফিরে আসলে [সার্ফিং করে] এবং অন্তত কিছু দিনের জন্য শান্ত অবস্থায় থাকতে পারবেন।

ক্রাইস্টচার্চের কিছু তরুণ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ জায়গাগুলোকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট হলেন, ভূমিকম্পের মোকাবেলায় তারা তাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটালেন। তাদের ক্রীড়া সংস্কৃতির ভেতরের নিজে করার ও স্বৈরাচার বিরোধী মনোভাবকে আলিঙ্গন করে, কিছু স্কেটবোর্ডার চূর্ণ বিচূর্ণ করার জন্য পরিত্যক্ত ভবনগুলোর অভ্যন্তরে ইনডোর স্কেটবোর্ড পার্ক নির্মান করেছেন। ট্রেন্ট ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনগুলোকে কাজে লাগানোকে তাদেরকে আপদ বালাই ও অপদার্থ ঠাউরে নাট সিটকানো লোকেদের প্রতি নমস্কার হিসেবে অবিহিত করেছেন। বসে থেকে ধ্বংসলীলা নিয়ে বিলাপ করার পরিবর্তে, [আমরা] বরং বাইরে বের হয়েছি এবং বলছি দেখ ভাঙ্গাচূড়া জিনিস নিয়ে আমরা কি না করতে পারি। ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত জায়গার সৃজনশীল ব্যবহার করার মাধ্যমে, স্কেটবোর্ডাররা ভূমিকম্প পরবর্তী শহরের জায়গাগুলোর ভিন্ন ধরনের পুনরুদ্ভাবন করলেন। এটা করার মাধ্যমে তারা, ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত জায়গাগুলোকে মৃত, ক্ষয়প্রাপ্ত ও শুধুমাত্র চূর্ণবিচূর্ণ করার উপযোগী হিসেবে দেখানোর প্রভাবশালী বয়ানকে সূক্ষ্মভাবে বিচূর্ণ করলেন।

ভূমিকম্পের পরে, বিকল্প ধরনের খেলাধুলার চর্চাগুলো দূর্যোগকবলিত ভূগোলকে শারীরিক ও আবেগীয়ভাবে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক ও সংযোগগুলোকে নতুনভাবে নির্মাণ করার সুযোগ প্রদানকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু এধরনের অ্যাকশনধর্মী খেলাধুলোর প্রচেষ্টা বৈষম্যমূলক ও বানিজ্যিকীকরণের দিক সংশ্লিষ্ট। ২০১৫ সালে আমেরিকাভিত্তিক ডেনিম কর্পোরেশন লেভি স্ট্রাউস ঘোষণা দিল যে, এটি একলক্ষ আশিহাজার নিউজিল্যান্ডীয় ডলার দান করবে একটি কমিউনিটি স্কেট পার্ক নির্মাণের জন্য।

অধিকাংশ স্থানীয় অভিভাবক ও তরুণরা এধরনের বহুজাতিক কর্পোরেশনের বিনিয়োগের কঠোর সমালোচনার পরিবর্তে লেভি স্ট্রসের প্রতিশ্রুত স্কেট পার্কের উদ্যোগকে দৃঢ়ভাবে সাধুবাদ জানালেন। তারা খোলা হাতে এই প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করলেন। যদিও কিছু সংখ্যকস্থানীয় বাসিন্দা দুর্যোগ পরবর্তী ক্রাইস্টচার্চে লেভি স্ট্রসের এই বিনিয়োগের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য এবং কাউন্সিলের এই কুকর্মে সহযোগিতার বিরুদ্ধে একটি অনলাইন কাউন্সিল সাবমিশন ফোরামকে ব্যবহার করেছেন তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য। আমাদের বানিজ্যিক বিজ্ঞাপনী চক্ষূশূলের দরকার নেই। দরকার প্রকৃতিকে সর্বোচ্চ কার্যকর করার জন্য সৃজনশীল উপায় অবলম্বন অথবা, "লেভির মত বহুজাতিকেরা তাদের কোম্পানির সর্বোচ্চ স্বার্থ আদায়ের চিন্তা করে, তাদের কমিউনিটিকে নিয়ে কোন চিন্তা নেই" ধরণের বক্তব্য আসলে স্থানীয়দের, নওমি ক্লেইনের ভাষায়, "দুর্যোগের পুঁজিবাদ" নিয়ে উদ্বেগের প্রতিফলন, যেখানে একটি আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার সুযোগকে কাজে লাগানোর অনন্য বিপনন কৌশল দেখতে পেয়েছে এবং কাউন্সিলের ক্রীড়া ও বিনোদন সুযোগের জন্য তহবিলের অপ্রতুলতা দেখতে পেয়েছে।

আমাদের চলমান গবেষণা হতে পারে যুদ্ধ ও দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলগুলোর জীবনমানকে উন্নত করবার জন্য অনানুষ্ঠানিক খেলাধুলাগুলো যে বিস্তৃত ধরণের সম্ভাবনা তৈরি করেছে এবং ক্ষমতার যে বিভিন্ন ধরনের কাঠামো এ ধরণের সম্ভাবনাকে হয় বাধা দিচ্ছে, না হয়, চালু রাখছে সে বিষয় নিয়ে করা সর্বপ্রথম বিশ্বব্যাপী চলমান অনুসন্ধান। আমাদের গবেষণা স্থানীয় পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার মতন একদল সম্পদশালী তরুণের সন্ধান দিয়েছে, যারা একই সাথে বৈশ্বিক ক্ষমতা কাঠামো ও বহুজাতিক নেটওয়ার্ক দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
হোলি থর্প <thorpe@waikato.ac.nz>

> নীরবতার নির্যাতন

এলিজাবেথ স্ট্যানলি, ওয়েলিংটন ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, অটোয়ারোয়া

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে শিক্ষা - নিউজিল্যান্ডের "চাইল্ড ম্যাটারস" সংগঠন।

ব্রেক্সিট ভোট ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্থান হিসাবে নিউজিল্যান্ডের অভিবাসন ওয়েবসাইটে ঐ দেশগুলোর লোকদের বাসভূমি ছেড়ে আসার জন্য এত আবেদন পড়েছে যেন বাঁধ জমে গেছে। নিউজিল্যান্ড (এনজেড) অবশ্যই আবেদন জানিয়েছে যে, চলচ্চিত্র নির্মাতারা তাদের নাটকীয় ব্যাকগ্রাউন্ড ক্যাপচার করতে ভালোবাসে এবং দেশটি আক্ষরিক অর্থে একটি দুধ ও মধুর দেশ। আমাদের একটি অভিনন্দনজ্ঞাপক, প্রগতিশীল এবং মানবাধিকার সচেতন দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়। এনযি নারীরা ১৮৯৩ সালে ভোটাধিকার প্রয়োগে বিশ্বের প্রথম ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, কিউইরা (নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিকাশে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে এবং আমরা আমাদের সংশোধনী ন্যায়বিচার পদ্ধতির জন্য সুপরিচিত।

তবুও, সূক্ষ্ম পরিদর্শনে, নিঃশব্দে এনযিদের গণ্য করা শুরু হয়। প্রবল দারিদ্র্য, উচ্চ যৌন নির্যাতনের হার এবং নয়া-উপনিবেশিকতার প্রসঙ্গে মাওরি উচ্চ কারাবরণের ধকল দৃশ্যমান করে তোলে। যে ছবিটি সম্ভাব্য অভিবাসীদেরকে প্রলুব্ধ করে, তা রাজনৈতিক মিথ্যারোপ, নীতিমালা ও প্রচলিত পদ্ধতিগুলির বহির্ভূত, প্রান্তিককরণ এবং অপরাধবোধ দ্বারা প্রায়ই চিহ্নিত হয়।

স্পষ্টত এই অবস্থাটি রাষ্ট্রীয় যত্ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা পরিচালিত পদ্ধতিগত শিশু নির্যাতন অপব্যবহারের বিরুদ্ধে এনযি-দের প্রতিক্রিয়ার তুলনায় আর কোথাও নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, হাজার হাজার নিউজিল্যান্ডীয়রা সাহসীভাবে এরকম নির্যাতনের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছে। আমার বই, *দ্য রোড টু দ্য হেল*-এ ১০৫ জন শিশুর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় যত্ন এবং কল্যাণ নিবাসের অধীনে তারা কিভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মধ্যে ১০০,০০০-এরও বেশি সংখ্যক শিশু এইসব প্রতিষ্ঠানের সেবাগ্রহণ করেছে।

এই বিষয়ে যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন সেগুলি ভীষণ হতাশাব্যঞ্জক ছিল। সামাজিক কল্যাণ কর্মীরা প্রায়শই ভাইবোনকে বিচ্ছিন্ন করে, মাঝে মাঝে তাদের শত শত মাইল দূরে রাখে। তাদের শিশুদের অন্ধকারে, এক সময় এক বা একাধিক মাস ধরে নিরাপদে হলেও বিচ্ছিন্ন ঘরে রাখা হয়েছে, এবং কখনও কখনও বাচ্চা বা দুর্বল হওয়াতে তরুণদের জন্য বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়েছে। শিশুদের, যারা প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিল, তাদেরকে নাকি শান্ত থাকতে বলা হত। আবাসিক সুবিধা সীমিত এবং কখনও কখনও কোন শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল হলে "কিংপিন" শিশুদের বলা হত যেন তাদের সহকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করে, সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের নিশ্চিত সম্মতি ছিল। সামাজিক কর্মীরা তাদের অভিযোগের কথা বলেছিল যে, কেউ তাদের পছন্দ করেনি কারণ তারা ছোট ছেলেমেয়েদের হিংসাত্মক ও অপমানজনক শাস্তি প্রদান করেছিল। বাচ্চাদের বন্দী হিসাবে আনার পর, তারা রাষ্ট্রীয় যত্ন প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রতিষ্ঠিত অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল নীতি ও নিয়মগুলি প্রত্যাখ্যান করে, এর পরিবর্তে ভয় দেখান এবং আঘাত করার কেন্দ্রগুলি চালু করে।

অনেক বছর পরে, নির্যাতনের শিকার তরুণ তরুণীরা তাদের ঘটনাগুলো প্রকাশ করতে শুরু করেছে, তাদের কীভাবে রাষ্ট্রীয় সংস্থা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ করেছে বা তাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, গুরুতর উদ্বেগ, কোন ধাতব বস্তু ব্যবহারে নির্যাতন, পারিবারিক সহিংসতা, কারাদণ্ড ইত্যাদি থেকে তাদের দীর্ঘকালীন বিষণ্নতা দেখা দেয়। নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা, তাদের প্রত্যাশাগুলি ব্যাপকভাবে গৃহীত হবে ভেবে সামনে এগিয়ে আসার সাহস করে ও প্রতিক্রিয়া জানায়।

যদিও অনেক দেশ অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড, অন্যদের মধ্যে জনসাধারণের স্বীকৃতি এবং ব্যক্তিগত সহায়তাসহ নির্যাতনের শিকারদের পরিচর্যা প্রদানের সমস্যাগুলির সাথে জড়িয়ে পড়েছে, এনযি সরকার, বরং সমস্ত সমৃদ্ধি গুড়িয়ে দিয়ে হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে। এনযি-র প্রতিক্রিয়াগুলি একটি কঠিন শিক্ষা দিয়েছে যে, কীভাবে রাষ্ট্রের বৈধতা বজায় রাখতে সত্য প্রকাশের মাধ্যমে যেকোন বিষয় নির্বিশেষে রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং আর্থিক অবস্থা রক্ষা হতে পারে।

নির্যাতনের প্রতিকার দাবিদারগণ সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের (এমএসডি) "ঐতিহাসিক দাবি ইউনিট"-এর মাধ্যমে সর্বাধিক আবেদন করেন। দুর্ভাগ্যজনক যার বিরুদ্ধে দাবি করা হয় সেটি সরকারি মন্ত্রণালয়ও হয়ে থাকে। অনেক নির্যাতনের শিকার তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী সংস্থা কখনই বিশ্বাস করবে না এবং তারা ইউনিট এবং তার "মাস্টার" মধ্যে কোন স্বাধীনতা দেখতে পান না। একজন নির্যাতনের শিকার,

>>

পিটার মন্তব্য, "এটা মনে হচ্ছে এমন যে, একটি নির্বোধ পায়ু পরীক্ষার জন্য নিজেকে হাজির করেছি [...] তারা কখনই একটি সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া দিবে না। "

প্রকৃতপক্ষে, অনেক নির্যাতনের শিকার মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিচ্ছেদের সংস্কৃতির সম্মুখীন হয়েছে, যা অনেক বছর উল্লেখযোগ্য নির্যাতনের দাবি তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রায়ই কোন অনুমানের উপর কাজ করে দেখা যায় যে, কোন নির্যাতনের ঘটনা আনুষ্ঠানিকভাবে রেকর্ড করা হয়নি। ভুক্তভোগীদেরকে বলা হয়েছে যে, তাদের দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য তাদের ফাইলে কিছুই নেই, তাদের দাবি অমূলক।

মন্ত্রণালয় চলমান সমস্যাগুলির জন্য ভুক্তভোগীদেরকে দায়ী করেছে, এবং দাবি করছেন যে, দাবিদারদের হানাহানিগুলি সেবাদানকারী কেন্দ্র থেকে নয়। তবে জীবনের অন্যান্য অভিজ্ঞতা থেকে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সু মামলা দায়ের করেছিল, কিন্তু তার কোনও বৈধ দাবি ছিল না বলে মন্ত্রণালয় মনে করে। এর কারণ হল সে মস্তিষ্কে সমস্যার কথা বলেছিল, যা জীবনের প্রথম দিকে শুরু হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ সু-এর মদ্যপান এবং সহিংসতার অভিজ্ঞতা, যৌন নির্যাতন, নির্জন বন্দী থাকা এবং স্কুলে পড়াশোনার মধ্যে যে ঘাটতি এই বিষয়গুলো তাদের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে থাকার সময়ে ছিল বলে অস্বীকার করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মন্ত্রণালয় একটি "ফাস্ট ট্র্যাক" প্রক্রিয়া, যা এখনও পর্যন্ত ৭০০ দাবি নিষ্পত্তি করেছে। ভুক্তভোগীরা প্রায়ই তাদের কৃতিত্বের স্বীকৃতির একটি ছোট চিঠি পাওয়াতে কৃতজ্ঞ হয়, কারণ সাধারণত প্রথমবারের মত তারা কোন অফিসিয়াল দুঃখপ্রকাশ শোনেন। কিছু ভুক্তভোগীরা ক্ষতিপূরণ পান। এক্ষেত্রে এনজি-দের গড় পেমেন্ট ২০০০০ ডলার, যা অন্যান্য বিচার ব্যবস্থার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। যাই হোক, এরকম কিয়দংশ লাভের পর, শিকারদের আরো বৈধ অধিকার দাবির ক্ষেত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। এটি একটি নতুন সমস্যাকে সামনে আনছে। যারা এখন পর্যন্ত কোনও ক্ষতিপূরণ পেয়েছে, তারা এখন হুমকির মুখোমুখি হচ্ছেন যে, মন্ত্রণালয় তাদের জন্য কল্যাণ তহবিলের নামে অনেক সম্পদ তাদের কাছে ধরে রাখবে।

তবে প্রতিকারের জন্য দুটি আরও বিকল্প পথ রয়েছে। প্রথমত, এরকম শিকারদের আইনের আওতায় আনা যেতে পারে। যদিও রাষ্ট্র প্রায়ই দাবিগুলি হ্রাস করার জন্য আইনি নীতির উপর নির্ভরশীল হয়। একটি বিধির সীমাবদ্ধতার সূত্রে, শিকারদের দাবি পুরোপুরি সেকেলে বলা হয়। উপরন্তু, রাষ্ট্র সংস্থাগুলি আইনি সহায়তা প্রত্যাহার করতে পারে। বিশেষত যখন তারা বিশ্বাস করে যে, দাবি আর সফল হবে না।

দ্বিতীয়ত, ২০০৮ থেকে ২০১৫ সালের মাঝামাঝিতে শিকার হয়েছেন যারা, তারা কনফিডেন্সিয়াল লিস্নিং অ্যান্ড অ্যাসিটেন্স সার্ভিসে তাদের অভিজ্ঞতা জানাতে পারতেন। এরপর সীমিত সহায়তা পান। দশজন পরামর্শনির্ভর সেশনের মাধ্যমে রেকর্ড বা আত্মীয়দের খুঁজে পাওয়াতে সহায়তাসহ আরও অনেক কিছু করা হয়। এভাবে যাইহোক, সার্ভিসের শিরোনাম স্পষ্ট করে তোলে যে, এই প্রক্রিয়া গোপনীয় ছিল, পাবলিক প্রকাশের মাধ্যমে অপব্যবহারের সুযোগ নেই। সু-এর হিসাবে এটি করা হয়েছে, "আমাদের এখানে ওয়েস্টমিনস্টার সিস্টেম নেই, আমাদের এক্সমিনস্টার সিস্টেম আছে", যা সর্বাপেক্ষা গুরুতর রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও হানাহানির এড়ানোতে জনগণের নীরবতা বজায় রাখার জন্য কাজ করেছে।

রাষ্ট্রে উপেক্ষা, প্রান্তিককরণ এবং গুরুতর সহিংসতার ইতিহাস লুকিয়ে থাকা মানে হল যে, আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য ভাল কোন ব্যবস্থা রাখি না। আর লজ্জন একটা চলমান বাস্তবতা। শিশুদের বিরুদ্ধে এনজেড-এর রাষ্ট্রীয় অ্যাকশনগুলি চলমান শুনানি লজ্জাজনক। স্কুলে নিরাপদে ঘর থেকে দীর্ঘ জেলহাজতে আটক থাকা, শিশু, যুব ও পারিবারিক বাসস্থানগুলিতে অযৌক্তিক শাস্তি, বা বাড়ির বাইরে বাড়ির প্রয়োজনীয় যত্নের স্থানগুলি। অতীতের নীরবতার মধ্যে, এই প্রক্রিয়াটি ক্ষতিকর চর্চাগুলির সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহনশীলতা বজায় রাখে।

অন্যান্য দেশ আরও উপযুক্ত পন্থাগুলির উদাহরণ উপস্থাপন করে। খোলাখুলিভাবে কঠিন গল্প বলছে, রাষ্ট্রের ভূমিকাকে তুলে ধরছে, নির্যাতন ও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির মধ্যে সংযোগগুলো তৈরি, সমর্থন দান, স্বাধীনভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সার্বজনীনভাবে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। একটি নৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয় ভিত্তি হিসেবে একটি অভিযুক্ত রাষ্ট্রের সহিংসতার জঘন্য দিকগুলির উন্মুক্ত দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা সহায়তা করতে পারে অসংখ্য বিধ্বস্ত শিকারদের, যারা লজ্জাবোধ, ভয়, হতাশা ও ক্ষতির সাথে বসবাস করে। অফিসিয়াল স্বীকৃতি, সম্ভবত "স্বীকৃতি, সংস্কার ও প্রতিরোধ কমিশন" এরকমভাবে শিকারদের অতীতের সাথে শর্তে নিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে এবং এটি একটি জাতীয় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। ■

১"Axminster" হলো শব্দের খেলা যেমন "Ax" অর্থ হলো "ছেড়ে আসা।"

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
এলিজাবেথ স্ট্যানলি <elizabeth.stanley@vuw.ac.nz>

> সক্রিয়তাবাদ ও একাডেমিয়া

ডীলান টেইলর, ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড

ম্যালকম এক্স-এর একটি উদ্ধৃতি বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের উজ্জীবিত করে, আওতেরোয়ার অর্থনীতি ও সামাজিক গবেষণা।

নিউজিল্যাণ্ডের আওতেরোয়াতে সংসদীয় গণতন্ত্র মন্থর এক জায়গায় এসে পৌছেছে। দেশটির পঞ্চম জাতীয় সরকার তার আগের সরকারের ১৯৮৪ সালে শুরু করা নয়া-উদারতাবাদের প্রজেক্ট চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যার মধ্যে আছে কর-ছাড়ের উদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ এবং নিয়োগসংক্রান্ত আইনগুলোতে নিয়োগদাতার প্রাধান্য আনা ইত্যাদি। এর ফলে কি হচ্ছে বুঝা খুব সহজ। গভীর অসাম্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘর-হারা লোক বাড়ছে, কমছে চাকরির নিরাপত্তা।

২০১৭ সালের নির্বাচন-পরবর্তীতে লেবার পার্টি ও গ্রিন পার্টি একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় এসেছিল। তারা স্বাধীন বাজেট নিরীক্ষকদের কথা দিয়েছিল তারা জিতলে হতদরিদ্রেরদের সাহায্যের ব্যবস্থা রেখে অন্যান্য নীতি অপরিবর্তনীয় রাখবে। অন্যান্য উন্নত গনতান্ত্রিক দেশের মত, এখানেও ভোট দিতে আগ্রহী জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমছে এবং রাজনীতিবিদদের আড়-চোখে দেখার যে প্রবনতা সেটা এই লেবার পার্টী-গ্রিন পার্টির কোয়লিশনের পরে কমবে ঠিক বলে মনে হয় না।

যাই হোক, সংসদীয় রাজনীতির বাইরে এই নয়া-উদারতাবাদকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যে নানা উদ্ভাবনী উদ্যোগ দেখা যায়। সমাজবিজ্ঞানের আরো নানা শাখার লোকজনদের নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা নয়া-উদারতাবাদের মত ব্যাপারকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা, এর বিপরীতে আশা টিকিয়ে রাখার সংস্কৃতিকে আবার সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এমনকি এই কতৃত্বের বিপরীতে প্রতিষ্ঠান দাড় করানোর মত কাজে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

এর ধারাবাহিকতায় রেডিক্যাল বাম-ঘরানার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান Economic and Social Research Aotearoa (ESRA) প্রতিষ্ঠা এবং তাদের প্রকাশনা *Counterfutures: Left thought and practice Aotearoa* চালু হয়। এর উদ্দেশ্য মূলত একই সাথে শিক্ষাবিদ এবং মাঠের সক্রিয়কর্মীদের একত্রিত করা এবং বাৎসরিক "সামাজিক আন্দোলন, প্রতিবাদ এবং সামাজিক পরিবর্তন" নামে সম্মেলনের আয়োজন করা। এসকল উদ্যোগ মূলত এই উদারতাবাদের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার বিরুদ্ধে এক ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা।

ESRA এর শুরু মূলত ২০১৬ সালে, অটেরোয়াতে বামঘরানার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারীতা নিয়ে করা সু ব্রাডফোর্ডের ডক্টোরাল থিসিস থেকে এটি অনুপ্রাণিত। ব্রাডফোর্ড মূলত দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্যে কাজ করেছেন এবং তিনি গ্রিন পার্টির সাবেক সংসদ সদস্য ও বটে। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে অ্যাক্টিভিস্ট এবং শিক্ষাবিদরা মিলে "একটি প্রতিবাদ, একাত্মতা এবং ভরসার সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে এবং শোষিত, অত্যাচারিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিতে হবে" (https://esra.nz/about/)। প্রাথমিক উদ্যোগ হিসাবে তারা দেশের আবাসন সংকট, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলো নিয়ে পুনর্ভাবনা এবং রাজনৈতিক সংগঠন এর পুনর্গঠনকে আলোচনায় আনছে।

ESRA এর *kaupapa* (এটি মূলত মাউরি শব্দ, মানে পোগ্রাম বা উদ্দেশ্য) মূলত মাউরি (Maori) জনগোষ্ঠীর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি (যেটা নিউজিল্যান্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নথিপত্রে পাওয়া যায়, তবু এই বিষয়ে কোন সরকার আজ পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি) বিষয়ে বদ্ধপরিকর। এই উদ্যোগের কৌশল তাই "পুঁজিবাদ এবং উপনিবেশবাদকে বাস্তবে ছাড়িয়ে যাওয়ার একটি চেষ্টা"। যা মূলত সমাজবিজ্ঞানে লক্ষ্যনীয় দৃষ্টিভঙ্গি- আসল এবং গভীর জ্ঞান "আসে নিচু তলা থেকে" দ্বারা পরিচালিত। সামাজিক নানা সংগঠনের বিভিন্ন রুপ-ধর্ম এবং তার বিকল্প বুঝতে এই জ্ঞান খুব

>>

জরুরিও বটে।

একই বোধ কাজ করে এই প্রকাশনা *কাউন্টারফিউচারস* এর ক্ষেত্রেও। এই জার্নালের লক্ষ্য মূলত "সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতি এবং পরিবেশকে বুঝতে, চিন্তা করতে এবং এর প্রভাব-সংক্রান্ত আলাপগুলোতে হাত দেওয়া এবং সেগুলো সামনে আনা" (https://counterfutures.nz)। এটি মূলত শিক্ষাবিদ-গবেষকদের সাথে নানা কমিউনিটির দল এবং সংগঠনকে একই মঞ্চে আনার একটি চেষ্টা। পিয়ার-রিভিউ সম্বলিত আর্টিকেল ছাড়াও এই জার্নাল নানা প্রতিষ্ঠিত চিন্তায় "হস্তক্ষেপ", সমসাময়িক রাজনৈতিক-সামাজিক ইস্যু, অ্যাক্টিভিস্ট-শিক্ষাবিদদের আলাপচারিতাও থাকে। *কাউন্টারফিউচারস* এর যেকোন এই জার্নাল সকল বইয়ের দোকানে ও বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, ছয়মাস অন্তর অন্তর সব লেখা অনলাইনে পাওয়া যাবে, যাতে বিনা পয়সায় ও পড়তে পারা যায়। যাতে এই ম্যাগাজিনের সাথে সম্পৃক্ত বিরাট পাঠকগোষ্ঠী নিবিড় গবেষণা-রাজনৈতিক সংগঠনের সম্ভাবনা বিষয়ে ভিন্ন চিন্তার আনন্দ টের পায়।

কাউন্টারফিউচারস এর প্রথম তিন সংখ্যায় বিভিন্ন চিন্তার লেখকদের সম্মিলন ঘটানো হয়েছে। এলজিবিটিকিউআই+ গ্রুপ, সমাজবিজ্ঞান, মাওরি-অ্যাক্টিভিজম, মনোবিজ্ঞান, কারাপ্রথাবিরোধী, দর্শন, দারিদ্র-বিরোধী সংগঠন, ঐতিহাসিক, একাত্মতাবাদী, অপরাধবিজ্ঞান, পরিবেশবাদ এবং যোগাযোগবিদ্যা। এই লিস্টে অ্যাক্টিভিস্ট থেকে শিক্ষক নানা ডিসিপ্লিন থেকে সবাই ভূমিকা পালন করছেন।

একই কাজ হয় যখন বাৎসরিক সেমিনার হয়। যেটা শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালে, তুরস্কের শিক্ষাবিদ অজান নাদির আলাকাভুকলার কে দিয়ে, যার ধারাবাহিকতায় এখনো চলছে। এর তৃতীয় সেমিনারে প্রায় চারশো অতিথি ছিলেন এবং যা অটেরোয়া সংসদের বাইরের বামপন্থী ইতিহাসে অনন্য ঘটনা হিসাবে থাকবে। ১৯৭০ সালের পর এত বৈচিত্র্যময় একটি সম্মেলন কেবল এটিই। সেখানে উঠে এসেছিল, মাওরি-সার্বভৌমত্ব, অর্থনীতির ভিন্ন পাঠ ও পথ, পাসিফিকা অ্যাক্টিভিজম, কাজের ভবিষ্যৎ, জলবায়ু-ন্যায্যতা, স্বাস্থ্য-প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ন্যায্যতা, চলমান একাত্মতাবাদ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সেখানে শিক্ষা-গবেষণার সাথে যুক্ত লোক যেমন ছিল, তেমনি ছিল মাঠে অ্যাক্টিভিজমে সাথে যুক্ত নানা-জন (http://counterfutures.nz/2/editorial.pdf)।

SMRSC এ অংশগ্রহণকারী এবং আয়োজকমন্ডলী বৈচিত্র্যের কারণে সংগঠিত নানা সংকট কে পাশ না কাটিয়ে এর মুখোমুখী হয়েছেন। ২০১৫ সালের সম্মেলনে জ্ঞানের উৎপাদন এবং প্রচারের ক্ষেত্রে গবেষক-শিক্ষাবিদের সাথে অ্যাক্টিভিস্টদের মতভেদের সংকটকে প্রকাশ করেছেন। যেটি ছিল ২০১৬ সালের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য: "অ্যাক্টিভিস্ট-গবেষক বিভাজন"। ২০১৬ সালে আলোচনার মুখ্য ছিল, মাওরি-পাকেহা বিরোধ ও সংকট। আবার ১০১৭ সালে তার মূল আলাপ ছিল, *কাহোহোয়াল তনু মাতোউ*- "পুঁজিবাদ ছাড়িয়ে, উপনিবেশবাদ ছাড়িয়ে" (https://esra.nz/socialmovements2017/)।

সংসদীয় গণতন্ত্রের ছায়াতলে বেড়ে উঠা তীব্র অসাম্যতা এবং অংশগ্রহনহীনতা থাকার পরেও, আশার বানী পাওয়ার কারণ আছে। প্রথমত, নানা মতের নানা লোক সংসদের বাইরে বামপন্থার দিকে ঝুকছে এমন আচ পাওয়া যাচ্ছে। অনেক উন্নত দেশের মত, এখানেও বামদের বস্তুবাদী-বাম বা পরিচয়ের রাজনীতির কারনে খন্ড খন্ড হয়ে যাওয়ার নজির আছে। এসবের পরেও, এই উদ্যোগ ইশারা দিচ্ছে যে তারা আসলে আলাদা হয়ে যায়নি। এবং বস্তুবাদ আর সংস্কৃতি দ্বান্দিক সম্পর্কযুক্ত এই স্বীকৃতির পাটাতনেই দাঁড়িয়ে আছে সামাজিক পরিবর্তন।

দ্বিতীয়ত, এই উদ্যোগগুলো এক ধরনের শক্ত দায়বদ্ধতার প্রকাশ যেখানে সামাজিক আন্দোলন এবং অ্যাক্টিভিজম থেকে উৎসারিত জ্ঞান বৈধ এবং নতুন পাথেয়। একাদেমির ক্ষেত্রে এক ধরনের দায়বদ্ধতা দরকার যাতে এই অর্জিত জ্ঞান যেন গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। আদিবাসী পণ্ডিত যেমন লিন্ডা তুহিয়াই স্মিথ এক্ষেত্রে প্রভাবশালী তার সাথে আছে জন-সমাজবিজ্ঞান এবং অ্যাক্টিভিস্টদের বৃত্তি। এটি যেমন সামাজিক সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত জ্ঞান আমলে নেয়, তেমনি একাদেমি থেকে প্রদত্ত নতুন জ্ঞানের উৎসকেও ধর্তব্যে আনে।

শেষমেষ, নানা লোক এবং জ্ঞানের বিরাট পরিধির সহায়তায় তারা কতৃত্বশীলতার বিপরীতে প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাবার প্রয়াস রাখেন। যেটা সবাইকে জানতে সাহস দেয় যে, কেন আমাদের সমাজকে বিকল্প পন্থার কথা ভাবতে হবে। এটি সমাজে সাম্য, নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগঠন এবং পরিবেশের বিউপনিবেশায়নের ব্যাপারে কথা বলে। প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে কিছুটা অগোছালো থাকলেও ২০০৮ এর বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের ধারাবাহিকতায় কোন বিকল্প সরকারের হাতে না থাকায়, আমাদের উপর এই "অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা" চেপে থাকবে। তাই এই মহৎ উদ্যোগে অ্যাক্টিভিস্ট এবং শিক্ষাবিদদের সমন্বিত প্রচেষ্টা আমাদের বিকল্প ভবিষ্যৎ দেখানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ডীলান টেইলর <Dylan.Taylor@vuw.ac.nz>

> আদিম অপরাধবিজ্ঞানের নিমিত্তে

রবার্ট ওয়েব, অকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আওটেয়ারওয়া নিউজিল্যান্ড

একজন পূর্বসূরির তার স্বজনদের বর্তমান মলিন অবস্থার দিকে তাকিয়ে থাকা পুরনো চিত্র, যা মাওরি লোকদের অতীত গৌরবকে তুলে ধরে। আরবুর সম্পাদিত ফ্রিপি-কের একটি ছবি।

নিউজিল্যান্ডের আওতেরোয়ায় মাওরিদের কোণঠাসা করে রাখার ঘটনায় প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে, তাদের উপর মাত্রাতিরিক্ত নিপীড়ন ও দুর্বৃত্তায়ন চলে। আদিবাসী মাওরীদের মত অন্য আদিবাসীরাও এই পরিস্থিতির শিকার, যারা ব্যাপকভাবে অ্যাংলো-অভিবাসী দেশগুলোতে স্থানান্তরিত হয়েছেন। সংখ্যালঘু মাওরী আদিবাসীরা মূল জনপদের মাত্র ১৫ শতাংশ হলেও অন্য নাগরিকদের তুলনায় তারা বহুলাংশে গ্রেফতার ও দণ্ডপ্রাপ্ত হয় এবং নির্যাতনমূলক শাস্তি পেয়ে থাকে। বিচার প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবনশক্তিসম্পন্ন ও প্রভাব বিস্তারকারী বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য নিউজিল্যান্ডের আন্তর্জাতিক খ্যাতি থাকলেও মাওরিদের কারাবাসের হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এই অবস্থাটি মাওরিদের জন্য ক্ষতিকর। তাদের মধ্যে এই দেশের শতকরা ৫০ ভাগ পুরুষ ও শতকরা ৬০ ভাগ নারী কারাবাসী। ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই পদ্ধতি অপরাধের হার কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। কারাবাসীদের সন্তান ও পরিবারের সদস্যরা সামাজিক বর্জনের মত গভীর সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের সংবাদ প্রতিবেদনে এটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কারাবাসীর তালিকা আরও বৃদ্ধি পাবে।

মাওরিদের উপর ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্নভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন যে, মাওরিদের ওপর ফৌজদারি অপরাধের দায় একটি কল্পনাপ্রসূত ও স্বঘোষিত সামাজিক সমস্যা। তাদের মতে, মাওরি আদিবাসীদের মধ্যেই প্রথাগতভাবে এই রকমের প্রবণতা লক্ষ্ করা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে, যেকোন ভাবনা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে তা প্রকাশের ঝুঁকি এবং গঠনগতভাবে অপরাধকেন্দ্রিক জটিলতা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য অনেক সময় মাওরিদের মূল জনপদ হিসেবে গণ্য করা হয়। অধিকাংশ নীতির প্রতিক্রিয়াগুলো ব্রিটিশ এবং উত্তর আমেরিকার তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে এবং বাস্তব ভিত্তিতে বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে। তারপরও তারা মনে করেন যে, মাওরিদের উপর আরোপিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশেই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার তুলনায় ভিন্ন এবং এই বিষয়টি উপেক্ষা করা হচ্ছে। সেটি এইরকম যে, মাওরি ও তাদের সমাজ, ইতিহাস ও রাজনীতির অন্তর্নিহিতে তত্ত্বগুলো উদ্ভব হয়েছে।

>>

কয়েক দশক ধরে মাওরিরা নিউজিল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় নীতিমালাগুলো ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত বর্ণবাদের শিকার হচ্ছে। মোয়ানা জ্যাকসন (১৯৮৮) তার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন *দ্য মাওরি অ্যান্ড দ্য ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম - He Whaippānga Hou*- এ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে মাওরিদের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। এতে দেখানো হয়েছে যে, উপনিবেশবাদ ও আরোপিত বিচার ব্যবস্থার প্রক্রিয়াগুলো সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে মাওরিদের জীবনে প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া, এখানে নিউজিল্যান্ডের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার বিদ্যমান জটিলতা যেমন- সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও পদ্ধতিগত চর্চা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

অবশ্যই সেখানে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিচারকার্য চর্চা সংশোধন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যেন সাংস্কৃতিক বিভিন্ন মান প্রতিফলিত করে অপরাধ ন্যায়বিচার বিষয়ে মাওরীদের উদ্বেগকে সম্বোধন করা যায়। ১৯৮৯ সাল থেকে শুরু করে কিশোর বিচার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার জন্য দুটি ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে - পারিবারিক গ্রুপ কনফারেন্সিং এবং চিলড্রেন, ইয়াং পারসন্স অ্যান্ড থেইর ফামিলিস অ্যাক্ট ১৯৮৯ (CY-PFA) । কিশোর দোষীদের আনুষ্ঠানিক আদালত ব্যবস্থা থেকে সরিয়ে নেয়া এই পদক্ষেপের এর মূল লক্ষ ছিল। ন্যায় বিচারের জন্য এই কনফারেন্সিং স্টাইল মাওরি দর্শন থেকে নেয়া হয়েছে বলে কথিত আছে, যেটি সামাজিক সম্পর্কের মাঝে সমষ্টির দায়িত্ব পালন নিহিত থাকে বলে মনে করে। যাই হোক, কনফারেন্সিংয়ের বিকল্প পদ্ধতি চালু থাকলেও, ক্রমবর্ধমান অনুপাতে ১০ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশু ও কিশোর যারা কিশোর আদালতে দণ্ডাদেশ পেয়েছে, বর্তমানে এর সংখ্যা কিশোর আদালত দন্ডাদেশের ৬২% এ পৌঁছে গেছে।

কোন কোন গবেষক উল্লেখ করেন যে, কনফারেন্সিংয়ের মডেলগুলো কখনই অন্তর্নিহিত দর্শন অথবা রাষ্ট্রীয় বিচার কাঠামোতে মৌলিকভাবে পরিবর্তন আনতে পারে না, বরং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সমাজ নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য কাঠামোর ভেতর দিয়ে পরিচালিত হতে থাকে। জুয়্যান তোউরি উল্লেখ করেন যে, পারিবারিক গ্রুপ কনফারেন্সিং ব্যাপকভাবে একটি অ-মাওরি চর্চা, যার মধ্যে সামান্য কিছু মাওরি সংস্কৃতি চর্চা করে থাকে । তার যুক্তি হলো সিওয়াইপিএফএ (CYPFA) নিজেই জ্যাকসন্সের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বিচার প্রক্রিয়ার সমালোচনায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। মাওরি সংগঠনের দ্বারা দাখিল হওয়ার কারণে মাওরি উপাদান আংশিকভাবে এই বিচার প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পারিবারিক গ্রুপ কনফারেন্সিং অনেকাংশে অপ্রথাগত চর্চা। মাওরিদের কিছু প্রথা অনেকাংশেই প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে চর্চা হচ্ছে।

সমাজবিজ্ঞান তথা একাদেমিতে মাওরি সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ও সমালোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, মাওরিদের সামাজিক অবস্থা যাচাইয়ের জন্য আমাদের বিভিন্ন পন্থা যাচাইকরণের প্রয়োজন হয়। আদিবাসী গোষ্ঠীর উন্নয়ন আমাদের মধ্যে অনেকেই সমর্থন করি। লিন্ডা স্মিথয়ের *ডিকোলোনাইজিং মেথডোলোজি* মাওরি এবং অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিদের আদিবাসী অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে পরিচয় করানোর ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করে। একইভাবে আমাদের মাঝে অনেকেই একটি জটিল আদিবাসী অপরাধ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যা মাওরি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও খারাপ করার ধারণা এবং সামাজিক ক্ষতিগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রশাসনিক অপরাধ সংশোধনের জন্য কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ ছাড়াও কারারোধের মত দন্ডাদেশ করা প্রয়োজন। যেমন মাওরিদের সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে খেয়াল রাখতে ও শাস্তিমূলক প্রতিক্রিয়া জানাতে ব্যর্থ হয়ে গেলে, কারাগারের তাত্ত্বিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে দন্ডনীয় প্রতিক্রিয়া প্রসারিত করতে হবে। একইভাবে, স্থানীয় তাত্ত্বিকদের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে সংযুক্ত হয়ে গবেষণায় মুক্ত অংশীদারিত্বের ক্ষেত্র গড়ে তুলতে হবে। আদিবাসী অপরাধশাস্ত্র নির্মাণের একটি উদ্যোগ নিতে হবে, যেখানে অপরাধ ঘটনের নেপথ্যের কারণ হিসেবে বিভিন্ন আন্তঃসম্পর্কিত উপাদান যেমন- সামাজিক ক্ষতি, সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত করে, কারাবাসী জনগোষ্ঠীর অধিক প্রতিনিধিত্ব হওয়ার কারণে ঐ জনগোষ্ঠীর সামাজিক প্রান্তিকীকরণ রোধে রাষ্ট্র ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা যাচাই করে এবং এমন কতগুলো অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে, যা বিচার ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত। এটি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলির বাইরে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট প্রসাশনিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা, যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতা খোঁজে।

নতুন উপায়ে ঔপনিবেশিকতা, প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদ এবং পদ্ধতিগত সহিংসতায় আদিবাসী জনগণকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য আরও বেশি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন । যেমন- ট্রেসি ম্যাকিন্টোশ এবং খাইলে কুস্তার মত মাওরি পণ্ডিতদের গবেষণায় প্রদর্শিত হয়েছে, কারাগারে মাওরি নারীদের অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আন্তপ্রজন্ম কারাবাস এবং সহিংসতার শিকার হয়েছে, এমন সমস্যাগুলো দেখা যায়।

একটি আদিবাসী অপরাধশাস্ত্র মাওরিদের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত এবং সামাজিকভাবে ক্ষতিকারক অপরাধ সম্পর্কিত সমাজের কাঠামোগত অবস্থার বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সম্ভাব্যভাবে, এটি পুনর্বিবেচনা বা ওয়েটেইঙ্গি অধিকার চুক্তি অস্বীকার বা রাষ্ট্র বা অন্যান্য শক্তিশালী গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যা মাওরি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিকর। মাওরিদের ক্ষমতায়নের লক্ষে এবং তাদের সম্প্রদায়ের ন্যায়বিচারের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য, তাদের সাংস্কৃতিক কাঠামো অনুসরণ করে বিউপনিবেশায়নের দিকে পরিচালিত হতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
রবার্ট ওয়েব <robert.webb@auckland.ac.nz>

> অবসর অধ্যয়ন

ছিল তার ভালবাসার জায়গা

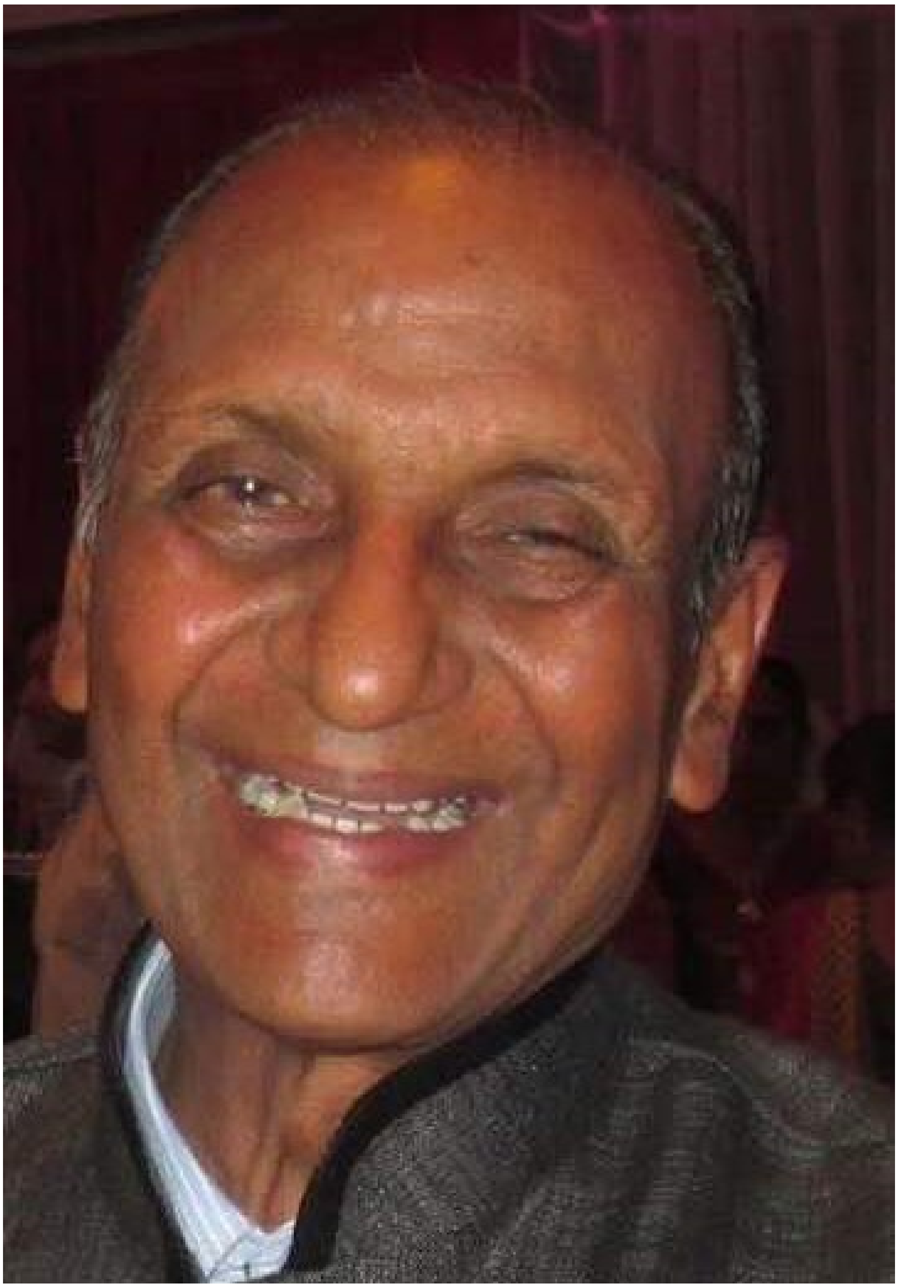

ঈশ্বর মোদি।

২৩ মে, মঙ্গলবার খুব ভোরে ভারতের আহমেদাবাদে আমি প্রফেসর বি কে নাগ্লার কাছ থেকে অধ্যাপক ঈশ্বর মোদির ৭৬ বছর বয়সে গত হওয়ার দুঃখজনক খবরটি শুনলাম। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা তাদের দেহত্যাগের পরেও কখনোই মৃত্যুবরণ করেন না, কারণ তাদের চিন্তাগুলো, তাদের স্মৃতিগুলো এবং তাদের দরদী কাজগুলো চিরজীবন বাঁচিয়ে রাখে। অধ্যাপক ঈশ্বর মোদি সেরকমই একজন ব্যক্তিত্ব। বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের জন্য সাধারণভাবে এবং ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের জন্য বিশেষ করে ২০১৭ সালটি দুটো দুঃখজনক মৃত্যুর জন্য স্মরণে থাকবে। আমরা প্রথমে হারিয়েছি ডি এন ধনগ্রেকে আর এখন হারিয়েছি ঈশ্বর মোদিকে।

অধ্যাপক মোদি ১৯৭৪ সালে ভারতের জয়পুরের রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। আমি তার যোগদানের দুই বছর পর সেখানে যোগ দিই। শুরু থেকেই ঈশ্বর মোদি সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ছাত্র ও শিক্ষকদের অন্যতম প্রিয়ভাজন ছিলেন। তিনি অবসর বিষয়ক বিদ্যায় তার পিএইচডি সম্পন্ন করেন অধ্যাপক যোগেন্দ্র সিংহের মতন বিশিষ্ট পন্ডিতের তত্ত্বাবধানে। একাডেমিক ক্যারিয়ারে তিনি বহুবিধ কৃতিত্বের দাবিদার। তিনি ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান সংঘের সভাপতি হিসেবে এবং রাজস্থান সমাজবিজ্ঞানীয় সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের সাথে তার পথচলা ১৯৮৬ সালে শুরু হয়, যখন আইএসএ-এর বৈশ্বিক মহাসভা দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি এই বৈশ্বিক সভাসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানে বহু সংখ্যক সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং সমাজবিজ্ঞানের তরুণ শিক্ষকদেরকে আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতিতে যোগদানে উৎসাহিত করেছেন।

অধ্যাপক মোদি সমাজবিজ্ঞানের বৈশ্বিক জ্ঞানকে হিন্দিভাষী শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তিনি আইএসএ-এর বহুভাষী সাময়িকপত্রিকা *গ্লোবাল ডায়লগ*-কে হিন্দিতে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছেন। তার কাছে গ্লোবাল ডায়লগকে হিন্দিতে প্রকাশ শুধু একটি মিশন

>>

ছিল না, একই সাথে ছিল একাডেমিক চ্যালেঞ্জ। আমার অধ্যাপক মোদির সাথে এই উদ্যোগে শামিল হবার সুযোগ হয়েছিল এবং এর ফলে তার আত্মোৎসর্গ দেখার সুযোগ হয়েছে। তিনি সবসময় সমতা ও গণতন্ত্রের বোধের সঙ্গে তার দলের সদস্যদেরকে নিয়ে কাজ করতেন। আমি একজন সুশৃঙ্খল ব্যক্তি না হবার কারণে, *গ্লোবাল ডায়লগ*-কে হিন্দিতে প্রকাশ করতে বহুবার সামান্য বিলম্ব হয়েছে। তবুও তিনি আমার অনুবাদকর্মকে সবসময় সাধুবাদ জানিয়েছেন। তিনি সম্পাদকীয় বোর্ডে থাকা ডক্টর রেশমী জৈন, ডক্টর জয়তী সিদানা, ডক্টর প্রভা শর্মা, ডক্টর নিধি বানসাল ও জনাব উদয় সিং-এর অঙ্গীকারকেও সাধুবাদ জানিয়েছেন। একইভাবে, তিনি হিন্দিতে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান সংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি গবেষণা সাময়িকী প্রকাশের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পদক্ষেপ নিয়েছেন এখন মানসম্মত সাময়িকীটি নিয়মিতই প্রকাশিত হচ্ছে। অধ্যাপক মোদির এসকল পদক্ষেপ হিন্দিভাষী সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের প্রভূত একাডেমিক সুবিধাদি দিয়েছে। আমি আশা করছি, অধ্যাপক মোদির এরকম দুঃখজনক চলে যাওয়া স্বত্ত্বেও, গ্লোবাল ডায়লগের হিন্দি সংস্করণ সমরূপ একাডেমির প্রতিশ্রুতি বহন করে প্রকাশিত হতে থাকবে এবং এই শো অবশ্যই চলতে থাকবে।

আর বহুমুখী আগ্রহের কারণে, অধ্যাপক মোদি শিশুকল্যাণ, যুব কর্মোদ্দীপনা, লিঙ্গ সমতা, শ্রমজীবী শ্রেণির বিষয় এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদেরসহ বহুক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। ভারতের ভেতরে ও বাইরে ব্যাপক আকারে ভ্রমণের কারণে স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, জলবায়ু, জনসংখ্যা, সামাজিক আন্দোলন, ভোটের প্রবণতা ও মানবাধিকার বিষয়ে তিনি সমাজবিজ্ঞানীয় দৃষ্টিকোণে বক্তব্য রেখেছেন। এছাড়াও অধ্যাপক মোদি অবসর, পর্যটন ও গণমাধ্যম বিষয়ের সমাজতত্ত্বের যে ক্ষেত্রগুলোতে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন, সেক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি বই ও গবেষণা প্রবন্ধের একজন অতিপ্রজ লেখক ছিলেন। শিক্ষকদের আন্দোলনে এবং অন্যান্য সামাজিক ইস্যুগুলোতে তাঁর অংশগ্রহণ তাঁকে জনগণের বুদ্ধিজীবী এবং একজন ক্রিটিক্যাল সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অধ্যাপক মোদি তার দরদী ভাবনার কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি ও তার পরিবার প্রত্যেক অতিথিকে গভীর ভালবাসা, যত্ন ও শ্রদ্ধার সাথে আপ্যায়িত করেছেন। তারা অবশ্যই বিরল মানুষ বলতে হবে। সবাইকে পরিবারের সদস্য হিসেবে মূল্যায়ন করাটা, তার জন্য, অবসরের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মূলনীতি ছিল।

অধ্যাপক মোদির চলে যাওয়া তার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের কাছে একটি বড় শূন্যতা তৈরি করে। সমাজবিজ্ঞানের জগৎ তার দৈহিক উপস্থিতির অভাব অনুভব করবে। তবে তাঁর অনুপ্রেরণা সবসময় আমাদের সাথে থাকবে। অধ্যাপক মোদি, আপনাকে বিদায়, সমাজবিজ্ঞান কমিউনিটি আপনার প্রভূত অভাব অনুভব করবে। আর আপনি সবসময় আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় বিরাজমান থাকবেন। ■

রাজীব গুপ্ত, ভারতীয় সামাজিক বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি।

> অনুপ্রেরণা ও উৎসাহদানের একটি উৎস

ঈশ্বর মোদি, পেছনে তার নাড়ির শহর জয়পুর।

অধ্যাপক ঈশ্বর মোদির এক দীর্ঘ সময় ক্যান্সারে ভোগান্তির পর মে, ২০১৭-তে অন্তর্ধান ঘটেছে। তিনি ভারতের সমাজবিজ্ঞানী ও অবসরের সমাজবিজ্ঞানীদের এক নতুন প্রজন্মকে সহায়তা ও পথ প্রদর্শন করে গেছেন। তার মৃত্যু ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের জন্য, অবসরের সমাজবিজ্ঞানের জন্য এবং সর্বজনীনভাবে একাডেমিয়ার জন্য একটি বড় ক্ষতি।

ঈশ্বর আইএসএ এর ১৩ নং রিসার্চ কমিটিতে (অবসরের সমাজবিজ্ঞান) যোগ দিয়েছিলেন যখন তিনি ইতোমধ্যেই অবসর ও পর্যটনের সমাজবিজ্ঞানের বিশ্বনন্দিত সমাজবিজ্ঞানী রূপে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। তাকে পরিস্থিতি বদলানোর মাধ্যমে আরসি১৩ এর সভাপতি হিসেবে দাঁড়ানোর জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল। তিনি কাজটি অত্যন্ত সুবুদ্ধি ও বলিষ্ঠতা দিয়ে করেছিলেন এবং আরসি ১৩ তে ও সর্বোপরি আইএসএ তে নতুন সদস্যদেরকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। সভাপতি হিসেবে তিনি যে কয়েকবার দায়িত্ব পালন করেছেন, সেসময় তিনি গুরুত্বহ গবেষণা প্রকল্প হাতে নেওয়া অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক মনোগ্রাফ ও সম্পাদিত সঙ্কলন লিখেছেন।

>>

প্রকৃতই, একটি চূড়ান্ত সম্পাদিত সঙ্কলন (*অবসর, স্বাস্থ্য ও ভাল থাকা নিয়ে*) এই বছরের এপ্রিলে আরসি১৩ এর আরো দুজন সহকর্মী সহলেখক সহযোগে প্রকাশিত হয়েছে। আরসি১৩ এর সভাপতি হিসেবে তিনি আইএসএ এর নির্বাহী কমিটিতে এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং সেখানে সহকর্মীদের সাথে ভাল কাজ করেছেন।

আইএসএ এবং আরসি১৩ ছাড়াও, ঈশ্বর আরো দুটো বিষয়ে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পেশাজীবীদের সংগঠন, যেটাকে এখন বলা হচ্ছে, ওয়ার্ল্ড লেসার অ্যান্ড রিক্রিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন তিনি এ সংগঠনের পরিচালক পর্ষদের একজন পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে এ সংগঠনটি এতই শ্রদ্ধা করত যে, তারা তাঁকে সম্মানসূচক আজীবন সদস্যপদ দিয়েছিল। দ্বিতীয় পরিবর্ধন হল ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান সমিতিতে তার সক্রিয় সম্পৃক্ততা, যার ফলশ্রুতিতে সংগঠনের তরফ থেকে তাঁকে ২০১৫ সালে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করার জন্য এবং সমাজবৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং শিক্ষকতায় তার বিশ্বমানের অবদানের জন্য।

যখন আরসি১৩ এর সদস্যদের নিকট তার অন্তর্ধানের খবরটি জানানো হয়, সদস্যরা পরস্পরের সাথে তাঁর স্মৃতি ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার যে বাক্য বিনিময় করছিলেন তাতে সর্বত্র একরকম হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের প্রত্যেকেরই ঈশ্বর মোদির সাথে প্রথম সাক্ষাৎ এবং সেই সাক্ষাৎটি কি করে তার সাথে পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকার ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের ভিত্তি হিসেবে কাজ করল, সেই বিষয়ে বলার মতন একটা গল্প আছে। আরসি১৩ এর একেবারে প্রবীণ সদস্য থেকে শুরু করে নবীনতম সদস্যদের অনেকেরই এ বিষয়ে একই রকম অনুভূতি কাজ করেছে। ঈশ্বর ছিলেন আমাদের প্রাক্তন সভাপতি, আমাদের মেন্টর ও শিক্ষক এবং এমন একজন, যিনি আমাদের প্রস্বস্তি বোধের ব্যাপারে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ঈশ্বরই একজন, যিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সবাইকে অন্তর্ভূক্ত করার একটা প্রয়াস করেছিলেন এবং আইএসএ এর ইভেন্টগুলিতে ও আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন সম্মেলনকালীন আমাদের সেশনগুলিতে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের একটা চল শুরু করেছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে আরসি১৩ এবং আইএসএ তে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতাম এবং সর্বদা তাঁর উপস্থিতি ও অনুপ্রেরণার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। আমি প্রথমে হাঙ্গেরির আরসি১৩ -এর অন্তর্বর্তীকালীন সম্মেলনে তার সাথে সাক্ষাৎ করি। যদিও আমাদের মধ্যে এর আগেও বহুবার ইমেইলে যোগাযোগ হয়েছে এবং আরসি১৩ এবং আইএসএ এর সাথে যুক্ত বাকী সবার মতই আমিও খুবই ব্যথিত যে তাকে আর কোনদিন আমরা দেখতে পাব না। কিন্তু একই সাথে ঈশ্বর মোদির সাথে পরিচিত হতে পেরে এবং তার পৃথিবীতে শরিক হতে পেরে আমরা অনেক আনন্দিত। ■

কার্ল স্প্রাকলেন, লীডস্ মেট্রোপোলিটান বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য এবং অবসরের সমাজবিজ্ঞানের (আরসি১৩) এর উপর আইএসএ গবেষণা পর্ষদের নির্বাহী সম্পাদক ও সহ-সভাপতি।

> তুর্কি সম্পাদনা পরিষদের পরিচিতি

গুয়েল কোরব্যাকুগলু ও ইর্মাক এর্ভেন, মিডিল ইস্ট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, তুরস্ক

আমরা জানুয়ারি ২০১৫ সালে *গ্লোবাল ডায়ালগ* (জিডি)-এর তুর্কি সম্পাদকীয় দল গঠন করি। আমাদের দলের দুইজন প্রধান সদস্য গুয়েল কোরব্যাকুগলু এবং ইর্মাক এর্ভেন তুরস্কের আঙ্কারার মিডিল ইস্ট টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি শিক্ষার্থী। এছাড়াও, বন্ধু, আহমেদ সেহান টোটান আমাদের ইস্যুটির ডিজাইনে সহায়তা করে আসছে।

সাম্প্রতিকবিশ্বের সামাজিক বিতর্ক ও বিষয়সমূহের অনুবাদ যদিও চ্যালেঞ্জিং এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া। তারপরও আমরা আনন্দের সাথে শেষ করতে সক্ষম হয়েছি। এটা অনুবাদ প্রকল্পের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। আমরা (ইংরেজি) *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর সামাগ্রিক ধারাবাহিকতা এবং নির্ভরযোগ্যতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে কুসেল ডায়ালগা (তুর্কি) পত্রিকাটিকে রূপান্তর করি। ইংরেজিতে জিডি-র একটি নতুন ইস্যু হাতে পাওয়ার পরমুহূর্ত থেকে অনুবাদের পুরো প্রক্রিয়াটি শুরু। প্রথমত, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে অনেকগুলো নিবন্ধগুচ্ছ থাকলে, অথবা কোন নির্দিষ্ট দেশের সমাজবিজ্ঞানের পরিধিকে তুলে ধরে, এমন নিবন্ধগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ককে বিবেচনা করে নিজেদের আগ্রহের ক্ষেত্র এবং আমাদের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে, এরকম ভিত্তিতে নিবন্ধগুলোকে ভাগ করি। তারপর আমরা নির্দিষ্ট সময়সীমায় কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করি। দুই জনের একটি দল হওয়াতে একইসাথে ধৈর্য এবং দায়িত্ব প্রয়োজন!

যখন আমাদের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট নিবন্ধের অনুবাদ শেষ হয়ে গেলে আমরা তাদের বিনিময় করি, যাতে করে আমরা সমস্ত নিবন্ধ পড়ে অনুবাদ ও সম্পাদনা করতে পারি। আমরা বিশ্বাস করি যে, অনুবাদকের পরিবর্তে পাঠক হিসাবে দ্বিতীয়বার পর্যালোচনা, সমাজবিজ্ঞানের সম্প্রদায় এবং সমাজবিজ্ঞানে আগ্রহী দর্শকদের দৃষ্টিকোণ থেকে পত্রিকাটির যথাযথ সম্পাদনা সহজ করে। তুর্কি ভাষায় যে সকল শব্দ অনুবাদ করা অসম্ভব এবং আক্ষরিক রূপান্তর করলে তারা তাদের অর্থ হারাবে, সেগুলোর জন্য আমরা এ ভাষায় প্রাসঙ্গিক সাহিত্য অধ্যয়ন করি ও আমাদের অধ্যাপকদের সাথে, শব্দটি সম্প্রতি তৈরি করা হয়েছে কিনা জানতে এবং কিভাবে আমরা তা অনুবাদ করতে পারি, সে বিষয়ে আলোচনা করি। যেখানে আমরা উপযুক্ত মনে করি, আমরা সেখানে তুর্কিতে ব্যবহৃত বর্নাঠ্য প্রবাদ ব্যবহার করি। সবকিছু অনুবাদ করার পরে, ছবিগুলির শিরোনাম সহ, আমরা আমাদের বন্ধু সেহানকে সব লেখা পাঠাই, যে ডিজাইনে পারদর্শী। কাঠামোর বিন্যাস সম্পূর্ণ হলে, আমরা শেষবারের মত মিলিয়ে দেখি। অবশেষে, আমরা *কুরেসেল ডায়ালগার* একটি নতুন ইস্যু পেয়ে গর্বিত।

আইএসএ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশনার পর, আমরা আমাদের সম্প্রদায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আমাদের সহকর্মীদের কাছে এবং বিশেষ আগ্রহী গোষ্ঠী, যারা বিশ্বব্যাপী তাদের সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সাথে পরিচিত এবং অপরিচিতদের সংযুক্ত করতে আগ্রহী তাদের অবগত করি। তুর্কি ভাষায় *গ্লোবাল ডায়ালগ* অনুবাদ নতুন বিষয় ও সমাজের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। আর প্রত্যেক নতুন ইস্যুতে আমরা আনন্দের সাথে তুর্কি সমাজতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সাথে আমাদের উদ্দীপনা এবং উৎসাহ ছড়িয়ে দিই।■

ইর্মাক এর্ভেন ইস্তানবুলের বিলগি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি এবং ব্যবস্থাপনায় এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক পাশ করেন। তারপর ফ্রান্সের ইউনিভার্সিটিতে প্যারিস ১- প্যানথিয়ন সোরবোননে থেকে অর্থনীতি এবং ইস্তানবুলের গালাতাসরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্টাডিজে স্নাতক সম্পন্ন করেন। বর্তমানে, তিনি ইসলামভীতি এবং ফ্রান্সের তুর্কি-মুসলমান অভিবাসীদের বহুজাতিক ধর্মীয় সংগঠনের উপর আঙ্কারার মিডিল ইস্ট টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডি-তে অধ্যয়নরত। তিনি ইস্তানবুলের ওকান বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেমা ও টেলিভিশন বিভাগেরও একজন শিক্ষক।

গুয়েল কোরব্যাকুগলু আঙ্কারার বিলকান্দ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বি.এ. ও মিডিল ইস্টের টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানে তার ডক্টোরেট ডিগ্রি অর্জনে অধ্যয়নরত। তার অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় তুর্কি মেডিকএল পেশাজীবীদের স্বায়ত্তশাসন ও কর্তৃত্বের রূপান্তর। তিনি যুক্তরাজ্যের ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একজন অস্থায়ী গবেষক হিসেবে এই গবেষণাটি পরিচালনা করেন। বর্তমানে, তিনি বিলকান্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জন প্রশাসন বিভাগের একজন প্রশিক্ষক। তিনি মেডিকেল সমাজবিজ্ঞান, পেশাগত সমাজবিজ্ঞান, সংগঠন ও কাজের সমাজবিজ্ঞান এবং জেন্ডার স্টাডিজে গবেষণায় আগ্রহী।

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
গুয়েল কোরব্যাকুগলু <gulcorbacioglu@gmail.com>
ইরমাক এর্ভেন <irmakevrenn@gmail.com>